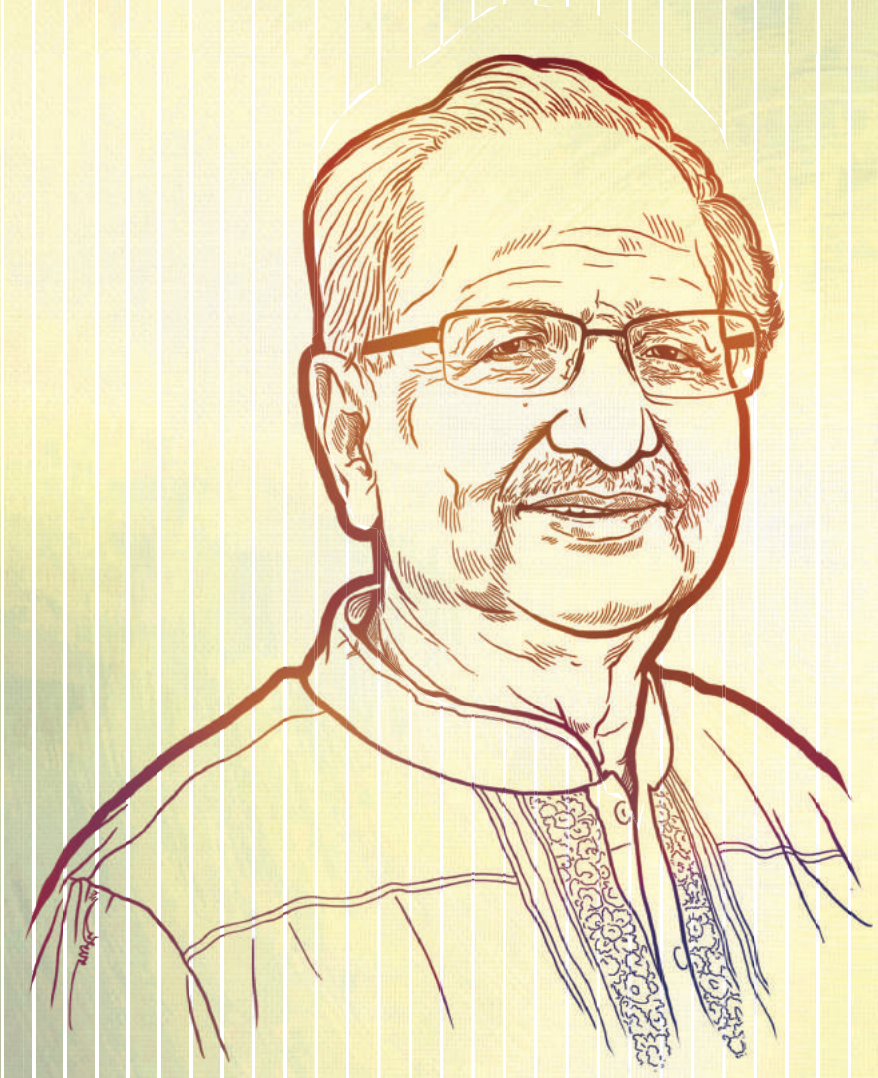

জাগরণের পথিকৃত

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ড. বদিউল আলম মজুমদারের ৩০ বছরের পথচলা

প্রারম্ভিক কথা

১৯৯৩ সাল থেকে ২০২৩। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে ড. বদিউল আলম মজুমদারের পথচলার ৩০ বছর পূর্ণ হলো। তাঁর নেতৃত্বে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বিগত তিন দশকে একটি ব্যতিক্রমী স্বেচ্ছাব্রতী আন্দোলন পরিচালনা করেছে। এ আন্দোলনের ফলে সারাদেশে লাখ লাখ স্বেচ্ছাব্রতী তৈরি হয়েছে, যাঁরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজেদের এবং সমাজের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কারিগর হয়ে উঠেছেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে এবং স্বেচ্ছাব্রতীদের যুক্ত করে এসডিজির স্থানীয়করণ এবং রাজনীতিবিদ ও সমাজের সচেতন নাগরিকদের যুক্ত করে একটি স্থিতিশীল ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জোর আন্দোলন পরিচালনা করছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। এর পাশাপাশি সমাজের আরও বহু সচেতন মানুষকে যুক্ত করে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ড. বদিউল আলম মজুমদারের অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথাও সর্বজনবিদিত। তিনি জনসম্পৃক্ত, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ নীতি-কাঠামো তৈরি ও সংস্কারের লক্ষ্যে ক্রমাগত অ্যাডভোকেসি এবং ক্ষেত্রবিশেষে আইনি লড়াই পরিচালনা করছেন। নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য নিরলস কাজ করেছেন তিনি। ড. বদিউল আলম মজুমদার তাঁর কাজের সমাজের মাধ্যমে সমাজের বহু মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছেন এবং তাদের জীবন বদলের ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ড. বদিউল আলম মজুমদারের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং ড. মজুমদারের কর্মনিষ্ঠা এবং অনুঘটকসুলভ নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই বিশেষ প্রকাশনাটি প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রকাশনার প্রথম অংশে ড. বদিউল আলম মজুমদারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। জীবনীতে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর বেড়ে ওঠা, পরিবার, ছাত্রজীবন, সমাজ সচেতনতা ও ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া, উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন ও সেখানকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, নব্বইয়ের দশকে দেশে ফিরে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং আরও বহু কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্র ও সমাজে যে ভূমিকা রেখেছেন তার বিবরণ ওঠে এসেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর অবিচল প্রতিশ্রুতি ও ভূমিকা পালনকারী কিছু ঘটনার বর্ণনাও উক্ত জীবনীতে স্থান পেয়েছে।

প্রকাশনার দ্বিতীয় অংশে স্থান পেয়েছে ড. বদিউল আলম মজুমদারের বন্ধু, ঘনিষ্ঠজন, সহকর্মী, অনুরাগী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা। বার্তাগুলোতে তাঁরা বদিউল আলম মজুমদার-এর সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও ড. মজুমদারের কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁদের মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন। তাঁদের প্রশংসামিশ্রিত এসব বার্তায় যেন ব্যক্তি ও সমাজের ওপর ড. বদিউল আলম মজুমদারের গভীর প্রভাবের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত শুভেচ্ছা বার্তাগুলো ইংরেজি ও বাংলা নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

বর্তমান প্রকাশনাটি মূলত ড. বদিউল আলম মজুমদারের অনুপ্রেরণাদায়ক নেতৃত্ব ও কাজের একটি সামান্য স্বীকৃতি। এটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন এবং যাঁরা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন আমরা তাঁদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একইসঙ্গে ড. বদিউল আলম মজুমদারের জীবন ও কর্ম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি ক্ষুধামুক্ত, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে সক্রিয় হওয়ার জন্য আমরা সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার: কর্মময় এক বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য

ড. বদিউল আলম মজুমদার। গণতন্ত্র, নির্বাচন, উন্নয়ন ও সুশাসন নিয়ে বাংলাদেশের অন্যতম সরব কণ্ঠস্বর। বিগত ৩০ বছর ধরে তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি এই সংস্থার গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। স্বনামধন্য নাগরিক সংগঠন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তিনি।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার পোলাইয়া গ্রামের রঙ্গু মিয়া মজুমদার ও আঞ্জুমেন নেসার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন বদিউল আলম মজুমদার। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের বহু প্রতীক্ষিত একমাত্র সন্তান। পারিবারিক আর্থিক দুরাবস্থার ফলে মাধ্যমিকের গণ্ডি শেষ না করেই তাঁর বাবা নওয়াব ফয়জুন্নেছা জমিদারি এস্টেটে নায়েবের চাকরি নেন। পরে কিছুকাল সরকারি চাকরি করেন এবং রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। পরবর্তীতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েন। পরিবারে অন্য কোনো উপার্জনক্ষম ব্যক্তি না থাকায় শিশুকাল থেকেই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন বদিউল আলম মজুমদার।

বাবা হাফেজিয়া মাদরাসায় পড়াতে চাইলেও মায়ের অনমনীয়তায় ১৯৫৩ সালে উত্তরদা জুনিয়র হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন বদিউল আলম মজুমদার। শুরু হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন। পারিবারিকভাবে আর্থিক সংকটের কারণে লেখাপড়ার পাশাপাশি তাকে ক্ষেত-খামারে কৃষিকাজ করতে হয়েছে। লাকসাম হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়াকালীন বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন বদিউল আলম মজুমদার। নবাব ফয়জুন্নেছা কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়াবস্থায় তিনি কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচিত হন।

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান শেষে সনদ গ্রহণ করছেন ড. বদিউল আলম মজুমদার (১৯৯৩ সাল)

আত্মোন্নয়নে সুপ্তশক্তির বিকাশ শীর্ষক কর্মশালায় 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জোন হোমস ও ড. বদিউল আলম মজুমদার (১৯৯৪ সাল)

১৯৬৪ সালে এইচএসসি পাসের পর মাত্র চার আনা পয়সা পকেটে নিয়ে বদিউল আলম মজুমদার ঢাকা শহরে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদে ভর্তি হন। তিনি ইকবাল হলের (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) আবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু করেন। ততদিনে বাবা মারা গেছেন, মা দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারের হাল ধরেছেন। ইন্টারমিডিয়েটে ভালো ফলের জন্য পাওয়া বৃত্তির টাকা থেকে নিজের লেখাপড়ার খরচ চালানোর পাশাপাশি হলের বয়-বাবুর্চিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত নাইট স্কুলে পড়িয়ে বিনামূল্যে হল ডাইনিংয়ে খাওয়ার সুযোগ লাভ করেন বদিউল আলম মজুমদার। মায়ের ভরণপোষণের জন্য টিউশনিও করতে থাকেন তিনি।

স্কুলজীবন থেকেই বদিউল আলম মজুমদার ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি একাধিকবার মোনায়েম খানের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত এনএসএফের আক্রমণের শিকার হন। ছয়-দফা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বদিউল আলম মজুমদার ১৯৬৬ সালে ইকবাল হল ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সময়ে প্রতিটি হলের একজন করে ছাত্র নিয়ে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে সরকারিভাবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সফর করেন। ১৯৬৭ সালে বদিউল আলম মজুমদার ইকবাল হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হন।

ছাত্র-ছাত্রীদের এগারো দফার ভিত্তিতে সংগঠিত ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের মূল নেতৃবৃন্দ সেসময় ইকবাল হলে থাকতেন। হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বদিউল আলম মজুমদার সে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি শহীদ আসাদের মৃত্যুর দিন 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' আয়োজিত হরতাল সফল করতে টঙ্গীর মিল গেটে তিনি দায়িত্বে ছিলেন।

অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে ১৯৬৮ সালে মাস্টার্স পরীক্ষার আগেই তিনি ঢাকার তদানীন্তন কায়েদে আজম কলেজের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী কলেজ) প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৯ সালে ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। পরবর্তীতে রোটারি ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যান। এরপর তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার ক্ল্যারমন্ট গ্রাজুয়েট স্কুল থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং কেইস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটি থেকে মাত্র ৩১ বছর বয়সে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

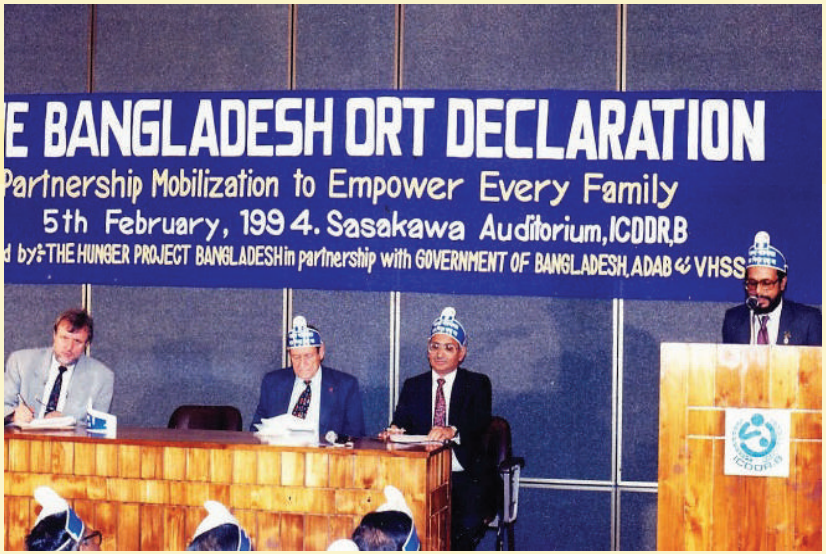

বাংলাদেশ থেকে ডায়রিয়া রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে 'দি বাংলাদেশ ওআরটি ডিক্লারেশন' অনুষ্ঠানে ড. বদিউল আলম মজুমদার (১৯৯৪ সাল)

নির্বাচনী সংস্কার বিষয়ক কর্মশালায় ড. বদিউল আলম মজুমদার (২০০৫ সাল)। পাশে উপবিষ্ট সুজন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ এবং সুজন-এর বর্তমান সভাপতি এম হাফিজউদ্দিন খান

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ডে শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় তিনি 'বেঙ্গল রিলিফ গ্রুপ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন এবং সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং মার্কিন সিনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চসহ অনেক জনপ্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিক্সন প্রশাসন কর্তৃক পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করা থেকে বিরত রাখার দাবি জানান।

পিএইচডি অর্জনের পর ড. বদিউল আলম মজুমদার ১৯৭৭ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল ইউনিভার্সিটি ও ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন এবং অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। মাঝখানে ১৯৮০ সালে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে'র (নাসা) 'স্পেস ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন প্রজেক্ট' প্রণয়নে সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কাজ করেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মহাকাশের দূষণমুক্ত পরিবেশে স্বল্প ওজনের ও বেশি মূল্যের ওষুধ, ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য উৎপাদনের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গবেষণা কর্মের সূচনা হয়। এসময় নাসার মহাকাশ গবেষণার কাজে নিবিষ্ট থাকার নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্তে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সিয়াটল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন তিনি কিছু সময় সৌদি রাজপরিবারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করেন।

বাংলাদেশের প্রতি দায়বদ্ধতার ঋণ শোধ করতে ১৯৯১ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং প্রায় দুই বছর দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ান। এই সময়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনে তা লাঘবে নিজের ভূমিকা তিনি নতুন করে উপলব্ধি করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে ইস্তফা দেন। এ সময় ইউএসএআইডি'র একটি প্রকল্পের প্রধান হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেন তিনি।

১৯৯৩ সালের এপ্রিলে ড. বদিউল আলম মজুমদার দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হন। তখন থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্তির প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত, ক্ষমতায়িত এবং কমিউনিটিকে সংগঠিত করে আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একটি ব্যতিক্রমী উন্নয়ন ধারা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত উন্নয়ন ধারার মাধ্যমে তিনি স্বেচ্ছাব্রতী কার্যক্রমের ঐতিহ্যকে আবার ফিরিয়ে আনেন। তাঁর উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণায় দি হাঙ্গার

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর একটি কর্মশালায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ড. বদিউল আলম মজুমদার (১৯৯৬ সাল)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একান্ত বৈঠকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জোন হোমস এবং ড. বদিউল আলম মজুমদার (১৯৯৭ সাল)

প্রজেক্ট 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণ' প্রবর্তন করে। এর মাধ্যমে দেশব্যাপী অসংখ্য মানুষের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং তারা নতুন উদ্দীপনায় নিজের ও সমাজের মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে নিয়োজিত হন। দেশের তরুণদের সম্ভাবনার বিকাশে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর অনুপ্রেরণা ও উদ্যোগে 'ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার' প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে বর্তমানে এক লাখেরও বেশি স্বেচ্ছাব্রতী তরুণ-তরুণী কাজ করছেন। একইসঙ্গে বিবাদমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠার কাজেও নিয়োজিত রয়েছেন ড. বদিউল আলম মজুমদার।

প্রয়াত অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ ও বদিউল আলম মজুমদারের নেতৃত্বে ২০০২ সালে 'সিটিজেন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন্স' নামে একটি নাগরিক সংগঠন গঠিত হয় এবং তিনি এর সদস্য সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৩ সালে সংগঠনটি নাম পরিবর্তন করে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' নাম ধারণ করে। ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পূর্বে বদিউল আলম মজুমদার এবং মোজাফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বে একটি দল চেয়ারম্যান প্রার্থীদের পেশা, আয় ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করে তা ভোটারদের মাঝে প্রচার করে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে বিচারপতি আবদুল মতিন ও বিচারপতি এএফএম আবদুর রহমান সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ২০০৫ সালে একটি যুগান্তকারী রায়ের মাধ্যমে হলফনামা আকারে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রের সঙ্গে আট ধরনের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেন। ২০০৭ সালে একটি স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক আদালতের রায়কে ভণ্ডুল করার লক্ষ্যে জালিয়াতির মাধ্যমে আবু সাফা নামক জনৈক ব্যক্তিকে দিয়ে আপিল করানো এবং তা হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হলেও সুজন-এর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও আইনি পদক্ষেপে তা প্রতিহত করা সম্ভব হয়। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের মৃত্যুর পর ড. বদিউল আলম মজুমদার সুজন-এর হাল ধরেন এবং সমমনা আরও বহু মানুষকে যুক্ত করে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য ড. বদিউল আলম মজুমদার বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি ও আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উচ্চ আদালত প্রদত্ত একটি যুগান্তকারী রায়ের পক্ষভুক্তদেরও একজন তিনি। আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া রাজনৈতিক দলের

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর ১,০০০তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে ড. বদিউল আলম মজুমদার (২০০৬ সাল)

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর দশম উজ্জীবক পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে ড. বদিউল আলম মজুমদার (২০১০ সাল)

আয়-ব্যয়ের হিসাব পেতে কমিশন বরাবর আবেদন করে তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়ে ড. মজুমদার শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হন। রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের হিসাবের তথ্য পাওয়া জনগণের অধিকার উল্লেখ করে আদালত ২০১৬ সালে রায় প্রদান করেন। কাজী হাবিবুল আউয়ালকে সিইসি করে দেশের ১৩তম নির্বাচন কমিশন গঠনের পর কমিশনারদের নাম প্রস্তাবকারীর তথ্য জানতে চেয়ে তাঁর নেতৃত্বে জনস্বার্থে একটি মামলা দায়ের হয়, যা বর্তমানে হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়া দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বৈধতা সংক্রান্ত হাইকোর্টের এক মামলায় আদালত ড. বদিউল আলম মজুমদারকে 'অ্যামিকাস কিউরি' হিসেবে নিয়োগ দেয়। আদালত তার রায়ে ড. মজুমদারের লিখিত উপস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ড. বদিউল আলম মজুমদার নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি বঞ্চনা ও নির্যাতনের অবসান এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের একজন অগ্রসৈনিক। কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাওয়া জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং সভাপতি হিসেবে এখনও দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর প্রস্তাব এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্মসূচি ও আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশ সরকার ৩০ সেপ্টেম্বরকে 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে জাতিসংঘ ১১ অক্টেবরকে 'ইন্টারন্যাশনাল ডে অব দ্য গার্ল চাইল্ড' ঘোষণা করে।

ড. বদিউল আলম মজুমদার ২০০১ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) বোর্ড অব গভর্নরস সদস্য এবং ২০০৭ সালে সাবেক সচিব ড. শওকত আলীর নেতৃত্বে গঠিত 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি'র সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই কমিটির মাধ্যমে ওয়ার্ডসভা আয়োজন, স্থানীয় সরকারের জন্য একটি সমন্বিত আইন কাঠামো প্রতিষ্ঠা, ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনে নারীর প্রতিনিধিত্বসহ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব স্থানীয় সরকার আইনে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন তিনি । পরবর্তীতে আইনটি সংসদে অনুমোদনের সময়ে বদিউল আলম মজুমদার প্রস্তাবিত সংস্কারগুলোর মধ্য থেকে শেষোক্ত দুটি বাদ দেওয়া হয়।

ড. মজুমদার বাংলাদেশের জনপ্রিয় কলাম লেখকদের একজন। দেশ ও জনগণের স্বার্থে রাজনীতি, অর্থনীতি, নির্বাচন ব্যবস্থা, সমাজ, স্থানীয় সরকার ইত্যাদি বিষয়ে দেশের

'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'-এর পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি-সহ আমন্ত্রিত অতিথি ও নারীনেত্রীদের মাঝে ড. বদিউল আলম মজুমদার (২০১৪ সাল)

'ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ'-এর ১৭তম জাতীয় সম্মেলনে অতিথিদের সঙ্গে মঞ্চে উপবিষ্ট ড. বদিউল আলম মজুমদার

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে তিনি নিয়মিত লেখালেখি করে যাচ্ছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার লেখনী একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ার পথ প্রদর্শন করে। লেখালেখির পাশাপাশি টেলিভিশন 'টক শো'তে তিনি জনস্বার্থ রক্ষার্থে ঝুঁকি নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে বক্তব্য রেখে যাচ্ছেন। এছাড়াও ড. বদিউল আলম মজুমদার একজন গবেষক। তিনি বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ৫০-এরও অধিক গবেষণাপত্র বিভিন্ন খ্যাতনামা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা এক ডজনের অধিক। এছাড়াও সম্পাদনা করেছেন বহু গ্রন্থ ও সাময়িকী। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্যসম্বলিত তিনটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিগত জীবনে বদিউল আলম মজুমদার একাধিকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। শিশুকালে তিনি একবার কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। ১৯৮৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় নিপতিত হন, যাতে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। ঐ দুর্ঘটনায় বদিউল আলম মজুমদার গুরুতরভাবে আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান।

পারিবারিক জীবনে তিনি দুই ছেলে ও তিন মেয়ের জনক। বড় ছেলে ড. মাহবুব মজুমদার বাংলাদেশ 'ম্যাথ অলিম্পিয়াড' টিমের অবৈতনিক কোচ এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাটা সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ছোট ছেলে ডা. মাহফুজ মজুমদার যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত। বড় মেয়ে শাহিরা মজুমদার একজন লেখক। তিনি বর্তমানে রোহিঙ্গাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণে কাজ করছেন। মেজো মেয়ে সাবিরা রোজানা মজুমদার একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত এবং ছোট মেয়ে সামিরা মজুমদার একজন গবেষক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তাঁর স্ত্রী তাজিমা হোসেন মজুমদার একজন স্বেচ্ছাসেবক ও সামাজিক উদ্যোক্তা।

ড. বদিউল আলম মজুমদার একজন পরিণত বয়স্ক জ্যেষ্ঠ নাগরিক। এই বয়সেও তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ছুটে বেড়ান। দেশে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নারীর অগ্রগতি এবং আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একটি ব্যতিক্রমী উন্নয়ন ধারা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর স্বপ্ন একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের, যে স্বপ্ন দেখেছিলেন একাত্তরের সূর্য সন্তানেরা।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ড. বদিউল আলম মজুমদার

ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠেছে 'গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' (লাকসাম উপজেলা, কুমিল্লা)

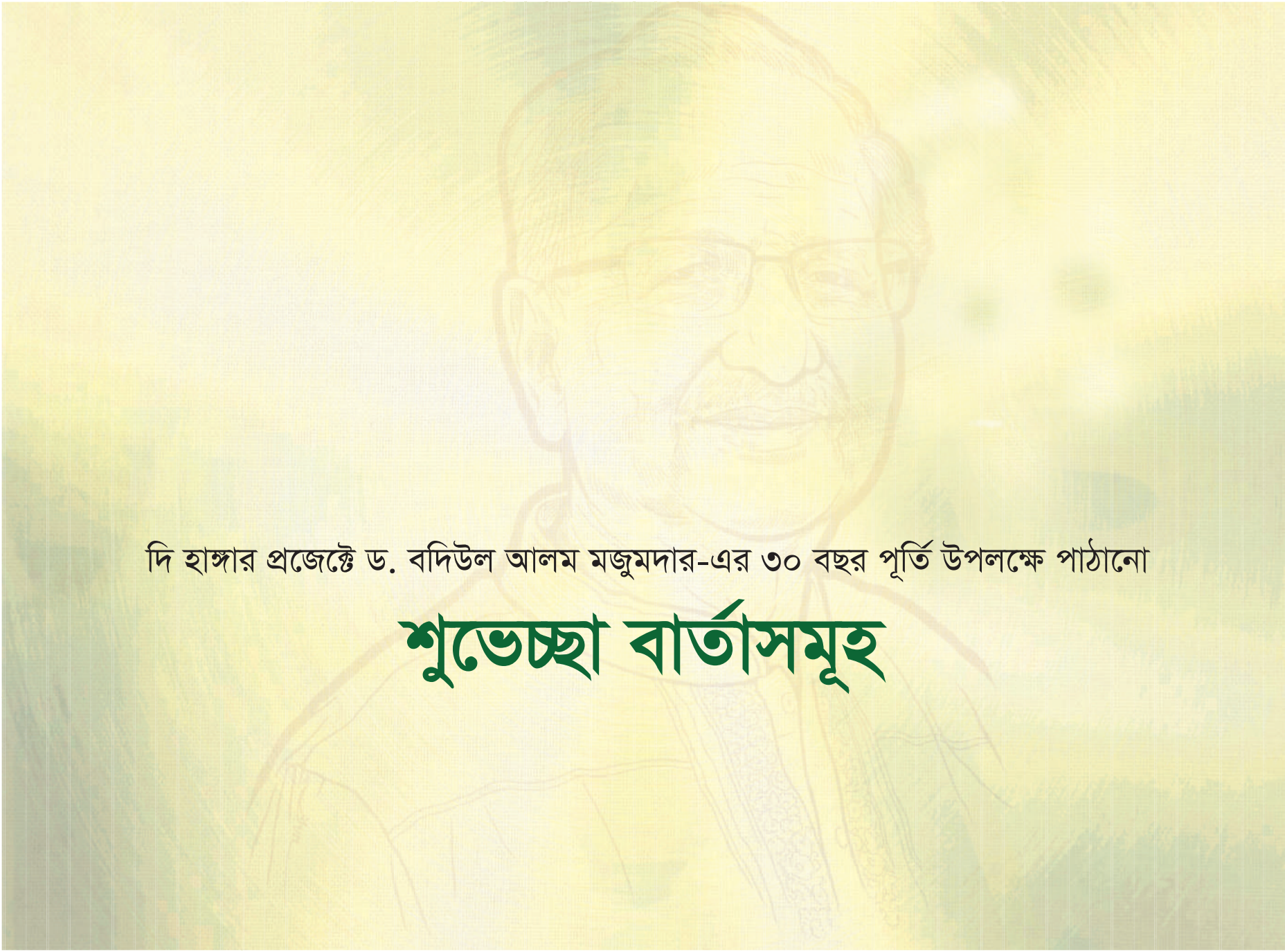

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পাঠানো

শুভেচ্ছা বার্তাসমূহ

ড. শামসুল আলম

প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বর্তমান সরকারের অন্যতম উন্নয়ন এজেন্ডা এসডিজি। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার একাধিক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসডিজির স্থানীয়করণে ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুসরণীয় কাজ করছে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের মাঠপর্যায়ের কাজ দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্র করে এবং মানুষকে ক্ষমতায়িত ও সংগঠিত করে এসডিজির স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। আমি মনে করি, হাঙ্গার প্রজেক্টের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো সংস্থাটি তরুণ ও নারীদের সংগঠিত করতে পেরেছে। পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কাজে তারা স্থানীয় সরকারকে সহযোগিতা করছে এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের সমন্বয় করে কাজ করে চলেছে। আর এ কাজে দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ড. বদিউল আলম মজুমদার।

ড. মজুমদার ইতোমধ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ৩০ বছর পূর্ণ করেছেন। দীর্ঘ এই যাত্রায় তিনি অগণিত মানুষের জীবন স্পর্শ করেছেন এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের মাধ্যমে অনেকের জীবনমানের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। এসডিজি বাস্তবায়নে স্থানীয় উদ্যোগের তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা অন্যত্র এসডিজি স্থানীয়করণে কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আমি আশা করি, ভবিষ্যতেও জনউন্নয়নে তাঁর এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

আমি ড. বদিউল আলম মজুমদারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

A S M Mahbubul Alam

Former Secretary, The government of the People's Republic of Bangladesh

I am delighted to know that The Hunger Project, Bangladesh is going to celebrate 30th anniversary of Professor Badiul Alam Majumder's engagement with the organization as Country Director. To speak the truth, 'The Hunger Project Bangladesh' and Badiul Alam Majumder are indivisible. He has motivated hundreds of thousand young animators throughout the country who believes in their own power and working hard to build hunger and poverty free Bangladesh.

Professor Badiul is a brave, fearless, pro people personality who speaks aloud for local government and democracy at all levels. I hope, our future generation will not hesitate to recognize his contributions if we don't. I wish him a long, happy and healthy life.

Adeeba Aziz Khan PhD

Barrister-at-Law
Director, Summit Power International

Dr. Badiul Alam Majumdar has been one of my most revered mentors, from the early days of my PhD education. His knowledge and understanding of the Bangladeshi Constitution and its place in society, the practice of democracy and development is unparalleled.

It has been an honour to learn from him and I wish Dr. Majumdar and The Hunger Project the best in all their future endeavours.

Ahmed Mushtaque Raza Chowdhury, PhD

Former Vice Chair, BRAC, Former Founding Dean, The James P. Grant School of Public Health, BRAC University
Former Professor, the Mailman School of Public Health, Columbia University

It has been an honour and privilege to know Dr Badiul Alam Majumdar. He has been championing the rights of common citizens through his writings, speeches and work over the last three decades. In this, both the THP and SHUJAN have been his vehicle. I have had the privilege of visiting and hearing about his incredible interventions, before and during the pandemic.

We wish Badiul bhai a long life to fulfil his dream of a poverty-free and empowered nation.

Ahsan H. Mansur PhD

Executive Director, Policy Research Institute of Bangladesh (PRI)
Member, Executive Committee, SHUJAN—Citizens for Good Goverance

Congratulations to Dr. Badiul Alam Majumdar for his long and enduring commitment to The Hunger Project.

Bangladesh has made remarkable progress in reducing poverty, hunger and nutrition. Contributions of NGOs, Government and development partners were most important in this respect. Various project supported by these institutions—including The Hunger Project—played significant role in this regard.

We wish good health and continued active role of Dr. Majumdar in future development of Bangladesh and in putting foods on the plates of the remains hungry people of Bangladesh.

Amzad Hossain
Volunteer, Youth Ending Hunger Bangladesh
Former Program Officer, The Hunger Project Bangladesh

Respected Sir, Warm greetings! I hope this letter finds you in good health and high spirits.

It is with great pleasure and admiration that I write to extend my heartfelt congratulations on your remarkable achievement of completing 30 years of dedicated service with The Hunger Project.

Your unwavering commitment to the mission of The Hunger Project and your outstanding leadership have been instrumental in bringing about positive change and making a lasting impact on countless lives. Throughout your tenure, you have consistently demonstrated passion, resilience, and an unwavering belief in the power of people to transform their own communities.

Your leadership as the Country Director has been exemplary. Under your guidance, The Hunger Project has successfully implemented numerous initiatives that have empowered communities to become self-reliant, overcome hunger, and break the cycle of poverty. Your strategic vision, innovative ideas, and ability to engage and mobilize diverse stakeholders have been instrumental in driving progress and achieving sustainable outcomes. Your ability to inspire and motivate others has created a culture of excellence within our organization, and I have personally benefited from your guidance and mentorship.

Beyond your professional accomplishments, your dedication to uplifting the voices of the marginalized and your tireless efforts to promote gender equality and social justice have been truly inspiring. You have not only been a role model for your colleagues and staff but also for the wider community, proving that a single individual's dedication can ignite transformative change on a larger scale.

As we celebrate this significant milestone in your journey with The Hunger Project, I would like to express my deepest gratitude for your outstanding service and for being a beacon of hope for those in need. Your unwavering dedication and resilience have touched countless lives, and your legacy will continue to inspire future generations to work towards a world free from hunger and poverty.

On behalf of myself and all those whose lives you have impacted, I extend my warmest congratulations once again. May this milestone serve as a reminder of your incredible achievements and the immense value you have brought to The Hunger Project.

With utmost respect and admiration, Amzad.

Anya Lemmermann

Volunteer, The Hunger Project Germany

Hi Badiul. This is Anya from Germany. I remember the time very well I spent with you 30 years ago in Bangladesh. And I just wanted to let you know that it made a huge difference to my life, knowing you, knowing your big, big heart of the people, and never stopping, never, never, ever stopping.

So, thank you so much.

Ashish Saikat

Chief News Editor, Independent Television

Dr. Badiul Alam Majumdar is the name of spirit and ideology. I personally know the great man for last 22 years.

Dr. Majumdar is very helpful for journalists. He not only run The Hunger Project, he is founder Secretary of SHUJAN. He is still fighting for participatory election and people's voting rights. He did a big work for election law reforms. Actually he is one of our idol.

Annelies Kanis

Country Director, The Hunger Project Netherlands

Dear Badiul,

Through this note, I just wanted to let you know how much I appreciate your drive and spirit to improve the situation of the people in Bangladesh – and more importantly, to give them the tools to help themselves. It takes a lot of stamina and courage to stick to your vision and you are a great example for me on keeping your goals in front of you, in all times.

Thank you for all that you do for your country which holds such a special place in my heart.

All the best and until we meet again! Annelies.

Asif Saleh

Executive Director, BRAC

On the eve of Dr. Badiul Alam Majumdar's 30-year journey with The Hunger Project, I marvel at his remarkable contributions toward a hunger free, poverty free and democratic Bangladesh. His unwavering commitment and steadfast advocacy have empowered many communities. THP and BRAC worked closely to support grassroots women's empowerment, citizen's participation and social accountability in local decision-making, and inclusive growth. The combined efforts left a lasting impact on countless lives.

Dr. Majumdar's deep understanding of grassroots issues, governance deficit and ability to mobilise people, particularly the youth, have driven transformative change. The legacy of Dr. Majumdar shapes Bangladesh's development landscape and lays the groundwork for an incl sive, democratic, and prosperous country. We recognise his tremendous contribution and applaud his relentless pursuit as we mark his 30th anniversary with The Hunger Project. Congratulations on his significant accomplishment!

Azizur Jewel

Executive Director, TREE-Training Research Education for Empowerment

Where great organization to a great person used to blend their passion & resources together, the aroma of such a blend spreads towards the open window of peoples hearts. I got the aroma many years back and still my heart is filled up with it, and will remain forever.

Best wishses for the Hunger Project, its skipper Dr. Badiul Alam Majumdar.

Cathy Burke

Speaker and Author
Former CEO, The Hunger Project Australia

To my buddy, my partner, my teacher...

30 years — and countless lives changed — incredible!!! Your legacy is unknowable and undeniable.

Thank you for all you have shown me, and for our many adventures together.

Congratulations, my 'unreasonable' friend. Love.

Carol Coonrod

Former staff, The Hunger Project (Global)

Dear Badiul, My dear friend, you and your family have been part of my life for 30 years! I treasure my relationship with three generations of Majumdars as I have witnessed your daughters in their life journeys and now get to see (via photos, primarily), the blossoming of your granddaughters and grandson. Each touches my heart.

And you... I respect you for your unyielding conviction, for your doggedness, for your vision for your country and for persevering, even when circumstances seem impossible.

I hope you are basking in the regard and love that surround you today in particular. Please know that your fan club is global and contains hundreds and hundreds and hundreds of people who appreciate you every day.

I love you dearly, Carol.

Debra Protter

Investor and Volunteer, The Hunger Project (Global)

Hi Badiul.

I just want to say a huge thank you for many things. But firstly, and mostly is for inviting me to come and lead with Felicity that first women's training in Dhaka. That was just extraordinary. And it really gave me a credible relationship with those women, with you, with your team and with what mobilization was all about. And we've continued in our relationship with you and Tazima are just like family. We appreciate you. We love you. And we just thank you for your incredible 30 years of service, and your continued service to ending hunger in this world. And thank you for including me and for trusting me as part of it.

Love you.

Dwight Frindt

Investor and Activist, The Hunger Project (Global)
Co-Founder, 2130 Partners

Badiul, you have been a source of key strategic approaches, a courageous of peaceful courage, and an inspiration to so many of us for many decades!

Congratulations on your 30-year anniversary with THP.

Elisabeth Roelvink

Former Connector, The Hunger Project (Global)

Dear Badiul, in 1999 I came to Bangladesh for the first time… and fell in love.

With the energy, the positive attitude of every animator and team member I met, with the incredible vision.

I was so happy that you would have me in the office. Together we created the first women animator training and developed the model of 'why women are the key to ending hunger.' It has been an unforgettable journey with you. I wish with all my heart that in the changing circumstances you will keep your spirit as long as you live. It takes great courage and you have that.

Much love, Elisabeth

Faiz Ahmad Taiyeb
Writer on Sustainable Development

Dear Sir,

I hope this message finds you in excellent health and high spirits. I am writing to extend my heartfelt congratulations on the occasion of The Hunger Project's (THP) remarkable 30-year journey under your outstanding leadership. It is truly an exceptional milestone that reflects your unwavering dedication, relentless efforts, and visionary approach towards creating a positive impact in Bangladesh.

Your invaluable contributions as the Global Vice President and Country Director of The Hunger Project have not only transformed the organization but also touched the lives of countless individuals across all 64 districts of Bangladesh. Through your strategic guidance and relentless pursuit of sustainable development, THP-Bangladesh has emerged as the largest volunteer organization in the country, amplifying its reach and influence to uplift communities from the grassroots level.

Your exceptional focus on empowering girl children deserves special recognition. By championing their rights and working tirelessly towards gender equality, THP-Bangladesh, under your leadership, has become a leading voice in promoting social justice and equal opportunities for all. Your dedication to ensuring a brighter future for the youth of Bangladesh is truly commendable.

In addition to your outstanding achievements with THP-Bangladesh, I would also like to express my gratitude to you and your wife for the remarkable initiative of establishing the Gana Uddog Girls High School and College in your village. It is truly inspiring to see individuals like you who not only dedicate their lives to creating positive change on a national scale but also make a profound impact at the grassroots level. Your school stands as a testament to your commitment to education and empowerment, and it has rightfully earned its reputation as one of the best girls' schools in Comilla district.

Furthermore, your expertise as an economist, development worker, political analyst, and election expert has undoubtedly been instrumental in shaping THP-Bangladesh's strategies and initiatives. Your visionary leadership has not only steered the organization through challenges but has also fostered collaboration, innovation, and sustainable solutions in the field of community development.

Dr. Majumdar, your three decades of service to The Hunger Project-Bangladesh, and ultimately to the people of Bangladesh, inspire us all. Your unwavering commitment, passion, and perseverance have left an indelible mark on the lives of numerous individuals, families, and communities, creating a lasting legacy of positive change.

On behalf of all those who have been touched by your remarkable work, I extend my sincerest congratulations once again. Your leadership and accomplishments serve as a shining example for all of us, motivating us to strive for excellence and make a difference in our own spheres of influence.

Wishing you continued success, good health, and fulfillment in all your future endeavors.

With utmost respect and admiration, Faiz.

Grace Mgabadere Chikowi

Country Manager, The Hunger Project Malawi

Dr. Badiul Alam Majumdar is an inspiration for many. He is a leading advocate for the rights of girl children and The Hunger Project has grown into Bangladesh's largest volunteer-based organization under his visionary leadership. Throughout his career, he has consistently placed a high value on social capital, recognizing that it is essential for creating a more harmonious and equitable society. His work with The Hunger Project over the past 30 years has been nothing short of remarkable, and I am confident that he will continue to make a positive impact in the years ahead. His legacy will undoubtedly be one of compassion, dedication, and hope for a better future for all people.

Hameeda Hossain PhD

Human Rights Activist

Executive Member, SHUJAN—Citizens for Good Governance

I take this opportunity to congratulate Professor. Badiul Alam Majumdar for his dedication to the success of the Hunger Project in reaching out to the youth. In the last 30 years, Professor Majumdar has worked with young people across Bangladesh and supported their efforts to speak out about their successes and challenges. In doing so he has been able to meet many young men and women and encouraged them to speak out for justice and fair play.

I hope Professor Majumdar will continue to associate himself with the Hunger Project.

Farah Kabir

Country Director, ActionAid Bangladesh

Dr. Badiul Alam Majumdar is an inspiration for many. He is a leading advocate for the rights of girl children and The Hunger Project has grown into Bangladesh's largest volunteer-based organization under his visionary leadership. Throughout his career, he has consistently placed a high value on social capital, recognizing that it is essential for creating a more harmonious and equitable society. His work with The Hunger Project over the past 30 years has been nothing short of remarkable, and I am confident that he will continue to make a positive impact in the years ahead. His legacy will undoubtedly be one of compassion, dedication, and hope for a better future for all people.

Geer and Kees Bronke

Volunteers and Investors, The Hunger Project (Netherlands)

Dear Badiul,
Our Congratulations with your 30 years anniversary as Director of THP Bangladesh. We still remember our first meetings together 29 years ago together with Andrew Davies. At that time we developed the Vision Commitment and Action Workshop for Bangladesh and later for the whole Hunger Project.

In the following years we have seen you many times and have seen how under your leadership THP Bangladesh have been growing now in all states inside Bangladesh and also your influence at the THP worldwide.

Again our congratulations for these 30 years on going work. We will never forget you.

Ishrat Hossain

PhD Researcher, University of Oxford

My heartiest congratulations to Professor Dr. Badiul Alam Majumdar, my dear Kaku, on leading The Hunger Project for three decades. His towering presence in Bangladesh's civil society and unwavering commitment to democracy and electoral integrity are inspirational for all Bangladeshis. We are blessed to have him guiding us through this difficult period in Bangladesh's history. May he continue to prevail for another three decades.

With my very best wishes.

Jenna Recuber

Global Vice President, Fundraising & Communications, The Hunger Project (Global)

Dear Badiul,

You and our work in Bangladesh hold such a special place in my heart -- the first place I saw our Hunger Project in action, such a beautiful demonstration of leadership across generations and communities mobilized for change. That inspiration, and the warmth you and Tazima showed me, has never left my heart! I wish you many congratulations on your 30th Anniversary Celebration. The world is indeed a better place with your leadership, your vision, your passion, and your commitment. I am grateful to be your partner on this journey.

Love, Jenna.

Jay and Louise Greenspan

Investor and former staff, The Hunger Project (Global)

If one is very fortunate in life, on occasion you are blessed to meet someone who is in every way a hero. They seem like normal people on the surface, but then you realize that they are someone who is not daunted by the enormity of the challenges they are willing to face. In fact, they are nurtured by all that it takes to right the wrongs in the world, and address what is needed to restore justice in unjust circumstances. They do it with a lightness of being and a firmness of intention. Their vision of what is possible is so strong that they can see it in their mind's eye and almost taste it.

Each day they awake to a sense of purpose and joy in the face of all that must be done that day. It inspires and enrolls those around them. This is who you are Badiul.

We have been blessed to know you, to support you and to see your victories. You are for us a true hero.

Please take in from all of us around the world the love, appreciation and gratitude for what you have accomplished and who you have been for so many, surely in Bangladesh, but also for people around the world.

Our wish on this day of celebration is that some measure of all of have done, comes back to you and you feel life's blessings filling you, now and always.

With respect, regard and great love.

Jim Goodman, JD, CAP®

Senior Director, Major Gifts & Planned Giving, The Hunger Project (Global)

After 16 years as a THP investor, in 1998 I went on my very first THP investor trip, and it was to Bangladesh. I had met Badiul at several fall events and we had a warm relationship. But I had no idea what he was like in his home country, among his own people.

Leading a VCAW in front of hundreds of villagers in a rural area, my soft-spoken, gentle friend became a fiery and inspiring orator. The people were mesmerized, even children were transfixed, looking on from rooftops and up in tree branches.
I thought to myself, "So this must be what it was like to be around Gandhi or MLK." I'm not kidding.

Being with Badiul "on his turf" changed my life. My THP investment and activism expanded dramatically after that trip, and four years later I left my corporate law career and joined THP's staff.

I will never know a fraction of one percent of everything that Badiul has contributed to his country and to our global work. And every step of the way, Tazima has been a force in her own right -- not behind Badiul, beside him. I have never had any doubt about the power she brings to the table and the difference she has made over these many years.

Badiul, my friend, I could go on. In my 20 years on staff, your presence "out there" has continued to serve as a beacon and a guiding source for me in my work. Untold millions of people have a different life and a different future because of you, and I'm honored and privileged to be one of them.

Congratulations and best wishes, my brother, on your 30th anniversary with THP.

Joan Holmes

Founding President and Global Board Member, The Hunger Project

Badiul Majumdar is one of the world's most inspiring, committed, and visionary leaders for the end of hunger.

Thirty years ago, when Badiul started his work, he found a country with severe hunger and poverty. He also found great people, who were suppressed by a mindset of codependency. Thirty years later, the people at the grassroots of Bangladesh are empowered and unleashed to end their own hunger and the hunger existing in their country. Badiul has the courage to identify what's missing for the end of hunger to become a reality. To that end, he has created an organization that inspires and fosters good governance as a central component for the end of hunger.

It is an honor and a privilege to celebrate Badiul Majumdar, who has embodied the principles of The Hunger Project to create a new future for Bangladesh.

Joanna Ryder

Investor and former Staff, The Hunger Project (Global)

Dear Badiul,

Congratulations on your 30-year anniversary with The Hunger Project. You are amazing! Thank you for your courage, your commitment and all you have done to create a world free from hunger. You are a shining example of what it means to be a Planetary Citizen and I am so proud to know you.

With appreciation and love, Joanna.

John Coonrod PhD

Executive Vice President, The Hunger Project (Global).

Wow, who knew 30 years ago that when I asked Joan to hire you, we would both still be at work. I am so proud to get to be your partner in the hunger project. Your ability to inspire, mobilize and influence people as legendary, only matched by your ability to make unreasonable requests.

I am confident that our next 30 years together will be just as fruitful and just as much fun.

Judicaël BAMBARA

Country Leader, THP-BURKINA FASO

Happy anniversary to you, my Professor! 30 years, fighting hunger and poverty in whole the world in general and in Bangladesh in particular.

Thank you for your contribution. I wish you another 30 years of health and happiness!

Kamal Hossain PhD

Former Minister of Foreign Affairs, People's Republic of Bangladesh
Senior Advocate, Supreme Court of Bangladesh

Under the dynamic leadership of Dr. Badiul Alam Majumdar, Country Director of The Hunger Project Bangladesh, which developed key elements of The Hunger Project's global strategies – Vision, Commitment, and Action workshop for community mobilization – and the Animator Training, that has strengthened the leadership skills of more than 250,000 community volunteers. The Hunger Project is an organization that excels in mobilizing and supporting national networks to address various social issues. Alongside their flagship programme, Youth Ending Hunger, they have established several other influential networks.

The Hunger Project Bangladesh, under the guidance of Dr. Majumdar, has successfully implemented initiatives across all 64 districts of Bangladesh. They have achieved the status of being the largest volunteer organization in the country, while also being acknowledged as a prominent advocate for the rights of girl children. Dr. Majumdar also took the citizens' struggle to the judiciary by filing a writ petition in the Supreme Court requiring disclosure of candidates' assets and other relevant information so that voters could make an informed choice.

His tireless and courageous efforts have made a truly positive contribution to the citizens' movement for building democracy in Bangladesh.

Karen and Mike Herman

Congratulations dear Badiul – you have demonstrated to so many Bangladeshis – and so many others – the power and sustainability of our Hunger Project – because of your stand for the end of hunger.

Mike and I sense that countless numbers of Bangladeshis who have directly benefitted from your dedication likewise deeply appreciate your outstanding leadership on behalf of The Hunger Project.

Please accept our fondest wishes, hopes and dreams for Bangladesh - and also please include our very best to Tazima, your children and your outstanding staff!

Best wishes for the future and all that you will continue to accomplish.

Kathleen Morris

Monitoring, Evaluation, & Learning Program Manager, The Hunger Project (Global)

Congratulations on 30 impactful work! It has been a joy to work with you and your team and see the inspirational work firsthand! Thank you for your contribution to a peaceful, hunger-free Bangladesh.

Laura and Chuck Burt

Investor, Activists and Former Staff, The Hunger Project (California, United States of America)

Congratulations, Badiul, on 30 years with The Hunger Project. I remember like it was yesterday when we first met in Bangladesh and you shared about how you met John and Joan and decided to become our country director. I love how we have been friends ever since.
Hope to see you soon….

Love, Laura and Chuck Burt.

Laurel Dutcher & Charlie Duell

Former staff of The Hunger Project Global office, Member of Global Board of Directors

Dear Badiul,

You are a wonder.

Words can never adequately represent your immeasurable contributions and the impact of your leadership, determination, insight, perseverance, partnership, friendship and spirit.

We are honored to have shared our work and family with you through these transformational thirty years, and filled with gratitude to have you in our lives.

With admiration and great love,

Laurel, Charlie, Ben and Josh.

Ben and Josh are Charlie and Laurel's children.

Lutfey Siddiqi

Adjunct Professor, National University of Singapore

I would like to congratulate Dr. Badiul Alam Majumdar for thirty years of inspiration, consistency and persistence in flying the flag of good governance and constructive engagement.

His commitment to leadership ethics and competence is legendary, as is his insistence on the dignity and empowerment of citizens.

He has also demonstrated that a proactive attitude towards diversity and inclusion at a local community level can help resolve seemingly intractable issues.

The world needs more of that formula for the increasingly complex challenges that we face going forward.

I wish him, his family and his team all the very best.

Mary Allen

Former president, The Hunger Project (Global)

Hi Badiul. I want to wish you a very happy anniversary at the hunger project, 30 years. Wow. What a wonderful accomplishment. Please give my best to Tazima. And I'm hoping both of you have good health and happy times in the near future.

Best of luck and congratulations.

Mahbubul Alam Majumdar PhD

Professor and Dean, School of Data and Sciences, Department of Computer Science and Engineering, BRAC University
National Coach, Bangladesh Mathematical Olympiad Team

My father, Dr. Badiul Alam Majumdar is responsible for all of my achievements as a person and as an academic.

My father is a single child, and it was not always easy for him to communicate his viewpoints to his children. But what we did deeply absorb from him was a personal code of conduct about how to behave with others, how to think and live simply and what to value in people and in life. All of his five kids are well known to be extremely unselfish, always keen to help others and to never ask for help themselves. We get this from him. All of his kids are well known to be very humble and to never trumpet their achievements. We get this from him. All of his kids are known to go far and beyond what is required of them. We get this from him.

His morals and values are reflected in us, and it should not be unsurprising that the initiatives he has led such as SHUJAN and The Hunger Project and its simple low cost, under the radar method of helping and guiding vast numbers of people, also reflect his core values of selflessness, care for others, and straightforwardness.

Many people nowadays know of my father only as an activist and pioneer in development. They forget that first and foremost, that he is an accomplished academic. He was ambitious and wrote many papers (many of which I had to proofread while growing up). He was a fellow at NASA and he was a tenured university professor of economics and finance at respected universities like Washington State University in the USA.

As an academic, my father was limited only by the village education he received as a youngster. He made sure that none of us had any such limitations. He pushed me to succeed. He even bribed me to participate in my first national competition. As a consequence of this intense focus on self-betterment and education, all of his kids are also known to be tremendously talented, capable and equipped with the best academic training available.

My father's strong academic background and tremendous drive to build a better Bangladesh has given him an ability to look at Bangladesh's issues in new ways. His dogged determination has enabled him to carry out those creative and bold solutions. I don't know anybody in Bangladesh who has such strong combination of being able to think analytically and methodically, vast grassroots level experience with development and extreme persistence to implement solutions.

I am also particularly grateful for two decisive decision that my father made. First, he married my mother. She has selflessly supported him and his mission and enabled him to be successful. She is also equally responsible for our successes. Second, he returned to Bangladesh in his middle age. This gave us a perspective that is unique and gave us, his kids, a life mission of also working for the betterment of Bangladesh.

Mahrukh Mohiuddin

Managing Director, The University Press Limited (UPL)

I decided to return to Bangladesh after my higher studies with the dream to contribute some meaningful changes for my country. The first organization I was introduced was The Hunger Project, and I visited several sites of this organization and meet the local level animators. This was around 2007. Then doing the COVID pandemic, The Hunger Project's work in combating the pandemic became another example of forward thinking and proactive measures to engage the community. There examples were possible due to Dr. Badiul Alam Majumdar's leadership, connection with grassroots and indomitable courage.

My heartfelt congratulation to Dr. Majumdar on completing 30 years with The Hunger Project. I Wish you a long, healthy and fulfilling life and many more years of activity. Bangladesh is fortunate to have you.

M Mainuddin Mainul

Country Director, Good Neighbors Bangladesh

We congratulate Dr. Badiul Alam Majumdar upon his achieving the threshold of 30 years of leadership in The Hunger Project (THP). We know Dr Mazumder for his remarkable compassion, humility and for his commitment to the rights of the underprivileged.

Personally, I know him for through our long-term partnership with the National Girl Child Advocacy Forum (NGCAF) that is chaired by him. Good Neighbors Bangladesh is a member in the executive committee of the NGCAF that introduced the national girl child day, later replicated globally.

Through the NGCAF, we have held many campaigns and press meetings not always welcomed by the authority. Every time we have found him as a tireless campaigner and inspiring mentor to us and to the girls and women affected by repression and exploitation.

Therefore, we, at Good Neighbors Bangladesh, have a particular reason to know and learn from Dr. Majumdar's visionary leadership and commitment to the grassroots development.

We believe that the nation has a lot more to receive from his unwavering leadership. We send our best wishes and prayers.

Munira Khan

Former member, National Human Rights Commission
Former President, Fair Election Monitoring Alliance (FEMA)

This is a tribute from me to Badiul Alam Majumdar on the occasion of your association with The Hunger Project for long 30 years. Congratulations!

I believe your success came as you deeply think and act more effectively. And you think about the most valuable asset of our life, people.

I wish you a long, healthy and meaningful life. May Allah bless you.

মানব বন্ধন

Mohammad Kaykobad PhD

Distinguished Professor, Brac University, Former Professor
Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)

Dr. Badiul Alam Majumdar, having enjoyed an illustrious life of an academician in the country of the most abundance the USA, decided to return to his motherland with his family including his son Dr. Mahbubul Alam Majumdar—an alumnus of the most prestigious schools of MIT, Stanford, Cambridge and Imperial College. While Dr. Majumdar Junior is devoted to uplifting the image of our country through participation in International Mathematics Olympiad from which our young students are bringing laurels for the country, Dr. Majumdar Senior has dedicated his life to a hunger-free Bangladesh—a country with the largest population density plagued with natural calamities and the 1974 famine that caused havoc to the journey to prosperity of the newly born country. He has also been relentlessly working to give a strong footing to the democratic institutions of the country being possibly the most active member of the citizenry of the country that is heard against every violation of the democratic norms of the country.

I have the best wishes for the continuation of his 30-year service for democracy into another 30 years.

Md. Nur Khan

Executive Director, Ain o Salish Kendra (ASK)

Dr. Badiul Alam Majumdar is a well-known figure for his academic and professional attributes who has sustained an uncompromised role in realizing democracy and the rights of the people. During the mass uprising of 1969, he had taken a strong stance as a representative of the students of Dhaka University as the General-Secretary of the then Iqbal Hall. During critical periods of struggle, we have witnessed his fierce role and innovative interventions. The urge to improve the lives of the people of his country has been reflected through his involvement with 'The Hunger Project'.

We congratulate him for the successful completion of 30 years of 'The Hunger Project' in Bangladesh, and we are hopeful that he will continue his fight towards building a self-reliant Bangladesh free from poverty and hunger.

Mostofa Mahmud Alam
Anthropologist, PhD candidate, Western Sydney University (Sydney, Australia)

The Hunger Project is a unique global organisation compared with many other top-down and charity-driven organisations. Their training and mobilisation programmes are designed to unleash human potential, shift mindset, and create visionary, committed, local leaders at the grassroots.

Dr. Badiul Alam Majumdar is the Country Director and the team leader of this wonderful organisation. I had the opportunity to work with them for over 3 years (during 2002-2005) during my student life. As a volunteer, and later as a full-time staff of Hunger Project Bangladesh, I have visited various corners of the country. I have experienced their philosophy and observed the impact of their activities in rural villages. During my time with The Hunger Project, I have witnessed so many success stories and the magic of the Hunger Project's training and mobilisation work. For example, in 2002 in rural villages of Manikganj, a young man was telling me his story of how he overcame his drug addiction since he started volunteering with the Hunger Project, I have seen how thousands of volunteers were helping rural people during the devastating flood in 2002, I have met thousands of young men and women who not only changed their own lives after receiving the training from The Hunger Project but also improved the living conditions of their communities/villages they live in.

Dr. Badiul Alam Majumdar is the magician of this grassroots movement in Bangladesh. I have seen how he and his team members work despite the difficulties, challenges they face and the limited resources they have.

Those who have spent time with Dr. Badiul Alam Majumdar know how this visionary man works, with huge energy and dream to create a hunger and poverty-free Bangladesh. He is truly sincere and committed to creating a better Bangladesh and he is a role model for many of us.

I wish him a long healthy life and all the best.

Mustafa K. Mujeri PhD

Executive Director, Institute for Inclusive Finance and Development (InM)

It gives me great pleasure to know that The Hunger Project (THP) Bangladesh Office has taken an initiative to commemorate the 30th anniversary of Dr. Badiul Alam Majumdar as the Country Director of THP Bangladesh. Under his visionary leadership, THP Bangladesh has charted a remarkable path of resilience, courage, ingenuity and creativity of the people to realise their own vision of a future free from hunger and poverty. As a matter of fact, he has ushered a radical departure from the traditional top-down, aid-driven and charity-based service delivery approaches to overcome the deeply entrenched mindset of resignation and dependency among the people at the grassroots.

Under the leadership of Dr. Majumdar, the focus of THP Bangladesh has been to ensure sustainable solutions to hunger by applying the basic and universally acclaimed principles of human rights and dignity, equality, self-reliance, gender equality, sustainability, local leadership and empowerment. Towards realising these goals, Dr. Majumdar has pioneered and led women-focused, community-led strategies to empower rural communities to achieve sustainable progress in these critical areas and to practically demonstrate how people especially women, youth and the local communities can use their own power and wisdom to set the priorities and use their commitment to achieving their vision.

More importantly, under his leadership, THP Bangladesh has tested and promoted innovative programmes in key priority areas of the poor and disadvantaged communities in Bangladesh to demonstrate how the hidden power of these socially disadvantaged and deprived communities can be realised using their own resources within a supportive local environment.

I congratulate Dr. Majumdar for his pioneering efforts in bringing the theme of inclusive and equitable development into the forefront of THP Bangladesh's agenda along with exploring pathways to progressively move towards more inclusive development and draw lessons on what works and what does not within the changing dynamics of political, economic and social configuration of Bangladesh.

I do believe he will continue with his efforts of inclusive transformation with THP Bangladesh in future.

Nancy Chernett

Proud THP investor since 2000 (Philadelphia, PA, USA)

Congratulations Badiul for an incredible 30 years!

I have had the pleasure of being with you here in Philadelphia with Jim Goodman, and in New York at THP galas, as well as listening to you share your wisdom and vision for Bangladesh and our world. What a special person you are; it is a privilege to know you. Your intelligence, deep feelings for our human family, love for your country and your overall embodiment of The Hunger Project have created so many possibilities and made such a difference. I honor you and will always hold you in my heart.

Wishing you continued success, good health, peace, and love.

Nasar U Ahmed, MSc, MPS, PhD

Founding President, Council of Epidemiology & Statistics Chairs, Directors of North America and Founding Chairman, Department of Epidemiology & Biostatistics, Florida International University, Miami, USA.

Dear Professor Badiul Alam Majumder, Congratulations on your extraordinary leadership in successfully achieving the milestone of reducing human suffering through The Hunger Project. Your dedication, diligent endeavors, and unwavering commitment to this noble cause have been truly remarkable, and we are all immensely proud of you and your organization.

Your vision, mission, passion, and determination in making a positive impact on the lives of marginalized populations have been an inspiration to all of us. Your ability to inspire, motivate and lead your team towards this significant milestone has been truly exemplary.

The society witnessed your leadership development from the childhood struggles to many challenges of different stages of life that prepared you well for the decision of leaving prestigious US professorship, to take on addressing serious issues of deprived populations in your homeland.

Your achievement towards eliminating hunger is a tremendous milestone that will have a lasting impact for years to come. Your unwavering commitment and dedication to this cause have made a significant difference in the lives of countless individuals and families.

Once again, congratulations on this remarkable achievement. Your leadership and dedication have set an example for all of us to follow.

Philippe Rosen

Senior Director, Global Operations and Human Resources, The Hunger Project (Global)

Dear Badiul, today, we gather to honor and celebrate the remarkable journey of a true visionary and leader who has dedicated three decades of their life to our organization.

Throughout these years, you have been an unwavering source of inspiration, wisdom, and unparalleled contributions. As we reflect upon the numerous achievements and milestones attained under their guidance, we are reminded of the incredible impact you have made. Your vision has shaped our organization's trajectory, guiding us towards innovation and growth and paved the way for groundbreaking initiatives, transforming challenges into opportunities. You have dedicated countless hours, pouring your heart and soul into your work. Your commitment and tireless efforts have not only impacted our organization but have influenced the lives of those working alongside you.

Today, we express our deepest gratitude for your exceptional service and invaluable contributions. It is your legacy of excellence that will continue to shape our future.

As we celebrate this remarkable milestone, let us raise our glasses to you. Congratulations on 30 years of service!

Professor M. Sekandar Khan

Vice-Chancellor, East Delta University, Executive Committee Member, SHUJAN—Citizens for Good Governance

I came to know Dr. Badiul Alam Majumdar from early 10s of this century. He was touring Chittagong with a team of social workers. It was a trip undertaken to organize SHUJAN (a Bengali term meaning person for good governance) in this region of Bangladesh. I was attracted to their activities as my one-time teacher at Dhaka University Prof. Mozaffar Ahmed was in the team and a few of my ex-students were among the local enthusiasts.

I was made president of Chittagong SHUJAN committee. Since then, I remained a social worker and still continue because of Dr. Majumdar. I had many occasions to interact with Dr. Majumdar. I found Dr. Majumdar highly knowledgeable in his area of work. He remains up to date in respect of political and social changes at different levels. SHUJAN remains responsible for encouraging and advocating proper political environment at all levels of governance.

In all political divisions of Bangladesh, he worked at grass root levels to organize SHUJAN. He undertook long visits/tours for days and weeks for establishing SHUJAN at different levels all over the country making them work as a watchdog of democracy. He painstakingly undertook the task of organizing the units at different levels. He is highly knowledgeable. He is totally devoted to his mission and thoroughly honest in pursuing his mission. Without his tireless effort politics in Bangladesh would have sunk to worse ignominy.

Rehana Siddiqi

Chairperson of FYFE, Former President, PUNAK, Global Investor of The Hunger Project
Member, National Committee, SHUJAN-Citizens for Good Governance

Heartiest congratulation to Dr. Badiul Alam Majumdar on the completion of 30 years as Country Director for The Hunger Project, Bangladesh. His invaluable contribution and passion for social development has had a phenomenal impact on the development of this country, in particular through the Animator training that empowers our youth.

I wish him continued success in his efforts.

Rounaq Jahan PhD

Distinguished Fellow, Centre for Policy Dialogue (CPD), Former Professor, Political Science Department, University of Dhaka

I congratulate the Hunger Project for celebrating the contributions of Dr. Badiul Alam Majumdar.

Dr. Majumdar has made the project a vanguard organisation in the struggle for strengthening citizen's voice in demanding their economic, social and political rights. He has remained committed to the cause for thirty years and stood steadfast in the face of many obstacles he had to overcome. He has courageously championed many causes--free and fair elections, decentralisation and empowerment of local government, children and women's rights, and institutionalisation of democracy.

I send my best wishes for his good health so that he can continue his services to promote the rights of our citizens.

Sabirah Rozana Majumdar

Technical Advisor for Gender Transformation, Action Against Hunger, USA

Growing up, my parents took us to remote areas of Bangladesh where I saw my father inspiring women and men to be self-reliant. His perseverance and determination to end hunger and ensure a democratic system in Bangladesh inspires my siblings and me every day. He has instilled in us his ideals to work hard and serve others. My father inspired me to follow in his footstep and fight for social justice and human rights.

I truly understood the impact my father had on others when I moved to Bangladesh as a development professional.

Sara Hossen
Advocate, The Supreme Court of Bangladesh
Honorary Director, Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST)

Dr Badiul Alam Majumdar has been extraordinary in his perserverence on trying to ensure accountabilty and integrity and generally improving the quality of public representatives. Through his work with the Hunger Project and beyond he has repeatedly focused on issues of sharing information and communicating with the public.

His work with the organisation has facilitated the mobilisation of thousands of people right across the country in particular women and girls. And beyond this, he has played an important role in organising within civil society at a national level raising issues about people's participation in institutions and in constitutional bodies.

He has faced considerable pushback for his active efforts, in writing and speaking and creating spaces and opportunities for people to engage on these issues, and his ability to continue undaunted and with his head held high gives hope and encouragement to many others, to keep working to establish justice, and to eliminate huge inequality and arbitrary practices to build a just society in Bangladesh.

Thanks Badiul Bhai for everything you do!

Sara D. Wilson

Associate Director, The Hunger Project (Global)

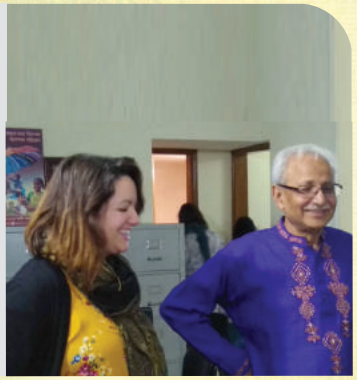

Dearest Badiul,

I am so deeply grateful to know you. Your kindness, humor, impact and vision are felt every day well beyond the borders of Bangladesh.

Thank you for 30 years of passionate commitment to the possibility and dignity of all people.

Sebastian Rozario

Executive Director, Caritas Bangladesh

Dear Dr. Badiul Alam Majumdar,

I am delighted to know that you have passed 30 years with The Hunger Project (THP). A hearty congratulation to you!

It is indeed a great achievement that under your effective leadership, THP-Bangladesh has established programs in all 64 districts of Bangladesh, has become one of the largest volunteer organizations in the country, and is recognized as a leading voice for the rights of girl children.

I wish you a healthy and peaceful life so that you could continue your service for more years to come. With very best wishes, Sebastian Rozario.

Shahdeen Malik PhD

Advocate, Supreme Court of Bangladesh, Member, Executive Committee
SHUJAN—Citizens for Good Governance, Honorary Director, Bangladesh Institute of Law and International Affairs

Sometimes I have received emails from Dr. Badiul Alam Majumdar with queries about some intricate legal issues concerning elections. The intricacies of the queries are not important here, what is important is the time of the email, i.e., when did he send the emails to me. My emails often indicate sender (Badiul Alam Majumdar) sent the email at or around 2 a.m.

On very few occasions, I have also received drafts of his columns for newspapers. Again, it was evident from the email received that he had emailed me the drafts sometimes after 2 a.m.

We all know that Dr. Badiul Alam Majumdar puts his long hours of work every day. However, to be able to continue to work way past midnight is a truly remarkable ability which, alas, hardly anybody else possesses.

Please Keep it up and wish you many more years of such an active life.

Shahirah Majumdar

Writer and External Relations Officer, UNHCR

For many Bangladeshis, the opportunity to leave the country to live and work in a different land is considered a great achievement. They speak of their love for the motherland, claiming the ideals and sacrifices that drove the Liberation War — but they rarely make themselves vessels for those ideals. Instead of returning to devote whatever gifts god gave them to making the land of their birth a fairer, more equal place, they live out the rest of their lives and careers elsewhere.

My father Dr. Badiul Alam Majumdar made an unusual choice. He chose to eschew the comfortable life he had established in the USA, and pour every fiber of his being into creating a Bangladesh that works for everyone. He inspired me and my siblings to do the same.

I've been lucky to grow up as his daughter, and to carry forward his ideals, his sense of fairness, and his passion for justice in the work that I do.

Shaheen Akter Dolly
Executive Director, Nari Maitree
Vice President, National Girl Child Advocacy Forum

I am honored to have this opportunity to share my thoughts on the remarkable journey of Dr. Badiul Alam Majumdar and his outstanding contributions to The Hunger Project and our nation. Throughout his three-decade career, Dr. Majumdar has been a beacon of inspiration, leading the way towards a hunger-free, poverty-free, and democratic Bangladesh.

Dr. Majumdar's commitment to empowering communities and advocating for the rights of girl children is truly commendable. Under his guidance, THP Bangladesh has become a leading voice in promoting gender equality and ensuring the well-being of our future generations. Dr. Majumdar's profound knowledge and expertise in economics have contributed to the success of various initiatives aimed at eradicating poverty and fostering sustainable change.

His humility, integrity, and unwavering commitment to social justice have inspired countless individuals, including myself, to strive for positive change. His dedication to uplifting the lives of the most vulnerable and marginalized communities in Bangladesh is a testament to his compassion and empathy.

On this momentous occasion of commemorating Dr. Badiul Alam Majumdar's 30th anniversary, I extend my heartfelt gratitude and admiration for his transformative leadership. His tireless efforts have laid the foundation for a brighter future for our nation, where every individual, regardless of their background, can thrive and prosper.

Shahnaj Karim PhD

Country Director FoRB Leadership Network, Governance Consultant
World Bank, Former Director Society, British Council

Dr. Badiul Alam Majumdar is a champion for young people. He sees them as the world's greatest assets and the foundation of the future, and works tirelessly to mainstream youth as active agents in development efforts – especially in the peace and harmony nexus. Badiul strongly believes that addressing universal challenges requires a collaborative approach and including and empowering young people across all sectors is critical to the achievement of inclusive growth and sustainable peace.

Badiul has made it his life's mission to empower the youth to speak their minds and embrace a willingness to listen. He advocates relentlessly to secure their full and meaningful participation in decision-making processes, and for the implementation of their recommendations across all levels of government. He genuinely cares about young people, and is a shining beacon for them all.

Sheree Stomberg

Global Board of Directors, Chair, The Hunger Project (Global)

Hi Badiul, it is such a pleasure and a privilege to know you, first of all, and to be able to wish you a very happy 30th anniversary. Congratulations. As you know, I fell in love with the hunger project in Bangladesh. That's where I first came to see the work. And one thing led to another. Here I am. And you are a beacon of light, not only to Bangladesh, but to the world through your work.

Congratulations!

Sharif Bhuiyan PhD
Advocate, Bangladesh Supreme Court

This year Dr. Badiul Alam Majumdar completed 30 years as the Country Director of The Hunger Project. During this long journey, under his leadership, The Hunger Project has played a significant role in improving the quality of life of many people and in strengthening the local government system.

However, the work and contribution of Dr. Majumdar are not confined to The Hunger Project. He has been in the forefront of many causes for the empowerment of the people and the vulnerable. His contribution as an intellectual, writer and activist, in areas as diverse as good governance, public accountability, devolution and strengthening of local government, electoral process and reform, etc. is remarkable. I have known Dr. Majumdar for many years, and I always admired his zeal and persistence for good causes against all odds. I worked with him in cases on right to information and transparency in electoral process before the Bangladesh Supreme Court and I was deeply impressed by his determination to work for the right cause. While his work encompasses diverse areas, from my personal knowledge, I can say that he is also a pioneer in Bangladesh in promoting citizens' right to information.

I wish Dr. Badiul Alam Majumdar long life and good health and wish The Hunger Project even greater success and achievements.

Suna Karakas

Co-Country Director, The Hunger Project Germany

Dear Badiul,

Congratulations on your 30th anniversary with The Hunger Project!

Your great service, commitment, and contributions to Bangladesh and its people are truly commendable and deserve nothing but great admiration!

I greatly value and appreciate our relationship and our collaboration. Your achievements and the impact you have had are such an inspiration to me and all of us at THP.

I am grateful that our paths have crossed and look forward to our continued partnership.

Warm regards.

Tom Lemons

Volunteer and Investor, The Hunger Project Global

Dear, dear Badiul,

It is a joy to be honoring you and your 30th Anniversary with THP. I only wish I could be there in person.

I know that I am among many thousands who see you as someone so immensely influential in eradicating hunger and poverty and such a powerful champion of democracy and the empowerment of women that your impact is felt far beyond beautiful Bangladesh.

You are a change maker on the level of Nelson Mandela and Mahatma Gandhi; this is who you are for me, someone who continues to make this level of impact on the world.

Thank you for all you have done to make the world a place where women, men, and children can live lives of dignity and freedom. I am so grateful to call you my friend and partner.

With love, Tom Lemons

Zillur Rahman
Executive Director, Centre for Governance Studies (CGS)
Anchor, Tritiyo Matra, Channel I

Thirty years of being affiliated with an organization and working relentlessly for the development of the economic and political environment of the country is something not only remarkable but also praiseworthy in every sense. Dr. Badiul Alam Majumdar is such a name in the current circumstances of Bangladesh that we can look up to and expect to get guided through time. As an economist and a passionate advocate for progress and inclusivity, he has not only propelled the nation forward but also provided crucial political guidance when it was most needed. His tireless efforts toward the economic and political development of Bangladesh make him an exemplary figure, offering guidance through the darkest of times toward a brighter future. His contribution to bringing a change in the Bangladeshi society, especially in eliminating poverty and hunger, is beyond comprehension. The younger generation has a wealth of inspiration to draw upon from Dr. Badiul Alam Majumdar, as he embodies the essence of true patriotism through his selfless service to the country.

During his long years of service, he has spoken up against injustice, intervened in situations of discrimination, and picked up his pen to protest against oppression. He did not keep himself limited to expression through words but also raised his voice whenever he had to defend an oppressed. As the founder of Shushashoner Jonno Nagorik (SHUJAN), he has raised his voice to bring in democratic rule in the country, establish good governance in every sector of the state, and develop every citizen as a self-sufficient being. In addition to his invaluable contributions as a member of civil society, Dr. Badiul Alam Majumdar has also made a significant impact as an esteemed academic, nurturing and shaping the minds of numerous young individuals with

invaluable knowledge. He has increased the honor of the nation by acting in various international organizations like Seattle University, Central Washington University and Washington State University, NASA, and the Saudi Royal Family. He came back to the country with the zeal of creating a better future where his people have access to their rights, can make the best choice through democracy, and uphold the name of the country on the global platform. This summarizes his viability as a competent person. His long tenure in social work is a source of inspiration for many and I hope that his vast knowledge gets utilized for the betterment of the country and the people.

I have known this scholar through multiple professional as well as personal attributes and working with him is an honor. I have got to learn so much from him and I wish to continue this mode of interaction with him. I congratulate him fairly for the dedicated services on his 30th anniversary in The Hunger Project. The most outstanding work as well as all the very initiatives that he has taken for our very nation as well for the very betterment of our society is very commendable. May Almighty bless him with a long and healthy life so that he can contribute more to the development of the country. I wish him more success and Godspeed in his future endeavors.

Samirah Majumdar

Research Associate, Pew Research Center

Living by principles even when it isn't popular is something we learned by watching our Baba (Dr. Badiul Alam Majumdar) as he moves through the world.

To many people, he is a leader with a hopeful vision for his country. At home, we see the courage, determination, sacrifices and grit it takes every day to make an impact even when it goes against the grain. He often reminds us of the determination it took to overcome insurmountable challenges to get where he is today. He is someone who took no shortcuts, refused to give up when the odds were stacked against him and pursued an honest living. For that, we are grateful. In his work, he comes off unreasonably optimistic and hopeful about his country and people even when others don't share that vision.

My hope is that we can all continue to be inspired by the example he has set over the last three decades to positively impact the lives of others and leave an imprint on society so that we leave it a better place than we found it, even when that is not the popular path to follow.

অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান

সম্মানিত ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

রবার্ট কেনেডি তাঁর এক বক্তব্যে বলেছিলেন, মানুষ তার চারপাশে যা আছে সে বাস্তবতা দেখে, এবং প্রশ্ন করে, 'কেন?'; আমি স্বপ্ন দেখি এমন এক জগতের যা বাস্তবে নেই, এবং প্রশ্ন করি, 'কেন নয়?' ড. বদিউল আলম মজুমদারের জীবন ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে তাঁর তিন দশকের সংশ্লিষ্টতা এই 'কেন?' এবং 'কেন নয়?' প্রশ্ন দু'টির উত্তর অনুসন্ধানের সঙ্গে একীভূত হয়ে আছে বলে আমার মনে হয়েছে।

তাঁর চারপাশে যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্য, অন্যায় ও অবিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব ড. মজুমদার দেখেছেন, সেগুলোকে তিনি পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে নয়, দেখেছেন প্রশ্নকারীর দৃষ্টিতে। এবং সেসব প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান তাঁকে দেখিয়েছে এক নতুন বাস্তবতার স্বপ্ন, যে স্বপ্নের তাড়নায় তিনি প্রশ্ন করেছেন 'কেন নয়?'। সে স্বপ্নের জগত যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বদলে থাকবে সাধারণ মানুষের উন্নততর জীবন, অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বদলে থাকবে ন্যায়বিচার, সুশাসন ও অন্তর্ভুক্তি, জবাবদিহিতার অভাবের বদলে থাকবে উত্তর দানের সংস্কৃতি, নীরবে মেনে নেওয়ার বদলে থাকবে নাগরিকের অধিকারবোধ প্রসূত দাবি বাস্তবায়নের সোচ্চার কণ্ঠ, প্রতিবাদের উত্তর হবে সমস্যার স্বীকৃতিতে ও প্রতিকারে, যা গণতন্ত্রায়ন, সুশাসন, আয় ও সম্পদের বণ্টনের ন্যায্যতা ও নাগরিকের অধিকার বোধকে করবে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে একটি সুশাসিত, আর্থ-সামাজিকভাবে উন্নত ও পরিবেশবান্ধব জনকল্যাণমুখী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে। আর সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নকেই ড. মজুমদার করেছেন তাঁর কর্মজীবনের ব্রত, যে অনুসন্ধান তাঁকে নিয়ে গেছে এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞের জগতে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে সে জগতের যোগাযোগ বিস্তৃত, গভীর ও বহুমুখী। সে কর্মে ও প্রচেষ্টায় তিন দশক তিনি নিজেকে নিবেদিত করেছেন, অন্যদের উজ্জীবিত করেছেন, তাঁর মনন ও মেধাকে দেশের ও দেশের কাজে লাগিয়েছেন। সে স্বপ্নের বাস্তবায়নে তিনি তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, সংঘবদ্ধ করেছেন, বিভিন্নমুখী কাজে সম্পৃক্ত করেছেন। সে স্বপ্নের বাস্তবায়নে তিনি অন্য ব্যক্তিবর্গ, সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে কাজ করছেন, স্থিতাবস্থার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার সহযাত্রী হয়েছেন, সহকর্মী হয়েছেন, উদ্যোগী হয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ব্যক্তি ড. বদিউল আলম মজুমদার তাঁর জীবন-চালন, জীবন বোধ ও কর্মযোগকে ও সম্পর্কে পরস্পর বিযুক্তভাবে দেখেন না, দেখেন তাঁর জীবন দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে, পিছিয়ে পড়া মানুষ ও জনগোষ্ঠীর জন্য কী করতে পারলেন তার আলোকে।

ড. বদিউল আলম মজুমদার ভাই, কামনা করি আপনি আরও অনেক দিন আপনার ত্যাগ, কর্ম ও উদ্যমের মাধ্যমে আমাদের প্রেরণা দিয়ে যাবেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের, যে স্বপ্ন আমাদেরও স্বপ্ন। যেন আমরা প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করি– 'কেন নয়?'

অধ্যক্ষ খন্দকার ফখরুল আনাম বেঞ্জু

সভাপতি, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক, রংপুর মহানগর কমিটি
সভাপতি, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, রংপুর জেলা কমিটি

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ড. বদিউল আলম মজুমদারের ৩০ বছর পূর্তিতে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

তাঁর হৃদয়িক অনুপ্রেরণায় তরুণ প্রজন্ম পেয়েছে অদম্য সাহস, হয়েছে আত্মশক্তিতে বলীয়ান। নারীরা হয়েছে জয়িতা, স্বপ্ন জাগানিয়া। ড. বদিউল আলম মজুমদারের আগামীর পথচলায় আমরাও সারথী।

আলোর পথের যাত্রী আপনার অন্তহীন পথচলা হোক শুভ ও সুন্দর।

অ্যাডভোকেট তাসলিমা খানম নিশাত

সভাপতি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কমিটি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক
সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২০০০ সালের অক্টোবরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকতার কার্যালয়ে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং কথা হয়। কথা বলার এক পর্যায়ে স্যার আমাকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এরপর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নিই। প্রশিক্ষণের স্লোগান 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না'– আমাকে আকর্ষণ করে। বর্তমানে এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমি এগিয়ে যাচ্ছি।

পরবর্তীতে ঢাকায় গিয়ে আমি স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নিই এবং প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার নয়টি ইউনিয়ন পর্যায়ে উজ্জীবক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত হই। পরবর্তীতে স্যারের সঙ্গে আরও বহু সভা ও কর্মশালায় অংশ নিয়েছি। ২০০৩ সালে স্যার ও নাছিমা আক্তার জলি আপা-সহ আমরা দশজনের একটি নারী দল ভারতের ব্যাঙ্গালোর প্রদেশে যাওয়ার সুযোগ পাই। এরপর ২০০৫ সালে আমি অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার সুযোগ পাই।

স্যারের সঙ্গে চলতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে স্যার আমার বাবার মতো। আর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আমার মনে হয়েছে আমার দ্বিতীয়বার জন্ম হয়েছে। আমি সবসময় বলি স্যার আমার দ্বিতীয় জন্মদাতা।

স্যার ২০০৩ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট জন হোমসকে বলেছিলেন, 'আমি বাংলাদেশ থেকে দশজন প্রধানমন্ত্রী নিয়ে এসেছি। তারা আগামীতে জনপ্রতিনিধি হয়ে দায়িত্ব নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' সে কথাটি আমি এখনও মনে রেখেছি। আমি আমার সাধ্যমত মানুষের জন্য কাজ করার চেষ্টা করি, অসময়ে তাদের পাশে দাঁড়াই, তাদেরকে অনুপ্রাণিত করি, যে অনুপ্রেরণা আমি পেয়েছি স্যারের কাছ থেকে।

স্যার আমাদের কাছে সেই হ্যামিলিয়নের বাঁশিওয়ালার মতো। তিনি ডাকলে আমরা স্বেচ্ছাব্রতীরা সারাদেশ থেকে ছুটে আসি।

স্যারের জন্য মন থেকে দোয়া করি, তিনি যেন দীর্ঘায়ু লাভ করেন।

অ্যাডভোকেট রাশিদা আক্তার শেলী

উজ্জীবক ও নারীনেত্রী (ঢাকা)
সভাপতি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের ৩০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের এই শুভক্ষণে স্যারকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও অকৃত্রিম ভালোবাসা।

স্যার বিগত ৩০ বছরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে করে মানুষকে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করা এবং মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের চেতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সারা বাংলাদেশে একটি স্বেচ্ছাব্রতী আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। 'নারীরাই ক্ষুধামুক্তি আন্দোলনের চাবিকাঠি'– এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে সারা বাংলাদেশের নারীরা আজ তাদের জীবনমানের উন্নয়নে নেতৃত্বদান ও ক্ষমতায়নে অনেক দূর এগিয়ে আসতে পেরেছে। এক্ষেত্রে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের অবদান অনস্বীকার্য। স্যারের হার না মানা অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

আমাদের প্রত্যাশা– এই প্রতিষ্ঠানটি হয়ে উঠুক বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। সেই সঙ্গে স্যারের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

অ্যাডভোকেট লুৎফুল কবির

উজ্জীবক, স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক ও অনুঘটক, চকরিয়া, কক্সবাজার

ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক, ১৯৯৫ সাল থেকে। যতই মিশেছি, ততই সমৃদ্ধ হয়েছি। ঘুণে ধরা সমাজকে সঠিক পথে আনার জন্য একদল সক্রিয় অনুঘটক তৈরি করে কীভাবে সমাজকে ভালো রাখা যায় তারই দীক্ষা পেয়েছিলাম স্যারের কাছে। স্যারের অনুপ্রেরণায় ছুটে চলেছি নিবেদিতভাবে, নির্মোহভাবে। স্যারের সান্নিধ্য না পেলে আমি লুৎফুল হয়তো সঠিক দিশা না পেয়ে রাজনীতিবিদ হিসেবে অন্যভাবে সমাজের কাছে পরিচিত হতাম। স্যারের অনুপ্রেরণায় আজ আমি একজন ভালো আইনজীবী হিসেবেও সমাদৃত হয়েছি। স্যার একজন দেশপ্রেমিক ও সৎ মানুষ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের ৩০ বৎসর পূর্তিতে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন। তিনি আজীবন দি হাঙ্গার প্রজেক্টে যুক্ত থেকে লাখো জনতাকে ক্ষমতায়িত করবেন এই প্রত্যাশা করছি। পরিশেষে, প্রিয় মানুষটির দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

অ্যাডভোকেট সালমা আলী

সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি

ড. বদিউল আলম মজুমদার একজন জীবন্ত নক্ষত্র। তিনি একদিকে অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়নকর্মী, অন্যদিকে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ। বিচারের অভিগম্যতাকে নিশ্চিত করার জন্য তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ৩০ বছর ধরে তিনি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। বাল্যবিবাহ বন্ধ-সহ কন্যাশিশুদের প্রতি নির্যাতন রোধে তিনি জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সঙ্গে কাজ করছেন। তিনি গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষায় যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন তা অনুসরণীয়। তিনি স্থানীয় শাসনকে শক্তিশালী ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। তিনি আমাদের সহযোদ্ধা ও সহকর্মী।

ড. বদিউল আলম মজুমদার গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া-সহ রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রিয় দেশমাতৃকাকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বিকেন্দ্রীকরণ, নির্বাচনী সংস্কার, পরিচ্ছন্ন রাজনীতি এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্যে দলনিরপেক্ষতা, একতা, সততা, স্বচ্ছতা, সমতা ও অসাম্প্রদায়িকভাবে তিনি নির্ভীক ও আপসহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

ড. মজুমদার বেশ কয়েকটি তথ্যবহুল বই লিখেছেন এবং পেশাদার জার্নালে অনেক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন, যা তরুণ সমাজ ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য প্রথিকৃত। তিনি একজন জনপ্রিয় সংবাদপত্রের কলামিস্টও বটে। তাঁর এই র্কমবহুল জীবন আরও সমৃদ্ধ হোক।

আখতার উদ্দিন আহমেদ

চেয়ারম্যান, দিঘী ইউনিয়ন পরিষদ, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা, মানিকগঞ্জ

ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার বাংলাদেশের মানুষের বহুমাত্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার বিকাশের জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্টের মাধ্যমে কাজ করছেন। আমি অনেক দিন ধরে প্রিয় স্যারের সঙ্গে কাজ করছি।

বদিউল আলম স্যার একজন সৌখিন ব্যক্তিত্বের সবুজ বন্ধু। দি হাঙ্গার প্রজেক্টে তিনি ৩০ বছর পূর্ণ করেছেন। তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আনজু আনোয়ারা ময়না

উজ্জীবক ও নারীনেত্রী

সভাপতি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, টাঙ্গাইল জেলা কমিটি (হেমনগর ইউনিয়ন, গোপালপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল)

সুদর্শন শুভ্রতায় সত্তুরোর্ধ যে তরুণ আলো জ্বালাতে জানে অদ্ভুত অন্ধকারে, আমি তাঁকে দেখি পনেরো বছর আগে। প্রথম দেখাতেই তাঁর অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতাকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

তিনি আমাদের প্রিয়জন ড. বদিউল আলম মজুমদার। একজন স্বপ্ন জাগানিয়া সংগঠক। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি টেকসই উন্নয়নের পথে সহস্র পথিককে সঙ্গে নিয়ে হাঁটেন। সমতার বিশ্বাসে মানুষের চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নারীর ক্ষমতায়নে উদ্বুদ্ধ করেন প্রতিনিয়ত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ে নাগরিকদের সঙ্গে সোচ্চার হন অকুতোভয়ে। যৌক্তিক বিষয়ে আইনি লড়াইয়ে তাঁর অবস্থান অনুসরণীয়। যে কোনো অসঙ্গতির বিরূদ্ধে তাঁর সুদৃঢ় অবস্থান আমাদের যেমন অনুপ্রাণিত করে, তেমনি সমৃদ্ধ করে বহুগুণে।

আব্দুস সবুর বিশ্বাস

উজ্জীবক ও নির্বাহী পরিচালক, অগ্রগতি সংস্থা, সাতক্ষীরা

আমার চিন্তায় ড. বদিউল আলম মজুমদার ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা। দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে জাগ্রত করার মন্ত্রে তিনি নিয়োজিত করেছেন জীবনের বেশিরভাগ সময়। তাঁর স্বপ্নে দীক্ষিত হয়ে অনেক মানুষ পথের দিশা খুঁজে পেয়েছে, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং স্যারের স্বপ্নকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে আত্মনিয়োগ করছে।

এমন একজন প্রত্যাশার ফেরিওয়ালার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

আবু আলম শহীদ খান

সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এ ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর ৩০ বছর পূর্তি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। ড. মজুমদার স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ, স্বশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জনমুখী করা, সেবা কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সুশাসন, গণতন্ত্র, নির্বাচন এবং উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, উদ্যোগ এবং দৃঢ়তা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নিবেদিতপ্রাণ বলিষ্ঠ সংগঠক।

আমি তাঁর দীর্ঘ জীবন এবং উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

আবু সাঈদ খান

উপদেষ্টা সম্পাদক, দৈনিক সমকাল

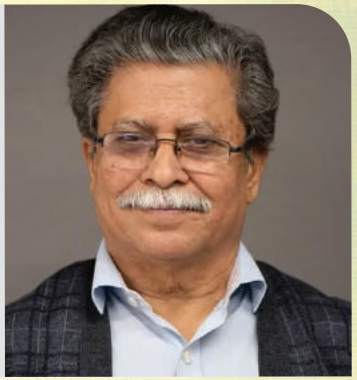

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এ ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর যোগদানের ৩০ বছর পূর্তিতে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্তির লক্ষ্যে নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করছে; এর মূল কাণ্ডারি ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদানের পর থেকে প্রতিষ্ঠানটির দৃশ্যমান অগ্রগতি ঘটেছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্তির প্রচলিত পথে অগ্রসর হননি তিনি। যুবসমাজকে আত্মনির্ভরশীল করার উদ্যোগ নিয়েছেন। সে লক্ষ্যে হাজার হাজার যুবককে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে; যা যুবকদের কাজ পেতে ও নিজ পায়ে দাঁড়াতে সহায়তা করছে। নারীর ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কন্যাশিশু দিবসের প্রচলন করা হয়েছে। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ; যা নারীর ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদায়নে ইতিবাচক ধারা তৈরি করেছে।

এসবের মধ্যেই ড. মজুমদার থেমে নেই। তিনি মনে করেন, আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে গণতন্ত্র ও সুশাসনের বিকল্প নেই। তাই তাঁর নেতৃত্বে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' গঠিত হয়েছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাই যার লক্ষ্য। সংগঠনটির পক্ষ থেকে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিমিত্তে নানা সুপারিশ পেশ করা হয়েছে। আইন ও রাষ্ট্র কাঠামোর ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। ইতিমধ্যে সংগঠনটি সারাদেশেই সাড়া জাগিয়েছে।

ড. মজুমদারের বয়স এখন ৭৭ বছর। তবে বার্ধক্য তাঁর চলার পথে কোনো বাধা নয়। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি নির্ভীক।

ড. বদিউল আলম মজুমদারের যোগ্য নেতৃত্বে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও সুজন আরও এগিয়ে চলুক, দেশ ও মানবতার সেবায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখুক– সেটিই আমাদের প্রত্যাশা।

মো. আবু নাসের খান

সাবেক প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ, মাইজদী, নোয়াখালী

আমি রাজনীতি করতাম, সমাজনীতি আমি বুঝতাম না। অথচ রাজনীতির প্রধান অনুসঙ্গই ছিল সমাজকর্ম। আমি বুজতে শিখলাম, শুধুই রাজত্ব করার নীতি রাজনীতি নয়, বরং মানুষের কল্যাণে নিবেদিতভাবে কাজ করে যাওয়াই রাজনীতি, মানুষের সুখ-দুঃখে মানুষের পাশে থাকাই রাজনীতি। এক কথায় সেবার প্রীতিময় নীতির নামই রাজনীতি। ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সঙ্গে পরিচয় আমার জীবনের বোধ পাল্টে দিল।

২৮ বছর আগে শোনা স্যারের সেই অমর বাণী আজও আমার কানে বাজে। 'ডব ধৎব রহ ঃযব ঞৎধহপযবং ঃড়মবঃযবৎ' আমরা সবাই একত্রে পরিখার মধ্যে আছি। আমাদের সংগ্রাম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে, অশিক্ষার বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।

আমি রাজনীতি করতাম একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাবান দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে। কিন্তু এটা বুঝতাম না যে, সোনার মানুষ তৈরি করা না গেলে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। স্যারের সান্নিধ্যে এসে আমি দেখলাম; স্যার উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একদল সোনার মানুষ তৈরির সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, এসব উজ্জীবকেরাই হবে একদিন সোনার বাংলা গড়ার মূল কারিগর। জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় আমি বিনিয়োগ করলাম উজ্জীবক গড়ে তোলার সংগ্রামে।

জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে আমি কিছু সময়ের জন্য অবসর নেই এই নিরলস সংগ্রামের সোপান থেকে। কিন্তু মন থেকে আজও বিন্দুমাত্র মুছে ফেলতে পারিনি স্যারের হাত ধরে এদেশের গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে মানুষকে জাগিয়ে তোলার কঠিন প্রত্যয়ের স্মৃতি।

শত প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতার মাঝেও স্যার আজও অবিরাম, নিরলস, প্রাণান্ত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী দেশ বিনির্মাণের প্রত্যয় নিয়ে। আমি বিশ্বাস করি, স্যারের স্বপ্ন একদিন সফল হবেই। স্যার যে ব্রত দিয়ে আমাদের উজ্জীবিত করেছেন; আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের পরাজিত হবার কোনো কারণ নেই যদি না আমরা গোড়াতেই পরাজয়কে অনিবার্য বলে মনে না করি। আমরা অবশ্যই জয়ী হবো; কারণ আমরা আমাদের দেশটকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। আর মানুষের ভালোবাসা কখনো বিফলে যেতে পারে না। কখনও না, কোনোদিন না।

স্যারের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ু কামনা করি।

আব্দুল মান্নান ফকির

গণগবেষক, সভাপতি, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (চাঁদপাশা ইউনিয়ন কমিটি, বাবুগঞ্জ উপজেলা, বরিশাল)

আমি ছোটবেলা থেকেই মানুষের উপকার করা, কারো ঘরে খাবার না থাকলে নিজ ঘর থেকে সে পরিবারকে চাল-ডাল দিয়ে সাহায্য করা-সহ ব্যক্তিগতভাবে সামাজিক কাজ করতে পছন্দ করতাম, যা আমার নিজের কাছে খুবই ভালো লাগত। তবে এ কাজগুলো এককভাবে করলেও আমার মধ্যে প্রবল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল কাজগুলো একা একা না করে কীভাবে দলবদ্ধভাবে করা যায়।

২০১৫ সালে আমার কাছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্থানীয় নারীনেত্রী শাহানাজ পারভীন মাধ্যমে সংবাদ আসে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর চাঁদপাশা ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হবে। আমি জানতে চাইলাম এ সংগঠনের নেতৃত্বে বা প্রধান কে? যখন জানতে পারলাম ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার এ সংগঠনের প্রধান ভূমিকায় আছেন, তখন আমি কমিটি গঠনের অনুষ্ঠানে থাকতে সম্মত হই। সেই বৈঠকেই আমাকে চাঁদপাশা ইউনিয়ন সুজন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

২০১৬ সালে আমি গণগবেষণা কর্মশালায় অংশ নিই। সেই প্রশিক্ষণ থেকে আমি দরিদ্রতার কারণ সম্পর্কে বুঝতে পারলাম। আমি তখন সেই দরিদ্রতা দূর করার লক্ষ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই এবং গড়ে তুলি 'চাঁদপাশা গণগবেষণা সামাজিক উন্নয়ন সমিতি', যা বর্তমানে 'চাঁদপাশা উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি' নামে পরিচালিত হচ্ছে। পরবর্তীতে আমি আরও একটি সমিতি গড়ে তুলেছি। এছাড়াও আমি ২০১৬ সাল থেকে আমি আমার গ্রামের গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছি। আমার এ সকল কাজের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার। স্যারের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েই আমি আজ আমার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। আমি যতদিন বেঁছে আছি ততদিন স্যারের অনুপ্রেরণা ও সাহসকে কাজে লাগিয়ে সমাজ উন্নয়নে বলিষ্ঠভাবে ভূমিকা করে যাবো– এটাই আমার স্বপ্ন, আমার প্রত্যশা।

আসাদ আলী

উজ্জীবক, বাকশিমইল ইউনিয়ন, মোহনপুর উপজেলা, রাজশাহী

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কর্ণধার ড. বদিউল আলম মজুমদার। এই সংস্থায় তাঁর ৩০ বছর পূর্তিতে স্যারকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। ব্যক্তির অনন্য বৈশিষ্ট্য তাঁর ব্যক্তিত্বে।

স্যার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে এসেছেন এ দেশের হতদরিদ্র মানুষগুলোকে কীভাবে আত্মনির্ভরশীল করা যায়। শুরু করেন দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ। নিরাশা নয়, সময়, ধৈর্য, ত্যাগ আর অদম্য আশার আলোই এ দেশ ও জাতিকে পৌঁছে দিবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে– এ মূলমন্ত্র নিয়ে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত অবিরাম তাঁর ছুটে চলা।

আহমদ সফি উদ্দিন

সভাপতি, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক, রাজশাহী জেলা কমিটি

কথায় তিনি জাদুকর। স্বদেশ ভাবনায় মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করার কারিগর। তথ্য ও যুক্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি লেখায়। সারাদেশ চষে বেড়ান এই বয়সেও। কেন? 'জনগণই দেশের মালিক।' সচেতন সংঘবদ্ধ কর্মচঞ্চল নাগরিকরাই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ– এই বোধ ছড়িয়ে দিতে। আমাদের সন্তান ও প্রজন্মের জন্য স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে।

পাশাপাশি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কর্ণধার হিসেবে ৩০ বছর ধরে তিনি গ্রাম গ্রামান্তরে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে রেখেছেন অপরিসীম ভূমিকা। হাজারো তরুণকে সম্পৃক্ত করেছেন।

মানুষকে উদ্দীপিত করেন তিনি। গড়ে ওঠে দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবী নাগরিক সমাজ। দেশের জন্য তাঁদের মন কাঁদে। সরাসরি রাজনী-তি করেন না, ক্লিন ইমেজড, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মানুষ। স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানে প্রেশার গ্রুপ হিসেবে কাজ করেন।

অনেক বাধা সমালোচনা উপেক্ষা করে নাগরিকদের নিয়ে বিরামহীন এই কর্মযজ্ঞের সংগঠক ড. বদিউল আলম মজুমদার। সুজনের মত নাগরিক সংগঠনের বড়ই অভাব। যদি থাকতো, তাহলে তিনি হয়তো বিশ্রাম নিতে পারতেন।

আলী ইমাম মজুমদার

সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নির্বাহী সদস্য, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

ড. বদিউল আলম মজুমদার আমার দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধু ও সহকর্মী। সহকর্মী হিসেবে আমি মূলত সুজনে কাজ করছি। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সুজনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

আমরা দীর্ঘদিন ধরে সুজনে কাজ করে যাচ্ছি। আমি তাকে দেখেছি একজন অকুতোভয় যোদ্ধা হিসেবে। তিনি হার মানতে জানেন না। সকল ক্ষেত্রেই তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। একই ধরনের কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য অন্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করেন।

আমি তার ব্যক্তিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা এবং মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য যে দৃঢ়তা– এগুলো দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি আশা করি, এতদিন তিনি যেভাবে কাজ করেছেন আগামী দিনগুলোতে তিনি আরও জোরদারভাবে কাজ করতে পারবেন এবং বাংলাদেশের জনগণের বিভিন্ন অধিকার রক্ষার সংগ্রামে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

আরশী হোড়

জাতীয় সমন্বয়কারী, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ

আজ এমন এক মানুষ সম্পর্কে বলবো যিনি বঙ্গদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার। কারো কাছে অর্থনীতিবিদ, কারো কারো কাছে উন্নয়নকর্মী, আবার কারো কাছে গবেষক হিসেবে পরিচিত হলেও আমার জন্য তিনি আমার প্রিয় 'স্যার'।

স্যারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করতে যখন অফিসে গিয়েছিলাম, কিঞ্চিৎ সংশয় কাজ করছিল মনে। এত অভিজ্ঞ একজন মানুষের সামনে নিজেকে কীভাবে উপস্থাপন করবো। কিন্তু স্যার আমাকে দেখেই তাঁর সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখের কিরণ ছড়িয়ে যখন ডাকলেন, প্রশংসা করলেন এবং তরুণদের নেতৃত্ব দিয়ে কাজ করে যেতে সাহস জোগালেন, তখনি সব সংশয় দূর হয়ে গেলো। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া কখনোই সম্পূর্ণ বাংলাদেশের তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়া আমার জন্য সহজ হতো না। যখনই স্যারের কাছে তরুণদের প্রতিনিধিত্ব করে কোনো সমস্যার সমাধানের আশায় গিয়েছি, স্যার কখনো নিরাশ করেননি। কখনো চেষ্টা করেছেন, কখনো আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রায় তিন যুগ আগে আমাদের বঙ্গ সন্তান যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর অধ্যাপনা ছেড়ে, বিদেশের বিলাসী জীবন ছেড়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন নিজ মাতৃভূমিকে নতুন করে গড়ার লক্ষ্যে। ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার ব্রত ও প্রত্যয় নিয়ে যুক্ত হন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে।

আমি যখন থেকে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার-এর কাজ শুরু করেছি, দেখছি স্যার নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, যেন এই তরুণ প্রজন্মের হাত ধরেই সমাজে পরিবর্তন আসে। পুরো দেশের এতো তরুণকে একত্র করে তাদের স্বপ্ন দেখানো এবং সেই স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতা করার মতো দীর্ঘ এবং কঠিন কাজ স্যার দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে করে চলেছেন।

স্যার শুধু আমাদের তরুণদের মধ্যেই নন, পুরো বাংলাদেশে একটি পরিচিত নাম। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত কলাম লেখক। এছাড়া সুজন-এর সম্পাদক হিসেবে দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন এবং জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের মাধ্যমে নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নে কাজ করছেন। সাম্প্রতিক সময়ে সমাজের সচেতন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছেন।

স্যারের ব্যাপারে আসলে বলে কখনো শেষ করা যাবে না। স্যারের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব এবং বিনয় আমাদের সকলের মাঝে স্যারকে সবসময় প্রিয় করে রেখেছে। তরুণদের মধ্যে স্যার যে স্বপ্নের বীজ বপন করে যাচ্ছেন, তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি। স্যারের সাথে তরুণদের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতম হোক। স্যার শতবর্ষী হয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন সবসময়। স্যারের দীর্ঘায়ু এবং সুস্থতা কামনা করছি।

আহসানুল কবীর ডলার

প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

আপনি আমাদের কর্মজীবনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মূল উৎস। আমাদের জীবন স্পর্শ করে অপ্রতিরোধ্য মানুষে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন নিরন্তর। জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করার পথ দেখিয়েছেন। দেশ ও মানুষের কল্যাণে আমাদেরকে তৈরি করার কঠিন পথে কাণ্ডারি হয়ে পথ দেখিয়েছেন। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে আপনার পথচলার সাথী হিসেবে পাশে রাখা, আপনার সময়, আপনার ধৈর্য্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য, আমাদের যত্ন নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো করে স্বেচ্ছাসেবীদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার সক্ষমতা তৈরিতে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করার জন্য আপনাকে অশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি। নিশ্চয়ই আপনার কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়ে উঠবেই একদিন।

আশেক ইকবাল

উজ্জীবক, গণগবেষক ও সভাপতি, মুকুন্দপুর গ্রাম উন্নয়ন দল (বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন, কালিগঞ্জ উপজেলা, সাকক্ষীরা)

জীবনে প্রথম প্রশিক্ষণটা নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল ড. বদিল আলম মজুমদার স্যারের কাছ থেকে। 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না'– স্যারের কাছ থেকে শোনা এই বাক্যটি আমার জীবন পাল্টে দিয়েছে।

স্যার বলেছিলেন, মানুষের মতো মানুষ হয়ে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে, তবেই না জীবনটা পরিপূর্ণতা পাবে। আমার কাঁধে হাত দিয়ে স্যার যখন বলেছিলেন, আশিক তুমিই পারবে, তখন মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ, আমিই পারবো, আমাকে পারতেই হবে।

স্যারের কথাগুলো শোনার পর আমার নিজের ঘুমন্ত শক্তিটা যেন সকালের সোনালী রোদের মতো আলোকিত হতে লাগল। শুরু করলাম জীবনটা নতুন করে। জীবনের ছোট ছোট কাজ দিয়ে আজ আমি একজন সফল মানুষ।

আমি সারাটা জীবন চিরকৃতজ্ঞ থাকব ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের কাছে এবং তাঁর হাতে গড়া সংগঠন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাছে।

ইফফাত আরা নার্গিস

উজ্জীবক, সংগীত শিল্পী ও সাবেক মহাপরিচালক, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

‘প্রত্যাশা প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম’ বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাই। তখন এই কর্মশালা হতো রমনা পার্কে। পার্কের পাশেই ছিল আমার বাসা। আমি নিয়মিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতাম। ১৯৯৭ সালে আমি উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। প্রশিক্ষণটি আমার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে। পরবর্তীতে আমি আমার পরিচিত অনেককে এই প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত করেছি। কারণ আমার মনে হয়েছে প্রশিক্ষণটি নিলে তরুণ এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে পারবে। পরবর্তীতে আমি স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণেও অংশ নিই।

আমি ব্যক্তি হিসেবে খুবই ইতিবাচক একজন মানুষ। কিন্তু দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণগুলো আমাকে আরও বেশি ইতিবাচক হতে সহযোগিতা করেছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ড. বদিউল আলম মজুমদার ভাইয়ের ৩০ বছর পূর্তিতে আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তিনি যেন আরও বহুদিন আমাদের মাঝে থাকেন, আগামী দিনগুলোতেও বাংলাদেশের মানুষকে আরও উৎসাহ যোগানো ও উদ্দীপিত করতে পারেন– এজন্য আমি তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

ইলিয়াস খান

সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেসক্লাব

ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় গত শতকের নব্বই দশকের শেষার্ধের প্রথম দিকে। আমি তখন কেবল বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার থেকে স্টাফ রিপোর্টার হয়েছি। দৈনিক জনকণ্ঠের হয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেরিয়েছি ড. মজুমদারের সঙ্গে।

মনে পড়ছে প্রথম দিন থেকেই, সাংবাদিকরা সাধারণত যেটি করেন না, আমি করেছি, তাঁকে স্যার ডাকছি। কারণ আমার শেষ বিদ্যায়নটিতে তিনি কিছুকাল পড়িয়েছেন। দেশের বাইরে গিয়েও তাই করেছেন। কিন্তু দেশের টানে, তিনি বলেছেন, আমারও মনে

হয়েছে, সব কিছু ছেড়ে মাটির টানে ফিরে এসেছেন। হাল ধরেছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর। এটি কোনো প্রথাগত বেসরকারি সংস্থা নয়। মানুষের ভেতরের সুপ্ত শক্তি জাগিয়ে তোলাই এর কাজ। তিনি তা করেছেন, নিরলসভাবে, বাংলাদেশের মানুষের বিশ্রী রকম দারিদ্র্য দূর করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাচ্ছেন, গ্রামে-বাজারে-ঘরে-ঘরে গিয়ে মানুষকে বোঝাচ্ছেন, 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান হও'। মানুষ কতটা বলীয়ান হয়েছেন জানি না, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ছিল নিরলস।

চোখের সামনে ভাসছে, বিভিন্ন জনপদ ঘুরে বেড়াচ্ছি স্যারের সঙ্গে। মনে আছে, লক্ষ্মীপুর গিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ে পড়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে এক জাপানি ভদ্রলোক ছিলেন। ভেবেছিলাম, অনুষ্ঠানটি বাতিল হবে। কিন্তু ড. মজুমদার বললেন, এ অনুষ্ঠান অবশ্যই হবে এবং যথাসময়ে। এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। মানুষের ভেতরের মানুষকে তিনি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

আমি নিশ্চিত, কতটুকু সফল হয়েছেন জানি না, চেষ্টা অব্যাহত আছে। নিঃসন্দেহে তিনি একজন সফল মানুষ। খুব ভালো লাগছে, একজন সফল মানুষের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়িয়েছি। তিনি আরও সফল হন। তিনি তাঁর স্বপ্নকে নিয়ে আরও অনেক দূর যাবেন বলে আমার বিশ্বাস। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এ স্যারের ৩০ বছর পূর্তিতে তাঁকে অভিনন্দন।

একরাম হোসেন

সদস্য, জাতীয় কমিটি, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

দীর্ঘ সময় ধরে একটি গণতন্ত্রহীন দুঃশাসিত রাষ্ট্রে, গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত ব্যাপক জনসমর্থিত রাজনৈতিক দলের অভাব এবং শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুপস্থিতির দেশে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' দুই দশকের অধিককাল যাবত দেশের গণতন্ত্র ও উন্নত শাসনকামী শিক্ষিত-সজ্জন মানুষের কণ্ঠ ও মঞ্চ। ড. বদিউল আলম মজুমদার প্রমুখদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সুজন দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে প্রার্থীদের ভোটারদের মুখোমুখি করে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, প্রার্থীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের আইনি বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠার পথিকৃত। এছাড়াও দেশে নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার, ভোটারদের সচেতন, যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন, দেশে গণতান্ত্রিক ও সুশাসিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে নিরলসভাবে জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করে তিনি জাতীয় সংবাদপত্রে লিখে চলেছেন, বিভিন্ন উপলক্ষে সাহসের সঙ্গে বলে চলেছেন। তাঁর এই ভূমিকা অনুকরণীয়, অনুসরণীয়, এবং স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এম হাফিজউদ্দিন খান

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, সভাপতি, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত একটি সভায়, যেখানে প্রয়াত অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তারপর মোজাফ্ফর আহমেদ সাহেবের নেতৃত্বে একাধিক সভা হলো, যে সভাগুলোতে মজুমদার সাহেব এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। সভায় বলা হলো যে, দেশে সুশাসন না থাকলে কোনোকিছুই সম্ভব নয়। আমাদের বিভিন্ন দল আছে, নাগরিকদের মধ্যেও অনেক গ্রুপ আছে– কিন্তু সুশাসনের কথা কেউ বলে না। এটা একমাত্র অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ ও বদিউল আলম মজুমদারকেই বলতে শুনেছি। পরে আমি তাদের সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ দিই। আমরা আরও ঘনিষ্ঠ হলাম, বহু সভা-সমাবেশ করলাম। এর মধ্যে মোজাফ্ফর আহমেদ সাহেব মারা গেলেন। তখন আমাকে সুজন-এর সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। যদিও আমি খুব বেশি সক্রিয় হতে পারিনি। কিন্তু বদিউল আলম মজুমদার সদা সক্রিয় থাকেন। তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তিনি কোনো কাজে কোনো ভয় করেন না। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যা বলা দরকার তা উচ্চস্বরেই বলে থাকেন। শুধু তাই নয়, তিনি সুজনকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে ইউনিয়ন পর্যায়েও সুজন-এর কমিটি রয়েছে। তারা এখন সুজন-এর ব্যানারে মানুষের স্বার্থ নিয়ে কথা বলে, আলোচনা করে, আন্দোলন করে।

একটা দেশে মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সুশাসন দরকার, গণতন্ত্রের জন্য সুশাসন দরকার। সুশাসন ছাড়া কোনো উন্নতি হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনৈতিক পর্যায়ে কেউ সুশাসনের কথা বলে না। সুজনের ব্যানারে আমরাই বলে থাকি, বদিউল আলম মজুমদার সাহেবই বলে থাকেন। তিনি দিনরাত পরিশ্রম করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ধারণাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং মানুষকে সংগঠিত করছেন। এখন অনেকেই সুশাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে এবং আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন।

সবচেয়ে বড় কথা হলো বদিউল আলম মজুমদার সাহেব একজন নির্ভীক মানুষ। তিনি কারো দ্বারা প্রভাবিত হন না। তার মতো মানুষ খুবই বিরল। বাংলাদেশের সংবিধান ও আইন সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান রয়েছে। একটি মামলায় উচ্চ আদালত তাকে অ্যামিকাস কিউরি নিযুক্ত করেন এবং আদালত রায়ে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আমি মনে করি, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বদিউল আলম মজুমদার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার প্রচেষ্টার কোনো তুলনা হয় না। আমি তার দীর্ঘায়ু কামনা করছি, যাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তিনি আরও বেগবান করতে পারেন এবং এই আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন, যাতে আমরা সত্যিকারার্থেই আমরা সুশাসন পাই।

এ কে এম আবদুল আউয়াল মুজমদার

সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৯৫ সালে। আমাদের পরিচয় তিন দশকের। তিনি একজন কর্মবীর ও দেশপ্রেমিক। বাংলাদেশের মানুষের জন্য রয়েছে তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসা। তাই তো তিনি আমেরিকার নিরাপদ জীবন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সম্মানজনক পেশাকে বিদায় জানিয়ে ছুটে এসেছেন নিজের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে। তিনি একটি সুন্দর বাংলাদেশের, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের, সুশাসনের বাংলাদেশের, একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

এ লক্ষ্যে গত তিন দশক ধরে তিনি নিরলসভাবে পরিশ্রম করছেন। এ দেশের যুব সমাজকে সত্য, ন্যায় ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতে তিনি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর স্বপ্ন পূরণ হোক। গড়ে উঠুক প্রকৃত গণতন্ত্রের বাংলাদেশ।

স্বপ্ন পূরণের কাজে তিন দশক পূর্তিতে ড. বদিউল আলম মজুমদারকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ড. মজুমদার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দীর্ঘজীবী হোন। আলোকিত বাংলাদেশ গঠনের জন্য আপনার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক।

কুলসুম আক্তার সুমী

কবি ও উজ্জীবক, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট (লাকসাম উপজেলা, কুমিল্লা)

ড. বদিউল আলম মজুমদার বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য আলোকিত মানুষ। বিগত ৩০ বছর ধরে তিনি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠান দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন।

এই সংস্থা 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণ'-এর মাধ্যমে সারাদেশে অসংখ্য স্বেচ্ছাব্রতী তৈরি করছে। ১৯৯৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে আমি নিজেও উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হই। পরবর্তীতে 'ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার'-এ কাজ করি।

জনগণকে ক্ষমতায়িত ও সংগঠিত করা বিশেষ করে তরুণ সমাজ ও নারীদেরকে সংগঠিত করে উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্তকরণ এবং স্থানীয় সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে হাঙ্গার প্রজেক্ট।

নারী নেতৃত্বকে এগিয়ে নিতে হলে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে। সে লক্ষ্যে ড. মজুমদারের নিরলস নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে বর্তমানে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। এমনিভাবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর নেতৃত্বের গৌরবোজ্জল ৩০ বছরে ড. মজুমদার অগণিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রেখেছেন, রাখছেন।

আমি এই নিবেদিতপ্রাণ মানুষটির সুস্থ ও দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করছি।

জয়ন্ত কর

প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ও আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে একটি মৌখিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথম আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর তৎকালীন ধানমন্ডির ২৭ নাম্বার সড়কের কার্যালয়ে আরও বেশ কয়েকজন প্রতিযোগীর সঙ্গে অপেক্ষা করছিলাম। আমার নাম ডাক পড়ার পর যখন আমি ভেতরে প্রবেশ করার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, তখনই একজন ব্যক্তি বের হয়ে আমাকে কাঁধে হাত দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। জানলাম, তিনিই ড. বদিউল আলম মজুমদার। তার আগে তাঁকে আমি চিনতাম না এবং কখনো তাঁকে দেখিনি। ঐদিনের ঐ ঘটনায় আমি একটি বিষয় বুঝতে পারলাম যে তিনি এদেশের অধিকাংশ জ্ঞানী মানুষের প্রদর্শনপ্রিয় রাশভারিত্ব ও গাম্ভীর্য দেখানোর মতো মানুষ নন। সেদিনই স্যারকে একজন ব্যতিক্রমী মানুষ হিসেবে মনে হয়েছে। এরপর একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে যতটা কাছে আসতে পেরেছি তাঁর মাধ্যমে তাঁর মধ্যে এমন কিছু গুণের দেখা পেয়েছি, যা প্রতিটা মানুষের শেখা উচিত।

আমার চোখে তিনি একজন সত্যিকারের স্মার্ট ব্যক্তিত্ব, যিনি সময়ের সঙ্গে নিজেকে তৈরি করে এগিয়ে যান। কোনো একটি কাজে সফল হওয়ার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে লেগে থাকার এক অদ্ভুত গুণের অধিকারী তিনি। শত সীমাবদ্ধতার মাঝে থেকেও কীভাবে সময় ও পরিস্থিতিটাকে নিজের করে নেওয়া যায় এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়। অসীম ধৈর্য, নিবিড়ভাবে কর্মব্যস্ত থাকা, প্রয়োজনে নিজের থেকে অনেক ছোটদের কাছ থেকেও নিরহঙ্কারভাবে শেখার মতো চমৎকার গুণগুলো আমি স্যারের মধ্যে দেখেছি। তৃণমূলের প্রান্তিক সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলোর দিনবদলের জন্য দেশের পথে-ঘাটে-প্রান্তরে তিনি নিরলসভাবে এতটাই ঘুরে বেড়িয়েছেন, যা তার সমপর্যায়ের এমনকি তারচেয়ে বহুলাংশে অনেক অল্প শিক্ষা, দীক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা ধারণ করেন এমন কোনো ব্যক্তির মধ্যেও এমনটা অন্তত আমি দেখিনি। ব্যক্তিজীবনে আপাদমস্তক মুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক একজন মানুষ তিনি, যা তাঁর ব্যক্তিত্বের আরেকটি আকর্ষণীয় দিক।

আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে স্যারের সুদীর্ঘ ৩০ বছরের পথচলার পরিক্রমায় প্রিয় স্যারের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রইলো। একইসঙ্গে রইলো স্যারের দীর্ঘজীবনের জন্য শুভকামনা।

জাহাঙ্গীর যুবরাজ

উজ্জীবক, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

বাংলাদেশের স্বেচ্ছাব্রতী আন্দোলনের কিংবদন্তি পুরুষ ড. বদিউল আলম মজুমদার আমার আদর্শ। আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দ্বারা বিকশিত হয়েছি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাজ বহুমাত্রিক। আমি বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সঙ্গে কাজ করে যেতে চাই।

আমি স্যারের দীর্ঘায়ু ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সফলতা কামনা করি।

জমিরুল ইসলাম

উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ইউনিট), দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দারিদ্র্য থাকতে পারে না'– ত্রিশ বছর আগে এই যাদুকরী স্লোগানকে সামনে রেখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশে তিনি যাত্রা শুরু করেন। ব্যক্তি জীবনের সুখ এবং স্বাচ্ছন্দকে পেছনে ফেলে ত্রিশ বছরের এই পথ চলায় অগণিত মানুষের ভাগ্য বদলের কারিগর হিসেবে একজন সত্যিকারের যাদুকর হিসেবে অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন তিনি। তিনি আর কেউ নন, স্বপ্নচারী সমাজ চিন্তক আমাদের পথ প্রদর্শক ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার!

তাঁর সৃজনশীল চিন্তার ফসল উজ্জীবক প্রশিক্ষণ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক প্রশিক্ষণ, প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালায় অংশ নিয়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে স্বেচ্ছাব্রতী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

স্বপ্নবাজ মানুষটির পথচলার সারথী হতে পেরে আমরা প্রশিক্ষণ বিভাগের কর্মীরা গর্বিত। ক্ষুধামুক্তি আন্দোলনের পথ প্রদর্শক হিসেবে আমরা ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের এই যাত্রার সফলতা কামনা করছি।

জামিল হাসান শশী

ইয়ুথ লিডার, ষাটগম্বুজ ইউনিয়ন, বাগেরহাট সদর উপজেলা, বাগেরহাট

ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারকে আমি প্রথম দেখি ষাটগুম্বজ ইউনিয়ন পরিষদে। সেখানে তিনি একটি সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন। মনে বড় আবেগ ছিল স্যারের সঙ্গে একটু কথা বলার। ভিড় ঠেলে আমি স্যারের কাছে পৌঁছে গিয়ে ইয়ুথ লিডার পরিচয় দিয়ে স্যারের সঙ্গে কুশল বিনিময় করি। স্যার আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধারা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। দেশ স্বাধীন হলেও ক্ষুধামুক্তি এখনও হয়নি। প্রজ্ঞাপন জারি করে অথবা ঢাকায় বসে পরিকল্পনা করে কখনও ক্ষুধামুক্তির সমাধান হবে না। তাই তোমার মতো তরুণকে এগিয়ে আসতে হবে, স্বেচ্ছাব্রতীর দায়িত্ব নিতে হবে। আর তুমি দায়িত্ব নিলেই বাংলাদেশ ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল হবে।' স্যারের এ উক্তি আমার উপলব্ধিতে এক নতুন প্রেরণা যোগায়।

সত্যিই তো! আমি দায়িত্ব নিলেই সম্ভব। সেই থেকে আমার পথচলা। করোনাকালীন আমি জীবন বাজি রেখে রোগী নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছি, তাদের পরীক্ষা করিয়েছি, টিকা নেওয়ার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেছি। সমাজের অসঙ্গতি দূর করা, বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমার সাধ্যমত আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। কতটা সফল হতে পেরেছি জানি না। তবে মানুষের জন্য করে যাচ্ছি।

আমার সবসময় মনে হয় স্যার যেন পেছন থেকে বলছেন, 'তুমি দায়িত্ব নিলেই সবকিছু সম্ভব হবে।' এটাই আমার পথচলার পাথেয়।

তাজিমা হোসেন মজুমদার

উজ্জীবক, উদ্যোক্তা ও সংগঠক

ভাইস প্রেসিডেন্ট, উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

যতটুকু আমার মনে পড়ে, সেদিন ছিল শুক্রবার, ১৬ এপ্রিল ১৯৯৩। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকাল সাতটায় রওনা দিই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে দেখার করার জন্য হোটেল সোনারগাঁয়ে। আমি বুঝতে পারিনি আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে, যা আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। হোটেলের লবিতে পৌঁছানোর পর আমি পরিচিত হলাম দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জোন হোমস এবং বর্তমান গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. জন কুনরড-এর সঙ্গে। পরিচিত হবার পর জোন বাংলাদেশে আমাদেরকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর দায়িত্ব নিতে বলেন। আমরা এক বছরের জন্য দায়িত্ব নিই। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, বাংলাদেশ থেকে ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূর করা এক বছরে সম্ভব নয়। তাই আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বদলে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বদিউলের একাগ্রতা এবং সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও লেগে থাকার প্রয়াসে সারাদেশে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও সুজন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'উন্নয়নকে' আন্দোলনে পরিণত করে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে সমাজের সকল স্তরের জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে। প্রশস্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের মেধা, সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব ও বৈষয়িক সম্পদ কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেওয়ার পথ। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এ আমাদের ৩০ বছরের পথচলায় 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার' মাধ্যমে অনেক মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে এবং আমাদের সন্তানদের জীবনও বদলে গেছে।

আগামী দিনে গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য সকল স্বেচ্ছাব্রতীতের অক্লান্ত পরিশ্রম যাতে চলমান থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ জনগণের এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়া এবং চলমান আন্দোলনে তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সুসংহত, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বেগবান করবে। সে আহ্বান সবার প্রতি রইল।

৩০ বছরের এই আন্দোলনে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জোন হোমস নেপথ্য থেকে এর নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূর করা ও উন্নয়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে এখনও জড়িত থাকার জন্য তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

তাসমিমা হোসেন

সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক , সম্পাদক ও প্রকাশক, পাক্ষিক অনন্যা

গ্রিক পুরাণে আমরা সিসিফাসের কথা পড়েছি, যাকে একটা পাথরকে গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যেতে হয়, তারপর সেই পাথরটা আবার নিজেই নিজের ভারে গড়িয়ে পড়ে যায়। সিসিফাসকে এই কাজ করে যেতে হয় অনন্তকাল ধরে। আমাদের সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের চেষ্টাটা অনেকটা সিসিফাসের ঐ পাথর তুলে পাহাড়ের চূড়ায় নেওয়ার মতো। কোনোভাবে করা গেলেও সেটা যেন আবার নিচে গড়িয়ে পড়ে যায়। এ ধরনের কাজ একইসঙ্গে 'হারকিউলিস টাস্ক'। কিন্তু যিনি তাঁর কর্মে বিশ্বাসী, তিনি একাগ্রচিত্রে তাঁর কর্মসাধনকেই সবকিছুর আগে স্থান দেন। সজ্জন বদিউল আলম মজুমদার আমার কাছে তেমনি এক কর্মসাধক। সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর সম্পাদক হিসেবে সবার কাছে সুপরিচিত। তাঁর শৈশব-কৈশোর এবং মেধা-মননঋদ্ধ শিক্ষা ও কর্মজী-বনের কাহিনি আমাদের বিস্মিত ও উজ্জীবিত করে।

আমরা তাঁর 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর কথা জানি, যার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯১ সালে। তাঁর কথাসূত্রে জেনেছি, তাঁরা একদল ব্যক্তিকে উজ্জীবিত করার মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু করেন, যাতে সেসব ব্যক্তি নিজেরা সফল হন এবং নিজের পরিবার ও সমাজের মানুষকে সফল করে তুলতে পারেন। পাশাপাশি তরুণ ও নারীদের সংগঠিত করার জন্যও কাজ শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে রাজনৈ-তিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি আনয়নেরও চেষ্টা থাকে তাঁদের।

প্রকৃত অর্থে ৩০ বছর ধরে এত মানুষের জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার চেষ্টাটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তিনি অনেকদিন ধরেই 'সুজন'-এর মাধ্যমে চেষ্টা করছেন একটি সুশীল সমাজ গড়ার। সেটা আমাদের দেশে কতোটা সহজে সম্ভব, সেটা বলা মুশকিল। আমরা ছোটবেলায় যে সমাজ, নীতি-আদর্শ দেখেছি, সে সমাজ, নীতি-আদর্শ এখন বদলে গেছে। আজকাল টাকা যেদিকে সেদিকে সমাজ। সেই সমাজ আজ নেই বটে, তবু তার মধ্যে থেকে তিনি যেটুকু চেষ্টা করে যাচ্ছেন, সেটা খুব সহজ নয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট নিয়ে ৩০ বছর ধরে লেগে থাকাটা আমাদের দেশের জন্য কম ব্যাপার নয়। একটা সংস্থা একইসঙ্গে অনেক লোকের কর্মসংস্থানও করে থাকে। সেটাও একটা ব্যাপার।

সব মিলিয়ে আমাদের সমাজ পরিবর্তনের মতো কঠিন কাজটি তিনি সিসিফাসের মতো করে চলে নিরন্তর–এটা আমাদের কাছে বিস্ময়ের ও অনুপ্রেরণার ব্যাপার।

কর্মসাধক বদিউল আলম মজুমদারের জন্য শুভেচ্ছা ও শুভকামনা রইল।

তানজিলা হোসেন

উজ্জীবক (ঢাকা)

ড. বদিউল আলম মজুমদার, আপনি সত্যিই একজন অসাধারণ মানুষ এবং একাই সফল জীবনের প্রাপ্য। আপনার জীবনের গল্প যেমন আমাদের অনুপ্রাণিত করে, তেমনি পরবর্তী প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে। আপনি মানবতার অগ্রদূত হিসেবে আপনার কর্মের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

আপনি সুদীর্ঘ ৩০ বছর একাই অসংখ্য প্রতিষ্ঠানকে নিজের সন্তানসম যেভাবে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা কিংবদন্তি হয়ে থাকবে। আপনার ৩০ বছরের সাফল্য আপনার হাতে গড়া কারিগররাই নির্ধারণ করবে।

আপনাকে ৩০ বছরের শুভেচ্ছা।

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

সাবেক উপাচার্য, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটিতে ড. বদিউল আলম মজুমদার একজন অগ্রণী ও ভিত্তিমূল ব্যক্তিত্ব। দ্বিবিধ পন্থায় তার ভূমিকা মূল্যায়নের অবকাশ রাখে। প্রথমত: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর মাধ্যমে তিনি আর্ত-মানবতার সেবায় দীর্ঘকাল ধরে নিজেকে নিবেদিত রেখেছেন। দ্বিতীয়ত: তিনি সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ গড়ার শ্রেষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন। ইতোমধ্যে নাগরিক আন্দোলনে তাদের অধিকার অর্জনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিশেষ করে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার, স্বচ্ছতা নির্ণয় ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছেন তিনি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ড. বদিউল আলম মজুমদারের ৩০ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস ও ভালোবাসায় যথার্থভাবেই তিনি সিক্ত হবেন– এটি আমার বিশ্বাস। প্রার্থনা: যুগ যুগ জিয়ো তুমি বদিউল আলম মজুমদার।

ড. আসিফ নজরুল

অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বদিউল আলম মজুমদার ভাই-এর সঙ্গে প্রথম কথা হয়েছিল প্রায় পঁচিশ বছর আগে। এরমধ্যে বহুধরনের সরকার এসেছে, দুই বড় দলই ক্ষমতায় বসেছে, অনির্বাচিত একটা সরকারও ক্ষমতায় থেকেছে কিছুদিন। কিন্তু কোনো আমলেই অন্যায় অবিচার ও দুশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার ভূমিকা কখনো থেমে থাকেনি।

এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। আমরা অনেকে আমল বুঝে, সরকার প্রধান কে তা লক্ষ করে, ঝুঁকির পরিমাণ কতটুকু এসব মেপে কথা বলি। তিনি এসব বিবেচনায় নেন না। মানুষের অধিকার আর দেশের স্বার্থের প্রশ্নে যখন যা বলা দরকার বলেন, এজন্য বহু বিপদ আপদের মুখে পড়লেও মাথা নত করেন না।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে তিনি আরও বহু ধরনের কাজ করেন। কিন্তু আমি তাকে বেশি করে চিনি গণতন্ত্র, মানবাধিকার আর আইনের শাসনের পক্ষে অবিচল কণ্ঠ হিসেবে।

আমার ছাত্রদেরকে আমি মাঝে মাঝে রোল মডেলের কথা বলি। তখন অবধারিতভাবে ড. মুহাম্মদ ইউনুস, ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ইফতেখারুজ্জামান, আনু মুহাম্মদ, রিজওয়ানা হাসানের মতো মানুষদের সঙ্গে বদিউল আলম মজুমদারের কথা বলি।

আরও বহু বছর সুস্থভাবে বেঁচে থাকুন মজুমদার ভাই। আমরা একসঙ্গে দেখি মানুষের মুক্তির আনন্দ আরও বহুবার, বহুভাবে।

ড. তোফায়েল আহমেদ

সাবেক উপাচার্য, ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা
নির্বাহী সদস্য, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

ড. বদিউল আলম মজুমদারের দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ত্রিশ বছর তাঁর নিজের জীবন, বাংলাদেশের নাগরিক আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক-ভাবে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের জন্য একটি গৌরবোজ্জ্বল সময়। তিনি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে বাংলাদেশে কার্যরত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বেসরকারি সংস্থাসমূহ বিশেষত সিভিল সোসাইটি আন্দোলনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে একটি ব্যতিক্রমী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এ ত্রিশ বছরের যাত্রা ছিল অনেক বৈচিত্রতাপূর্ণ এবং বিপজ্জনকভাবে চ্যালেঞ্জিং। তিনি সকল ক্ষেত্রে সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নাগরিক আন্দোলনে গঠনমূলক ভূমিকার জন্য জনাব মজুমদার ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্থান করে নিয়েছে।

আমি ড. মজুমদারের দীর্ঘ, সুস্থ ও কর্মময় জীবন এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

ড. বুলবুল সিদ্দিকী

সহযোগী অধ্যাপক, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দারিদ্র্য বিমোচন ও সুশাসন নিয়ে বিগত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অসাধারণ কাজ করে আসছে। আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশে গড়ে তোলার পিছনেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর এই অভূতপূর্ব যাত্রায় সামনে থেকে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি হলেন অধ্যাপক ড. বদিউল আলম মজুমদার। আমি ড. মজুমদার-এর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান

সহযোগী অধ্যাপক, ইউনাইটেড ইন্টারন্যালশনাল ইউনিভার্সিটি, উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে ব্রত নিয়ে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশে নব্বই পরবর্তী সময় থেকে কাজ শুরু করেছিল। বিগত তিন দশকে ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সংস্থাটি অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। এরই মাঝে উজ্জীবক, স্বেচ্ছাসেবক ও নারীনেত্রীদের মাধ্যমে দেড় শতাধিক ইউনিয়নের অর্ধ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর বিকেন্দ্রীকরণ, সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ইউনিয়নভিত্তিক উন্নয়ন মডেলটি দেশে ও বিদেশে অনেক প্রশংসাও কুড়িয়েছে বিগত বছরগুলোতে।

এনজিও খাতে বাংলাদেশের অন্যতম কিংবদন্তি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ড. বদিউল আলম মজুমদার। যাঁর নেতৃত্বে সুবিশাল কর্মীবাহিনী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রচারাভিযান ও অ্যাডভোকেসির মধ্য দিয়ে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কণ্ঠকে উচ্চকিত করেছে, আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছে এবং সমাজ গড়ার কারিগর হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তিন দশকের এই পথচলায় আমিও সারথী হিসেবে একসময় কাজ করেছি এবং যা শিখেছি তা আমার কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনে অন্যতম প্রেরণাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ড. বদিউল আলম মজুমদারের ৩০ বছর পূর্তিতে তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ড. মোহাম্মদ মাসুম

সাবেক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলাদেশ) ও মর্গান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

প্রফেসর ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬৮ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আট সদস্যের সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের যে দলটি 'সফরের মাধ্যমে পরস্পরকে জানা ও বোঝার মাধ্যমে জাতীয় সৌহার্দ্য বৃদ্ধি' শীর্ষক তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের একটি প্রকল্পের আওতায় সতেরো দিন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেছিল, তার অংশীদার হিসেবে। আমি তখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তিনি মাস্টার্সের। দীর্ঘকাল পরে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হলো, যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণে হাঙ্গার প্রজেক্টের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড কাছ থেকে দেখা এবং অংশ নেওয়ার সুবাদে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে চেনা ও জানার সুযোগ হলো। মুগ্ধ হলাম তাঁর দেশ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা, কর্মনিষ্ঠা, এবং স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নেতৃত্ব সৃষ্টিতে অভিনব উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষমতা দেখে। প্রফেসর মুজাফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বে এবং তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র বিকাশে নিশ্চয়ই একটি অসামান্য উদ্যোগ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে সুদীর্ঘ তিন দশক অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রফেসর বদিউল আলম মজুমদারকে আন্তরিক অভিনন্দন। আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ড. রওশন জাহান

সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নারী অধিকার কর্মী

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সাহসী লক্ষ্য অর্জনে অটল এবং আদর্শ পথপ্রদর্শক ও প্রাণপুরুষ ড. বদিউল আলম মজুমদার। এই সংগঠনে ৩০ বছর সময় দিয়েছেন তিনি। এ উপলক্ষে তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং সশ্রদ্ধ অভিবাদন। একইসঙ্গে তাঁর অনুসারী নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবৃন্দকে – যাঁদেরকে নিষ্ঠা এবং শ্রম ড. মজুমদারের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে – জানাই শুভেচ্ছা।

এই সংগঠনের কিছু কর্মকাণ্ডে বিশেষত বাংলাদেশের কন্যাশিশুদের অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মকাণ্ড এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে আমাকে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়ে এবং নানা বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়ে আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য ড. মুজমদারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তিনি আরও বহু দিন একই রকম কর্মঠ এবং অগ্রগামী ভূমিকা পালন করুন, তাঁর নেতৃত্বে আমাদের সংগঠন লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমর্থ হোক, পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তা যেন সংগঠনের এবং ড. মজুমদারের নিরলস প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে– আজকের দিনে এই প্রার্থনা করি।

ড. শামসুল বারি

চেয়ারপার্সন, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) পরিচালনা পর্ষদ

স্মিতহাস্য, ধীমান ড. বদিউল আলম মজুমদার ১৯৯৩ সাল থেকে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর। তাঁর সঙ্গে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) এর কাজের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের।

২০০৪ সালে রিইব গণগবেষণা (পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ) তত্ত্বের ভিত্তিতে উজ্জীবকদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল সেখানে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট রিইব-এর মাঠভিত্তিক গণগবেষণা কর্মশালায় প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল এবং সারা দেশব্যাপী উজ্জীবক তৈরির যে কর্মসূচি তারা গ্রহণ করে সেখানে তা সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তীতে সাভারে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' বড় আকারে উজ্জীবক মেলা আয়োজন করে। সেখানে প্রফেসর আনিসুর রহমান-সহ রিইব প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এছাড়াও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচিতে রিইব সমমনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে সবসময়।

২০০৮ সালে গণশিক্ষা আন্দোলন কর্মসূচিতে সারা দেশব্যাপী জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াসে রিইব বোর্ড সদস্য প্রফেসর মো. আনিসুর রহমান সক্রিয়ভাবে 'ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ'-এর প্রথম জাতীয় সভায় আলোচনা করেন এবং একটি পাইলট প্রজেক্ট বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে রিইব-এর সঙ্গে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' সাধারণ মানুষের তথ্য পাওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক নিয়মানুবর্তিতা ও নাগরিক অধিকার হিসেবে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'-এর বাস্তবায়ন, প্রচার ও প্রসারে একত্রে কাজ করেছে। সেই কাজে আমরা দেখেছি ড. মজুমদার নিজে তথ্য আবেদন করেছেন, তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন, এমনকি শুনানিতে অংশগ্রহণ করেছেন, যা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ।

ড. বদিউল আলম মজুমদার ১৯৯৩ সাল থেকে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর পরিচালক এবং অন্যান্য সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। এই দীর্ঘ ৩০ বছরের সম্পৃক্ততা এবং তাঁর নিবেদিতপ্রাণ কর্মনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বঅর্থে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। তিনি একজন অর্থনীতিবিদ, সমাজ উন্নয়ন কর্মী ও রাজনীতি বিশ্লেষক। ড. মজুমদারের বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা, সমাজ সচেতনতা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি মমত্ববোধ এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর কর্মজীবনকে দীর্ঘায়িত করেছে, এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

আমি ড. বদিউল আলম মজুমদারের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি, যাতে তাঁর কল্যাণমূলক চিন্তা ও কর্মের স্পর্শে বাংলাদেশ ঋদ্ধ হতে পারে।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

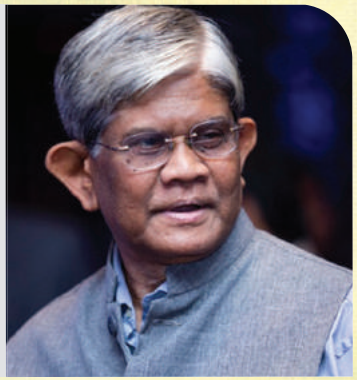

ড. বদিউল আলম মজুমদার সম্পর্কে দুই একটা কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তাঁকে আমি কাছ থেকে চিনি প্রায় তিন দশকের বেশি। বিভিন্ন কাজে, আলোচনা এবং বিশেষ করে তাঁর লেখার মাধ্যমে তাঁর চিন্তা এবং দর্শন সম্পর্কে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত এবং কিছুটা সহমত পোষণ করি। ড. মজুমদার তৃণমূল পর্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং তাদের সমস্যা-সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন। তাঁর হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কিছু কাজ আমি আমি গাইবান্ধায় দেখেছি। হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে কাজ করছে, যার ফলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে কিছুটা সম্পৃক্ত হতে পারছে। একইসঙ্গে তিনি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা ও সমাধান দিয়েছেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক দল এবং বিশেষ করে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মতো বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে তিনি সুপরিচিত এবং একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। আমি কামনা করছি তাঁর কর্মকাণ্ড ও প্রচেষ্টা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাক, যা দেশের জনগণের জন্য কাজে আসবে।

তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং সর্বাচীন কল্যাণ হোক সেটাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

দিলীপ কুমার সরকার

প্রোগ্রাম ম্যানেজার, স্থানীয় সরকার ও সুশাসন ইউনিট, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

প্রায় দুই যুগ ধরে ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে কাজ করছি আমি। প্রথমদিকে স্বেচ্ছাব্রতী হিসেবে–দূর থেকে। পরবর্তীতে (২০০৪ সাল) একান্ত সান্নিধ্যে থেকে। অসাধারণ নেতৃত্বগুণের অধিকারী একজন সংগঠক তিনি। আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র গঠনে সারাদেশে স্বেচ্ছাব্রতী মানুষ তৈরি, স্বশাসিত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলা, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা-সহ বিভিন্নমুখী কাজে নিরলসভাবে অবদান রেখে চলেছেন তিনি।

ড. বদিউল আলম মজুমদারের দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী কর্মোদ্যম ও অনমনীয়তা দেখে মনে হয়, 'কোনো বাধা তাঁর রোধে নাকো পথ, কেবলই সমুখে চলে'– এই পংক্তিমালা কবি তাঁর মতো মানুষদের উদ্দেশ্য করেই রচনা করেছেন। ড. মজুমদারের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কখনোই হাল ছাড়েন না।

আমি তাঁর দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করছি।

ফারুক মাহমুদ চৌধুরী

নির্বাহী সদস্য, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও সভাপতি, সিলেট জেলা কমিটি, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

ড. বদিউল আলম মজুমদার আজ নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা তাঁকে এ জায়গায় নিয়ে এসেছে। একাধারে তিনি অর্থনীতিবিদ, উন্নয়নকর্মী, রাজনীতি বিশ্লেষক, স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন বিশ্লেষক।

ড. বদিউল আলম মজুমদার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি সংস্থা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর বাংলাদেশ শাখার কান্ট্রি ডিরেক্টর। ১৯৯৩-২০২৩ দীর্ঘ সময় ধরে সংস্থাটিতে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। বলা যায় বাংলাদেশের হয়ে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিষ্ঠা ও সততার জন্য। শুধু নিজে কাজ করছেন তা নয়, ড. মজুমদার সবার মাঝেই 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'কে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আমরা তাঁকে চিনি সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর অভিভাবক হিসেবে। আর এ প্রথিতযশা গুণী মানুষটির কল্যাণে আমরা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'কে জেনেছি। 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' ড. বদিউল আলম মজুমদারকে চেনায়নি, বরং ড. মজুমদার 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' চিনিয়েছেন বাংলাদেশের প্রান্তিক থেকে শহুরে জনগোষ্ঠীকে। এখানেই তাঁর কর্মের সার্থকতা।

আমি ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর দীর্ঘ জীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্টে তাঁর ত্রিশ বছর পূর্তিতে রইলো শুভেচ্ছা।

পলাশ আহমেদ

আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ, যশোর

ছাত্রজীবনে সান্নিধ্যে আসলাম ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের। স্যার বলেছিলেন, 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র হতে পারে না'– এই কথাটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল সেদিন। মানুষের সামনে দাঁড়ানোর মতো সাহস ছিল না– এক সময় আজ হাজারো মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে সমাজ নেতৃত্বের স্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে যাচ্ছি। এ এক পরম পাওয়া।

শুধু তাই নয়, স্যারের কাছ থেকে শিখেছি, মনের ভেতর ধারণ করেছি। চাকরি নিতে নয়, চাকরি দেওয়ার জন্য যা যা করার সেই পথ চলছি।

স্যার, আপনি যুব সমাজ গড়ার কারিগর, স্যালুট আপনাকে।

ফিরোজা বুলবুল কলি

সদস্য, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও সভাপতি, যশোর জেলা কমিটি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক

‘প্রবল অটল বিশ্বাস যার নিশ্বাস প্রশ্বাসে,
যৌবন আর জীবনের ঢেউ কল-তরঙ্গে আসে,
মরা মৃত্তিকা করে প্রাণায়িত শস্যে কুসুমে ফলে,
কোনো বাধা তার রুখে নাকো পথ, কেবল সমুখে চলে।’

কাজী নজরুল ইসলামের লেখা এ লাইনগুলো পড়লে যাঁর কথা মনে হয় তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার। চোখ বন্ধ করে এখনো পর্যন্ত তাঁর সেই বলিষ্ঠ তেজোদ্দীপ্ত বক্তব্য শুনতে পাই।
২০০২ সালে উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দি হাঙ্গার প্রজেক্টে আমার যুক্ত হওয়া। এরপর স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টট) করেছি, নারী নেতৃত্ব বিষয়ক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়েছি। যুক্ত হয়েছি জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে, আট বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে শুরু হয়েছিল দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সঙ্গে পথচলা। বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্যারের কথা শুনে উজ্জীবিত হয়েছি। আবিষ্কার করেছি নিজেকে নতুন করে। চিন্তা-চেতনার ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়েছি, আর এ বিষয়ে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে চিরসবুজ ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার। শুধু আমি নই, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রুপসা থেকে পাথুরিয়ার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীরা স্যারের তেজোদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে উদ্দীপ্ত হয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে।

২০০২ সালের আগের নিজের জন্মভূমি নিয়ে আমার মধ্যে একটা হতাশা কাজ করতো। কিন্তু স্যারের সংস্পর্শে এসে নিজের দেশের অর্জন নিয়ে গর্বিত আমি। নারী হয়ে জন্মের কারণে সম্মানিত আমি।

আমি-সহ সারাদেশের উজ্জীবকবৃন্দ, নারীনেত্রীবৃন্দ, ইয়ুথ লিডাররা কৃতজ্ঞ এই মহৎ হৃদয়ের নেতার কাছে। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি, নতুনভাবে ভাবতে শিখেছি। করোনাকালীন সংকটে তাই আমরা তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ভূমিকা পালন করতে পেরেছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্টে স্যারের ৩০ বছর পূর্তিতে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও শুভকামনা।

সবশেষে কবির ভাষায় বলতে চাই, ‘ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।’ আমাদের সেই চিরসবুজ স্যার ভালো থাকবেন, খুব ভালো থাকবেন।

নাছিমা আক্তার জলি

পরিচালক (কর্মসূচি), দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

মানুষের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অসীম সম্ভাবনার শক্তিকে জাগিয়ে তোলার যাদুমন্ত্রে তিনি বদলে দিয়েছেন অসংখ্য মানুষকে। বদলে যাওয়া সেইসব মানুষেরা নিজেদের জীবন নতুন করে নির্মাণের পাশাপাশি নিজের এলাকার পরিবর্তনের কারিগর হয়েছেন। এভাবেই প্রাণ থেকে প্রাণে ছড়িয়ে গেছে তাঁর আত্মশক্তি উদ্বোধনের সম্মোহনী বার্তা। ছড়িয়েছে শহর থেকে গ্রামে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

কন্যাশিশু, নারী, তরুণ থেকে গ্রামের দরিদ্রতম মানুষ, সুশীল সমাজ থেকে রাজনীতিবিদ, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জাতীয় নির্বাচন-এক বিপুল, বিচিত্র এবং ব্যাপক কর্মযজ্ঞে এক নিবেদিত নেতৃত্ব ড. বদিউল আলম মজুমদার। অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা-মর্যাদার মোহ নয়, দেশের প্রতি, দেশের মানুষের গভীর ভালোবাসার শক্তি, একটি আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অদম্য প্রত্যয় তাঁর প্রধান শক্তি।

কতগুলো ভ্রান্ত-বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে চলমান এই সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য একদল পরিবর্তনের রূপকার তৈরির লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মধ্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত এমডিজি ও এসডিজির অভীষ্ট অর্জনে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে সংগঠিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার সঙ্গে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের একদল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্মী ও কর্মএলাকায় স্বেচ্ছাব্রতীগণ সম্পৃক্ত রয়েছেন।

প্রতিনিয়ত ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্নদ্রষ্টা কর্তৃক পরিচালিত দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশকে অনেকেই মনে করেন এটি একটি গবেষণাগার। এই গবেষণাগারের আমি একজন কর্মী। আমার সৌভাগ্য হয়েছে দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণে স্যারের সঙ্গে কাজ করা। তিনি সর্বদাই অত্যন্ত সহজ, উদার এবং অন্যকে ক্ষমতায়িত করে কীভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে, মর্যাদার সঙ্গে সকলকে নিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায় তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ তিনি।

তিনি আমাদের মাঝে আরও দীর্ঘ সময় থাকবেন, আমাদেরকে আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবেন, নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন– এটিই আমাদের চাওয়া।

নিশাত চৌধুরী

নারীনেত্রী, গংগাচড়া উপজেলা, রংপুর

আমি ২০১১ সালে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৬৯তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করি। এর মাধ্যমে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। প্রশিক্ষণ নারীর ক্ষমতায়ন সেশনটি আমার জীবনকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। স্যারের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য আমার জীবনকে নারীকে নিয়ে নতুন করে ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। চিন্তা করতে থাকি আমার এলাকার নারীরা সমাজে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকার কারণে যে পরিমাণে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার তার একটা শেষ হওয়া দরকার। সেই অনুপ্রেরণা থেকেই এলাকাতে নারীদের সংগঠিত করে গড়ে তুলি 'আশার আলো নারী উন্নয়ন গণগবেষণা সমিতি'। সংগঠনের নারীরা আজ আর্থিকভাবে অনেকটাই স্বাবলম্বী। স্বাবলম্বিতার কারণেই সংগঠনের নারীরা এখন সমাজে অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তারা তাদের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার নারীদেরও সচেতনতার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছে এবং তারাও নিজ পরিবারে আগের তুলনায় বেশি মর্যাদা পায়।

ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার আমার ও আমার এলাকার নারীদের এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন নিশ্চয়ই এর ধারাবাহিকতা সারাদেশেই অব্যাহত আছে। বিগত ৩০ বছরে দি হাঙ্গার প্রজেক্টে স্যারের এ অবদানকে আমি নারী অগ্রযাত্রার পথিকৃৎ হিসেবেই জানি ও বিশ্বাস করি। আমি ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের বাকি জীবন সুন্দর ও সফল হোক, মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট সেই প্রার্থনাই করি।

নুরুন্নাহার মঞ্জু

নারীনেত্রী, কেওড়া ইউনিয়ন, ঝালকাঠি সদর উপজেলা, ঝালকাঠি

'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না'। পরিশ্রমের মাধ্যমে যে সফলতা অর্জন করা সম্ভব এই চিরন্তন সত্যটিই আমি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

ছোটবেলা থেকেই আমি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পছন্দ করি। আমি ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে কেওড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জাহানারা বেগম-এর অনুপ্রেরণায় বরিশাল সেইন্ট বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণে (১১৯তম ব্যাচ) অংশ নেওয়ার সুযোগ পাই। সফলতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ শেষ করে আমার নিজ গ্রাম তথা ইউনিয়নের নারীদের অধিকার আদায়-সহ নারীদের নিয়ে একটি গণগবেষণা সমিতি তৈরি করি এবং নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হই। আমি সেলাই প্রশিক্ষণ, হাঁস-মুরগি পালন এবং সবজি চাষ-সহ বিভিন্ন আয়মূখী কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছি। পাশাপাশি আমার সংগঠনের অবহেলিত নারীদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের পরামর্শের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্রতা দূরীকরণে নিরলস

পরিশ্রম করে যাচ্ছি। আমার এই পরিবর্তন ও কাজের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের।

আমি ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে নারীনেত্রীদের নিয়ে আয়োজিত নিয়মিত ফলোআপ সভায় উপস্থিত থাকি এবং সেখান থেকে নতুন নতুন কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। আমি মনে করি, ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের অনুপ্রেরণায় আমি আমার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো।

সৎ সাহস ও বলিষ্ঠ ভূমিকার মাধ্যমে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর দিক নির্দেশনায় এবং ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের অনুপ্রেরণায় আমি আমার পরিবার ও আমার গ্রামটাকে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে সাজাতে চাই। এটাই আমার স্বপ্ন। এটাই আমার প্রত্যাশা। আমি ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

পরিমল মন্ডল

উজ্জীবক, মনোহরপুর ইউনিয়ন, মনিরামপুর উপজেলা, যশোর

২০০৩ সালে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার মনোহরপুর এসেছিলেন। তাঁর কথা শুনে আমার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। আগে অনেক হতাশায় ভুগতাম। স্যারের কথা শুনে আমার হতাশা কেটে যায়, আমি উজ্জীবিত হই। এর জন্য আমি স্যারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে দিয়েছেন। আমি এত বেশি ধূমপান করতাম যে দিনে পাঁচ প্যাকেট বিড়ি লাগতে-া। স্যারের কথায় আমি একদিনেই ধূমপান ছেড়ে দিই, যার ফলে আমার কর্মশক্তি বেড়ে যায়।

২০০৪ সালে আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আমি হাঙ্গার প্রজেক্টের মাধ্যমে ২০১৪ সালে ভার্মি কম্পোস্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়ে ছোট আকারে খামার শুরু করি। সেখান থেকে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে আজকে আমার খামারে পাঁচজন মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। এই খামারের আয় থেকে আমার ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, সংসার চালিয়েছি। এখন আমার ছেলে পাথরঘাটা উপজেলা ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক, যার সব কৃতিত্ব বদিউল আলম মজুমদার স্যারের। তাঁর সঙ্গে পরিচয় না হলে এগুলো সম্ভব হতো না।

আমি ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

বাহার উদ্দিন রায়হান

প্রধান প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী, এনহানসিং ডিজিটাল গভমেন্ট অ্যান্ড ইকোনোমি, আইসিটি ডিভিশন, বাংলাদেশ
সাবেক সমন্বয়কারী, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ, কক্সবাজার

‘আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না– এই উক্তিটি প্রথম ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের কাছ থেকে শুনেছি ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশের ২০১৫ সালের সম্মেলনে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মশালায় স্যারের সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয়। আমাকে দেখলেই বলতেন, আমাদের রায়হান, তুমি এগিয়ে গেলে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

স্যারের এই কথাগুলো আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করতো। হয়তো আজকের রায়হান হওয়ার পেছনে স্যারের অনুপ্রেরণা অদৃশ্যভাবে আমার ব্যক্তিজীবনে প্রভাব রেখেছে।

আপনি বেঁচে থাকুন হাজার বছর। আপনি লাখ লাখ বদিউল আলন মজুমদার তৈরি করেছেন এই বাংলার মাটিতে।

বিচারপতি এম এ মতিন

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট, নির্বাহী সদস্য, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

অর্থনীতিবিদ, উন্নয়নকর্মী, রাজনীতি বিশ্লেষক, স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন অভিধায় ড. বদিউল আলম মজুমদার ইতিমধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ক্ল্যারমন্ট গ্র্যাজুয়েট স্কুল থেকে স্নাতকোত্তর এবং কেস ওয়েসটার্ন রিভার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করার পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দাতব্য সংস্থা ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’-এর বাংলাদেশি শাখার কান্ট্রি ডিরেক্টর ও বৈশ্বিক সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি নাগরিক সংগঠন ‘সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক’-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

২০০৫ সালে একটি রিট মামলার মাধ্যমে হাইকোর্ট প্রত্যেক প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিলের সময় ৮টি বিষয়ে হলফনামার মাধ্যমে তথ্য দাখিল করা বাধ্যতামূলক বলে যে রায় দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে ভুয়া আবু সাফা নামে একটি ভুয়া আপিল দাখিল করলে, সুজনের সুসংগঠিত আন্দোলন এবং আপিলের বিরুদ্ধে পরিচালিত আইনি যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন ড. বদিউল আলম মজুমদার। বর্তমানে এই বিধানটি নির্বাচনী আইনের অন্তর্ভুক্ত।

বিদেশের সুনিশ্চিত বিত্ত-বৈভবের সম্ভাবনা ত্যাগ করে দেশপ্রেমে যে কয়জন মানুষ বাংলাদেশে নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের মধ্যে ড. বদিউল আলম মজুমদারের অবস্থান প্রথম সারিতে। তাঁর কর্মক্ষম দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন

সাবেক নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় প্রায় ২০ বছর আগে। আমি নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগেই নির্বাচন নিয়ে অনেক সভা-সেমিনার হতো। বিশেষ করে ঐ সময় নির্বাচন নিয়ে সুজন-এর অনেক কাজ ছিল। তখন সুজন-এর অনুষ্ঠানে যাওয়ার মাধ্যমে ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। সেই পরিচয়ের সুবাদে এক পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে আমি বলতে গেলে সুজন-এর সদস্যই হয়ে গেলাম। নির্বাচন বিষয়ক সুজন-এর বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে করতে আমি যখন নির্বাচন কমিশনে গেলাম, তখন বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে আমার আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হয়। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে আমার একটা সামাজিক যোগাযোগ ও পরে বন্ধুর মতো সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। প্রায়ই আমরা টেলিফোনে কথা বলি যদি কোনো সমস্যা হয় বা জানতে হয়। তাঁর লেখালেখির সঙ্গেও বেশ পরিচিত। আমার লেখাও তিনি পড়েন।

আমি বিগত ২০ বছর তাঁকে দেখেছি যে, তিনি একজন সহজ-সরল মানুষ। তিনি সবার সঙ্গে মিশতে পারেন। তিনি দেশের একজন বলিষ্ঠ কণ্ঠ। বিশেষ করে এই দেশে গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে এই মুহূর্তে অন্যতম সোচ্চার কণ্ঠ হলেন বদিউল আলম মজুমদার। এতগুলো বছর কাজ করার কারণে তিনি অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পেরেছেন। নির্বাচন কমিশনে থাকাকালে আমরা যে আরপিও পরিবর্তন করতে পেরেছি সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত মেধা ও পরিশ্রম ছিল। এমনকি তাঁর পক্ষ থেকে, সুজন-এর পক্ষ থেকে তারা আদালতেও গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি এ দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা, নির্বাচনী আইন ইত্যাদি নিয়ে যথেষ্ট কাজ করেছেন। আমি নিজেও এসব বিষয়ে কাজ করতে উৎসাহিত হয়েছি।

তাঁর যে মূল কাজ দি হাঙ্গার প্রজেক্ট– ইতোমধ্যে তিনি এই সংস্থায় তাঁর ৩০ বছর পূর্ণ করেছেন। হাঙ্গার প্রজেক্ট সম্পর্কে আমার খুব বেশি ধারণা না থাকলেও যতদূর জানি এই সংস্থার মাধ্যমে বদিউল আলম মজুমদার ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্থানীয় সরকারের উন্নয়নে কাজ করছেন। একইসঙ্গে তিনি সুজন-এর মাধ্যমেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন।

বদিউল আলম মজুমদার যে ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করছেন, সেখানে সাহসের সঙ্গেই তিনি কাজ করছেন। আমি জানি, তাঁর ওপর হামলাও হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে যথেষ্ট টানাহেচড়াও হয়েছে। এগুলো হবে, হতে থাকবে। কারণ যে সমাজে সহিষ্ণুতা যত কম থাকবে, সে সমাজে ততই এগুলো হবে। তাঁর মতো সাহসী কণ্ঠ আমাদের দেশে খুব বেশি নেই। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন। তিনি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। এখনো বদিউল আলম মজুমদার আমাদের মাঝে আছেন। আশা করি, তাঁরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের পথিকৃত হয়ে থাকবেন।

আমি বদিউল আলম মজুমদারের সুস্বাস্থের জন্য প্রার্থনা করছি। আশা করি, তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ভবিষ্যতেও তা অটুট থাকবে এবং অদম্য স্পৃহা নিয়ে তিনি আরও কাজ করবেন। আমরা তাঁর পাশেই থাকবো। ধন্যবাদ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন

উজ্জীবক, সভাপতি, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক, রংপুর জেলা কমিটি, নির্বাহী সদস্য, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক, কেন্দ্রীয় কমিটি

বাংলাদেশের মানুষেরর কাছে সাহসী ও ন্যায়ের প্রতীক ড. বদিউল আলম মজুমদার। বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের কারণে লাখ লাখ মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার স্থান করে নিয়েছেন এই মানুষটি। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, দেশে তাঁর কল্যাণমুখী কার্যক্রমের শুরুর সময় থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে তিনি গত তিন দশকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ, তরুণদের নেতৃত্ব বিকাশে ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বেশকিছু কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, যা বাংলাদেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। একইসঙ্গে সুষ্ঠু নির্বাচন তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে একদল স্বেচ্ছাব্রতী নাগরিকদের সংগঠন 'সুজন' গড়ে তোলেন। আজ দেশে বৃহৎ নাগরিক সংগঠন হিসেবে পরিচিত সুজন। এই সুজন-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, যার আলোয় আলোকিত হয়েছে আমার মতো অসংখ্য স্বেচ্ছাব্রতী সামাজিক আন্দোলনের কর্মী।

আমরা চাই সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়তে। আমি আশা করি, ড. মজুমদার বিগত ৩০ বছর যে ভূমিকা রেখেছেন সে ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। একইসঙ্গে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটাবস্থায় জেলায়, উপজেলায়, ইউনিয়নে, গ্রামে-গঞ্জে প্রত্যন্ত এলাকায় জনমানুষের নিরপেক্ষ মুখপাত্র হিসেবে জনপ্রিয় মুখ ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

মঈন তালুকদার

উজ্জীবক, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, ভাইস চেয়ারম্যান, ঝালকাঠি সদর উপজেলা পরিষদ
সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক, ঝালকাঠি জেলা কমিটি

আমি ছোটবেলা থেকেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত আছি। ২০০৩ সালে আমি কেওড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই। এরপর ২০০৪ সালে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের অনুপ্রেরণায় বিশেষ উজ্জীবক প্রশিক্ষণ (৯৯তম ব্যাচ) গ্রহণ করি। ২০০৭ সালে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সঙ্গে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা রাজ্যে সফর করার মাধ্যমে আমি আমার ইউনিয়নের সাধারণ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ওয়ার্ডসভা আয়োজন করে সকল সেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম হই। যার ফলশ্রুতিতে আমি

দ্বিতীয়বারের মতো ২০১১ সালের ইউপি নির্বাচনে কেওড়া ইউনিয়নের গণমানুষের ভালোবাসায় আবারও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই এবং ইউনিয়নের জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে পরবর্তী পাঁচ বছর সেবাদানে সক্ষম হই।

আমি মানুষের উপকার, কারো ঘরে চাল ডাল না থাকলে তা পৌঁছে দেওয়া, করোনাকালীন মানুষকে সচেতন করা-সহ সাধারণ মানুষের পাশে থাকার ফলে ২০১৯ সালে বিপুল ভোটে ঝালকাঠি সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হই।

আমি সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক ঝালকাঠি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। যার ফলে মানুষের মধ্যে হিংসা-হানাহানি ও সকল দ্বন্দ্ব নিরসনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মশালা, মতবিনিময় সভা আয়োজন-সহ বিভিন্নভাবে ঝালকাঠিতে হিংসা-হানাহানি ও দ্বন্দ্ব নিরসনে কাজ করে যাচ্ছি। আমি আমার আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঝালকাঠি ইকো পার্কটিকে ভূমি দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছি।

আমি ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের অনুপ্রেরণায় আমার ঝালকাঠি জেলার সাধারণ জনসাধারণের দারিদ্র্য দূরীকরণ-সহ সকলের ভাগ্যোন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সুদৃষ্টির মাধ্যমে এবং তাঁর সার্বিক সহযোগিতায় আমি আমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারবো।

মতিউর রহমান

সম্পাদক ও প্রকাশক, প্রথম আলো

বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় দুই দশকের অধিক সময় ধরে। বহুকাজ আমরা একসঙ্গে করেছি। তিনি আমাদের পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখেন। রাজনীতি, গণতন্ত্র, সুশাসন এবং আনুষঙ্গিক সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে দেশের আর্থসামাজিক কাজে ভূমিকা রাখছেন। তিনি একটি বড় সক্রিয় সংগঠন গড়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে সুজনের সম্পাদক হিসেবে দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও তার বড় ভূমিকা আছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে তার ৩০ বছর পূর্তিতে তাকে অভিনন্দন জানাই। আশা করি আগামীতেও তিনি তার এই ভালো কাজ অব্যাহত রাখবেন এবং অগণিত দরিদ্র মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে অবদান রাখবেন। তার দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য প্রত্যাশা করি।

মতিউর রহমান চৌধুরী

সম্পাদক, দৈনিক মানবজমিন

একজন বদিউল আলম মজুমদার

চারপাশে অভাব দেখেছেন ছোটবেলাতেই। সম্ভবত সেটাই তাকে সবসময় মানুষের পাশে থাকতে অনুপ্রাণিত করেছে। রাজনীতির ময়দান কিংবা শ্রেণিকক্ষ যেখানেই গেছেন এই মানুষকে তিনি ভুলে থাকেননি। শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ (তৎকালীন কায়েদে আযম কলেজ) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পকালীন শিক্ষকতা শেষে অধ্যাপনা পেশায় থিতু হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে ছিলেন ৩০ বছরেরও কিছু বেশি সময়।

জীবন তাকে দিয়েছে দুই হাত ভরে। চাইলে উন্নত দুনিয়ায় কাটিয়ে দিতে পারতেন পুরোটা সময়। কিন্তু তিনি হয়তো চেয়েছিলেন ভিন্ন কিছুই। ১৯৯১ সালে ড. বদিউল আলম মজুমদার দেশে আসেন ছুটিতে। এসেই সিদ্ধান্ত নেন থেকে যাওয়ার। এ প্রসঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে স্মরণ করেছিলেন মার্ক টোয়েনের একটি বিখ্যাত উক্তি, 'মানুষের জন্য দুটো দিন গুরুত্বপূর্ণ– যেদিন তার জন্ম হয় এবং আরেকটা দিন যেদিন সে অনুধাবন করে কেন তার জন্ম হয়েছে।' এরপর এই পুরোটা সময়ই তিনি কাটাচ্ছেন এ মাটি এবং মানুষের জন্য। ১৯৯৩ সাল থেকে যুক্ত আছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে। দারিদ্র্য দূর করার তার যে সংগ্রাম তা আজও অব্যাহত আছে পুরোদমে। তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন বহু মানুষকে। সাহায্য করেছেন তাদের জীবন ও স্বপ্ন বদলে দিতে। অভাব থেকে মুক্তির আনন্দ তো যে পেয়েছে কেবল সেই জানে।

বদিউল আলম মজুমদার আমাদের কালের ব্যতিক্রমী মানুষ। শুধু দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেই তিনি তার কাজ শেষ করেননি। নিজেকে তিনি বিস্তৃত করেছেন ক্রমশ। তবে তার কাজের কেন্দ্রে থেকেছে মানুষের অধিকারই। গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, সৎ প্রার্থীর খোঁজে নিরলস কাজ করে গেছেন তিনি। এজন্য কখনো কখনো স্বার্থান্বেষী মহলের নিন্দার মুখেও পড়েছেন। তবে বদিউল আলম মজুমদার থেমে থাকেননি। তিনি তার কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মানুষের জন্য এই কাজই তাকে অনন্যতা দিয়েছে।

বদিউল আলম মজুমদার দীর্ঘজীবী হোন। আজন্ম কাজ করে যান মানুষের পক্ষে। তার জন্য শুভকামনা।

মনোয়ারা বেগম

সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন, সভাপতি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটি

১৯৯৭ সালে পঞ্চম ব্যাচের উজ্জীবক হিসেবে আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হই। পরে প্রথম ব্যাচে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ নিয়ে নারীনেত্রী হই। এরপর আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আমার সুযোগ হয়েছে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার এবং নাছিমা আক্তার জলি আপা-সহ ভারতের পাঁচটি প্রদেশ ভ্রমণ করার।

হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে আমার মধ্যে জড়তা ছিল। কথা বলার সময় চিন্তা করতাম কে কী বলে, কিছু বললে মন্দ হয়ে যায় কিনা। কিন্তু এখন আর সেই জড়তা নেই। ড. বদিউল আলম স্যার আমাদের মধ্যে সাহস যুগিয়েছেন। স্যার সত্যকে সত্য বলা এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলাটা আমাদের শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে সেবা করতে শিখিয়েছেন। স্যার সবসময় আমাদের উপদেষ্টার মতো ভূমিকা পালন করেছেন। যে কোনো প্রশিক্ষণ ও সভায় আমাকে ডাকতেন, আমাকে সম্মান করতেন। আমি উপস্থিত হলে বলতেন, 'নারায়ণগঞ্জের মনোয়ারা এসেছে'। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল অফিস থেকে কেউ বাংলাদেশে আসলে স্যার তাদের নিয়ে আমার সমিতি পরিদর্শন করতে আসতেন।

আমি মনে করি, হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ ও ড. বদিউল আলম মজুমদার আমার সামনে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা। আমি স্যারের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

মর্জি বিশ্বাস

প্রোগ্রাম অফিসার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার মহেশ্বর চান্দা গ্রামে উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০০০ সালের ১২ জুন তারিখে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী সময়ে আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এ যোগদান করি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার বাংলাদেশে ক্ষুধামুক্তি আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব, স্বেচ্ছাব্রতী আন্দোলনের আলোকবর্তিকা এবং আলোকিত মানুষ করার কারিগর। তিনি আমাদের অনেকের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়কের ভূমিকা রেখে চলেছেন।

আমাদের অসাধারণ এই অভিভাবককে প্রাণভরে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

মমতা সেন

উজ্জীবক, নারীনেত্রী ও সংরক্ষিত সদস্য, কাড়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, বাগেরহাট সদর উপজেলা, বাগেরহাট

কী ছিল আমার? কেউ আমাকে চিনতো না। কেউ আমাকে জানতো না। আর আমাকে মান্য করা তো ছিল অকল্পনীয় অলিক কল্পনা। কালো, খাটো, কুৎসিত বলে সবাই আমাকে অবহেলা করতো। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ৫৪তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ আমাকে আলোর মুখ দেখায়। তার পরের ঘটনা কীভাবে যে কীভাবে ভাষায় প্রকাশ করবো তা আমার জানা নেই।

একদিন ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার আমার কুঁড়েঘরে এলেন, যা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তিনি আমার 'সমৃদ্ধ নারী কল্যাণ সমিতি' পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। পরিদর্শন শেষে আমার মাথায় হাত রেখে আমাকে বলেছিলেন, 'আপনার কর্মকাণ্ড দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। লেগে থাকুন। আরও অনেক উন্নতি করতে পারবেন।' স্যারের এই বাণী আমার জীবনের অনেক বড় পাথেয়। আমার জীবন চলার সম্বল। আজ আমি পঞ্চমবারের নির্বাচিত ইউপি সদস্য। বাগমারা গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। মানুষের এতো ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সবকিছুই স্যারের অনুপ্রেরণার ফসল। স্যারকে আমি আমার পিতার আসনে জায়গা দিয়েছি। তিনি আমার আলো বাবা। তাঁর স্পর্শে আমি পাথর সোনা হয়েছি। তাঁর চরণে আমার সহস্র প্রণাম।

মনোরঞ্জন মন্ডল

সাবেক চেয়ারম্যান, বটিয়াঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ, বটিয়াঘাটা উপজেলা, খুলনা

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে কাজ করার ক্ষেত্রে ড. বদিউল আলম মজুমদারের ৩০ বছর পূর্ণ হলো। তাঁর মূলমন্ত্র হলো, 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি দরিদ্র থাকতে পারে না'। সে লক্ষ্যে আমাদের দেশের তরুণ-তরুণী, যুবক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ সবাইকে তিনি ও তাঁর সংগঠন উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। ইতোমধ্যে তা জাতীয় স্রোতধারায় পরিণত হয়েছে তা বলবো না, তবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন।

মাফুজা জাহান মুন্নী

সহকারী আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ, ময়মনসিংহ অঞ্চল

আমাদের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার সহিলাটি গ্রামে। আমি যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি, তখন তাড়াইল মুক্তিযোদ্ধা কলেজে একটি ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। আমি উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের টিয়া পাখির গল্পটি সম্পর্কে জানতে পারি। আমি এটাও জানতে পারি যে স্যার বিভিন্ন টিভি টকশোতে দেশের সুশাসন ও নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন।

আমি তখন থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু করি, যাতে আমি আমার কাজের মধ্য দিয়ে অবস্থান তৈরি করে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সঙ্গে দেখা করতে পারি, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি।

বর্তমানে আমি ময়মনসিংহ অঞ্চলের ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সহকারী সমন্বয়কারী। সেই সুবাদে স্যারের সঙ্গে ইয়ুথের ফোরামের মধ্য দিয়ে স্যারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে। আমি স্যারের অনুপ্রেরণামূলক কথাগুলো আমার জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের নেতৃত্ব দেওয়ার ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে। স্যারের জন্য দোয়া ও শুভকামনা রইলো। এবং প্রত্যাশা থাকবে আগামী সময়েও তিনি তাঁর এই নেতৃত্বদান অব্যাহত রাখবেন।

মাহবুব কামাল

সহকারী সম্পাদক, দৈনিক যুগান্তর

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট নামটার মধ্যে এক ধরনের অভিনবত্ব আছে। হাঙ্গার অর্থ ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন বের করার বিষয়টি মানুষের সবচেয়ে আদিম চেষ্টা। এই চেষ্টা এখনও পৃথিবীর নানা দেশে নানাভাবে অব্যাহত রয়েছে। ক্ষুধা নিবারণের সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট হলো কমিউনিজম। এই প্রজেক্টে আমিও একসময় যুক্ত ছিলাম, যা হোক।

বদিউল আলম মজুমদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপনা করতেন। সেটা ছেড়ে দিয়ে তিনি দেশে এসে ১৯৯৩ সালে হাঙ্গার প্রজেক্টের মাধ্যমে তখন থেকে এ দেশের মানুষের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পদ্ধতিটি ভিন্ন প্রকৃতির, সেটা নিয়ে বিতর্কও থাকতে পারে; কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ দেশের সাধারণ মানুষের ক্ষুধা নিবারণের যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর কাছ থেকে সেই চেষ্টার প্রশংসা আশা করবো আমি।

বদিউল আলম মজুমদার এ দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে 'সুজন' (সুশাসনের জন্য নাগরিক) নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠান দেশে একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে বলা যায়। বস্তুত, ক্ষুধা নিবারণ ও গণতন্ত্রচর্চা–এ দুই বিষয় অর্জিত হলে একটা দেশের জন্য আর কী লাগে!

বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। সেই ১৯৯৫ সালে সাপ্তাহিক যায়যায়দিন পত্রিকা অফিসে তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। তিনি আমার লেখা পছন্দ করতেন। একবার বলেছিলেন, আপনার লেখা পড়েই আমি লেখালেখি করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। যা হোক, তিনি ১৯৯৫ সালেই হাঙ্গার প্রজেক্টের কার্যক্রম দেখানোর জন্য আমাকে লাকসাম নিয়ে গিয়েছিলেন। এখনও মাঝেমধ্যেই দেশের রাজনীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়। সম্পর্কটা এত ভালো যে, আমার যে কোনো অনুষ্ঠানে তাকে দাওয়াত করলে তিনি চলে আসেন। আর এই তো সেদিন, আমার ক্যান্সার শনাক্ত হওয়ার পর তিনি ভালোবাসার টোকেন হিসেবে আমার স্ত্রীর হাতে একটি চেক ধরিয়ে দিয়েছেন। আমি হাঙ্গার প্রজেক্টে তাঁর ৩০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর এবং এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মাহমুদুল আলম মাসুদ

উজ্জীবক (১৫নং ওয়ার্ড, রাজশাহী সিটি করপোরেশন)

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি নিজেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাব্রতী কার্যক্রমে যুক্ত রেখেছি। রাজশাহী শহরে আমার বসবাস হলেও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ও তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি রাজশাহীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আর আমার কাজের অনুপ্রেরণাদাতা হলেন আমাদের সবার প্রিয় ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার। মূলত উজ্জীবক প্রশিক্ষণের শিক্ষা ও স্যারের প্রতিটি উপদেশ মনে-প্রাণে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমি নিজেকে একজন পরিবর্তিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছি।

বদিউল আলম মজুমদার স্যার একজন অনন্য ও অসাধারণ মানুষ। তাঁর পরামর্শমূলক কথোপকথন মানুষ তথা সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নিয়ামক শক্তি। তিনি সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে একত্রিত করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে করতে মহানায়কের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

এই নিরহঙ্কার মানুষটি সারাদেশের মানুষের প্রাণ হয়ে আমাদের মাঝে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন– এই প্রত্যাশা রইল।

মানিক মাহমুদ

প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ইনোভেশন, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একটা সফলতার গল্প তৈরির জন্য ইচ্ছাশক্তি খুবই জরুরি। এর সাথে একটা স্বপ্ন যুক্ত হলে আরও ভালো। সৃজনশীলতা মানে মেধা তো লাগবেই। কিন্তু এই তিনটি গুণ অনেকের মধ্যে থাকার পরেও সফলতা আসেনি, পৃথিবীতে এমন অনেক উদাহরণ আছে। মিসিং পয়েন্টটা হলো 'নিরলস পরিশ্রম', যা অনিবার্য। এখানেই একাডেমিয়া আর প্রাকটিশনারের পার্থক্য। ড. বদিউল আলম মজুমদার ইচ্ছাশক্তি, স্বপ্ন আর মেধার সঙ্গে নিরলস পরিশ্রম করে দেখিয়ে দিয়েছেন সফলতা অর্জনের পথ তৈরি করা যায়। শুধু নিজে পরিশ্রম করেননি, অনেক মানুষকে সম্পৃক্ত করেছেন তাঁর স্বপ্ন নির্মাণে। এখানেই তাঁর সফলতা। বয়স হয়েছে, কিন্তু তা খুব একটা বিবেচনার মধ্যে যে নেন না, তা আমি জানি। এটা দারুণ একটা ব্যাপার। তাঁর এই অমূল্য গুণ আমাকে সবসময়ই অনুপ্রাণিত করে। অভিনন্দন, স্যার।

মাসুদুর রহমান রঞ্জু

আঞ্চলিক সমন্বয়কারী (খুলনা), দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

দীর্ঘদিন ধরে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সাহচর্যে থেকে যে উপলব্ধি ও বোধ আমাকে দীক্ষিত করেছে সেটি হলো 'হ্যাঁ বলার প্রয়োজনে হ্যাঁ বলতে পারা, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করা, পরিবর্তনের ধারায় জয়ী হওয়ার ক্ষমতায়নে পিছিয়ে পড়া মানুষদের সংগঠিত করা এবং নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা।' সে কারণে অনেক কাজই দুর্ভেদ্য মনে হয় না।

ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

মেজর ড. নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ

সাবেক উপাচার্য, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, সাবেক অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
চেয়ারম্যান, জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ (জানিপপ)

ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। আমরা একই অঞ্চলের মানুষ। সমতট নামে জনপদটি পরবর্তীতে ত্রিপুরা নামে পরিচিত হয়েছে, যেটির বর্তমান নাম কুমিল্লা– আমরা ঐ অঞ্চলের সন্তান। ড. মজুমদার দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। এরপর দেশে ফিরে এসে উজ্জীবক তৈরির যে মহতী কাজে হাত দিয়েছেন, সেটি আমাদের উন্নয়ন অভিধানের জগতে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

ড. বদিউল আলম মজুমদার যখন 'সুজন' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, তখন শুরু থেকেই আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। সুজন-এর কমিটি পর্যায়ে কাজ করেছি। যেহেতু আমি নির্বাচন পর্যবেক্ষণে কাজ করি, আর তিনি মূলত প্রার্থীদের ফোরামে কাজ করেন, তাই কাজের ধরন আলাদা। যে কারণে আমি সুজন-এর নীতি-নির্ধারণী কমিটিতে সরাসরি যুক্ত হইনি। কিন্তু বরাবরই তার শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আছি এবং তার সকল কার্যক্রমের আমি সাফল্য কামনা করি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার তার কাজের মাধ্যমে আজকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও সুজনকে দেশের প্রথম সারির সংগঠনে রূপান্তরিত করেছেন। বিশেষ করে দেশের নাগরিক আন্দোলনে সুজন-এর একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা এজন্য গর্বিত এবং তাঁর এই আন্দোলনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

আমাদের জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদের (জানিপপ) পক্ষ থেকে ড. বদিউল আলম মজুমদারের জন্য রইল প্রাণঢালা অভিনন্দন ও উষ্ণ শুভেচ্ছা।

মেহরাব উল গনী

ম্যানেজার, অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড পার্টনারশিপ, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন

ড. বদিউল আলম মজুমদারকে আমরা 'স্যার' সম্বোধন করি। বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে 'স্যার' অভিধাটির ব্যাঞ্জনা বহুমাত্রিক। কখনো এটি ক্ষমতার প্রতীক, কখনো এটি কেবলই শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ, আবার কখনো এটি নিছক প্রাত্যহিক সম্বোধন। তবে ড. মজুমদারকে আমাদের 'স্যার' সম্বোধন করার মূল কারণ হলো তাঁকে শ্রদ্ধা করা, সম্মান করা। তাছাড়া তিনি তাঁর কর্মজীবনের একটা অংশ শিক্ষকতাও করেছেন।

মজুমদার স্যারের সঙ্গে আমি প্রায় চার বছর কাজ করেছি। সরাসরি তাঁর অধীনে। তবে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় পঁচিশ বছরের। ফলে খুব নির্মোহভাবে তাঁর সম্পর্কে বলা দুরূহ। শুধু এটুকু বলি– স্যারের কর্মনিষ্ঠা, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, সততা এবং আন্তরিকতা আমাকে আজও মুগ্ধ করে। তিনি নিজেকে জাতীয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, তাতে গড়পড়তা বাঙালির আত্মাভিমান-রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি সম্ভবত সেই বিরলপ্রজ মানুষদের একজন যাকে অনায়াশে স্যার ডাকা যায়, আবার পাশে বসে নিতান্তই দৈনন্দিন আটপৌরে আলোচনা করা যায়। আড্ডা দেয়া যায়। যখন তখন ফোন করা যায়। বলে রাখা দরকার মজুমদার স্যারকে তাৎক্ষণিকভাবে কখনো ফোনে না পাওয়া গেলেও নিশ্চিত থাকা যায় যে, তিনি ফোন ব্যাক করবেন। তাঁর স্তরে অবস্থান করা এমন মানুষ আমি খুব কম দেখেছি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে স্যারের তিরিশ বছর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমার মতো তুচ্ছ একজন প্রাক্তন কর্মীকে সেখানে দাওয়াত করা হয়েছে। আমি অভিভূত। সম্মানিত। আনন্দিত। স্যারের কর্মময় জীবন আরও বেশি বেশি কর্মমুখর হয়ে উঠুক। জীবনের আনন্দযজ্ঞে তিনি অভিষিক্ত হতে থাকুন। শরীর, মনে স্যার সুস্থ থাকুন।

মো. আবুল কালাম আজাদ

সাবেক মুখ্য সচিব ও, এসডিজি বিষয়ক সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

'বদিউল আলম মজুমদার একজন স্ব-প্রণোদিত উন্নয়নকর্মী। তাঁর নেতৃত্বে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রামীণ উন্নয়নে কাজ করছে। 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণ'-এর ম্যাধমে তাঁর প্রতিষ্ঠান বিপুল সংখক উন্নয়নকর্মী তৈরি করেছে।

গাজীপুর জেলা প্রশাসন ১৯৯৬ সনে 'নকলমুক্ত গাজীপুর' আন্দোলন শুরু করে, যেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আত্মশক্তিতে বলীয়ান তরুণরা হচ্ছে উন্নয়নের চাবিকাঠি, গ্রাম হচ্ছে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু, ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালী হলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়– এগুলো হচ্ছে 'হাঙ্গার প্রজেক্ট' এর নীতিমালা। পেশাজীবনে আমার কর্মক্ষেত্র মানিকগঞ্জ, নওগাঁ এবং নেত্রকোনায় তরুণদেরকে উদ্বুদ্ধ করায় তিনি কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন।

আমি বদিউল আলম মজুমদারের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

মো. আবুল হোসেন খান

সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ. বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী
সাবেক সভাপতি, স্বশাসিত ইউনিয়ন পরিষদ অ্যাডভোকেসি গ্রুপ-বাংলাদেশ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও সুজন-এর সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পর। তাঁর অনুপ্রেরণায় স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ তথা ইউনিয়ন পরিষদকে স্বশাসিত করার প্রত্যয়ে আমরা গড়ে তুলেছিলাম 'স্বশাসিত ইউনিয়ন পরিষদ অ্যাডভোকেসি গ্রুপ-বাংলাদেশ'।

শুধু স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও সম্পদে শক্তিশালীকরণ নয়, দেশের গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি গড়ে তুলেছেন নাগরিক সংগঠন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী একজন একজন নেতা এবং বলিষ্ঠ সংগঠক সংগঠন।

আমি তাঁর আন্দোলনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

মো. আব্দুর রব

সভাপতি, গাংনী উপজেলা গণগবেষণা ফোরাম, মেহেরপুর

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের পথচলায় দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত যে মানুষটি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করেছেন তিনি হলেন আমাদের সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার। তাঁর অনুপ্রেরণায় মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলাতে ২৭০টি গণগবেষণা সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। এই সমিতির সদস্যদের শতকরা ৯০ জনই নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। বদিউল আলম মজুমদার স্যারের অনুপ্রেরণায় ও স্যারের নির্দেশনায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই নিম্ন আয়ের ও সমাজের পিছিয়ে পড়া এই সমিতির সদস্যদের বেশিরভাগই অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছলতার পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সমাজে তাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

গাংনী উপজেলার ২৭০টি সমিতির ১০ হাজার সক্রিয় সদস্য এবং ১০ হাজার পরিবারের পক্ষ থেকে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারকে দি হাঙ্গার প্রজেক্টে তাঁর ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মো. তামিম রহমান চৌধুরী

আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ, সিলেট

বাংলার গৌরব আলোকিত ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় ও সুন্দর, সূচারো নির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর বাংলাদেশি শাখার কান্ট্রি ডিরেক্টর ৩০ বছর পূর্তিতে স্যারকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

ড. বদিউল আলম মজুমদার একটি অনুপ্রেরণার নাম, লাখো লাখো তরুণ-তরুণীদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার কারিগর হিসেবে একটা ব্র্যান্ডের নাম। সেই লাখো তরুণ-তরুণীদের পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নাম ড. বদিউল আলম মজুমদার।

স্যারের চেষ্টা, চিন্তা, চর্চা, রক্ত ও ঘামে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আজ স্ব মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এই শুভ মুহূর্তে স্যারকে ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে জানাই অভিনন্দন। জনকল্যাণে আগামী দিনে স্যার ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট হয়ে উঠুক বাংলার নিবেদিতপ্রাণ– এই প্রত্যাশা করি এবং স্যার ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

মো. মিছবাহ উদ্দিন

সমন্বয়কারী, পিএডিএন, সুনামগঞ্জ

বাংলাদেশের নন্দিত ও আলোকিত ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সুন্দর, সুচারু ও সুদক্ষ পরিচালনায় ও নির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কান্টি ডিরেক্টর হিসেবে স্যারের ৩০ বছর পূর্তিতে তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার নিজেই একটি বিশ্বাস, একটি প্রতিশ্রুতি ও একটি অনুপ্রেরণার নাম। লাখো তরুণ-তরুণী, নারী-পুরুষের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার কারিগর তিনি। সেই লাখ লাখ মানুষের পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নাম ড. বদিউল আলম মজুমদার।

স্যারের চেষ্টা, শ্রম, চিন্তা, চর্চা, রক্ত ও ঘামে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ আজ স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এই শুভ মুহূর্তে স্যারকে ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দেশ ও জাতির কল্যাণে আগামী দিনে স্যার ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট হয়ে উঠুক বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও কাণ্ডারী– এই প্রত্যাশা করছি। একইসঙ্গে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সাফল্য এবং ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

মো. মিশাল বিন সলিম

সাবেক জাতীয় সমন্বয়কারী, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ

বদিউল আলম মজুমদার, এমন একটি নাম যা অগণিত বাংলাদেশি তরুণের হৃদয়ে অনুরণিত হয়। দূরদর্শী পথপ্রদর্শক আমাদের বদিউল আলম মজুমদার স্যার তরুণ-তরুণীদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের আত্মায় আশার শিখাকে জ্বালানোর জন্য তাঁর জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় উৎসর্গ করেছেন। অটল আবেগ এবং নিরলস সংকল্পের সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণার বাতিঘর হয়ে ওঠেছেন।

'আত্মশক্তিতে বলীয়ান মানুষ কখনোও দরিদ্র থাকতে পারে না'– এই মহৎ চিন্তার মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী তৈরি করেছেন লাখ লাখ তরুণ স্বেচ্চাব্রতী নেতা, যারা নিজ দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে নিজের এলাকা তথা দেশের জন্য কাজ করছে। অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে স্যার বাংলাদেশের তরুণদের সত্যিকারের সম্ভাবনা উপলব্ধি করার পথ প্রশস্ত করেছেন। তিনি অক্লান্তভাবে তাদের অধিকারের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য প্ল্যাটফর্ম (ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ) তৈরিতে দিকপাল হিসেবে কাজ করেছেন এবং তাদের সমৃদ্ধি এবং বিকাশের সুযোগ তৈরি করেছেন।
তাঁর সহানুভূতিশীলতা এবং সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি অগণিত তরুণের জীবনকে স্পর্শ করেছে, তাদেরকে বড় স্বপ্ন দেখার আত্মবিশ্বাস এবং তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো অনুসরণ করার সাহস দিয়েছে। তিনি একজন অভিভাবক, একজন পরামর্শদাতা এবং যারা প্রতিকূতার মুখোমুখি হয়েছেন এবং সমাজে তাদের স্থান খুঁজে পেতে লড়াই করেছেন তাদের পক্ষে শক্তির উৎস।

বদিউল আলম মজুমদার চিরকাল বাংলাদেশের তরুণদের হৃদয় ও মনের মধ্যে খোদাই করা হবে। তাঁর প্রভাব কেবল তিনি প্রাপ্ত প্রশংসাসমূহ বা তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না, তবে তরুণদের জীবনে তিনি যে রূপান্তর সৃষ্টিকারী প্রভাব ফেলেছেন তা অনুভব করলেও বোঝা যায় তাঁর প্রভাব।

তিনি একজন নেতা, যিনি শুধু নিজের নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থা-রাষ্ট্র পরিচালনার পরিকল্পনা করে থেমে থাকেননি। তিনি পরবর্তী প্রজন্মের নেতা তৈরিতে বিনিয়োগ করেছেন নিজের শ্রম, নিজের মেধা এবং অগণিত সময়। যার ফলশ্রুতিতে তৈরি হয়েছে লাখ লাখ সচেতন নাগরিক এবং তরুণ নেতা যারা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কাজ করতে সদা প্রস্তুত।

আমি এবং আমার মতো এমন লাখ লাখ তরুণ স্যারকে দেখে প্রতিনিয়তই অনুপ্রাণিত হই। স্যারের দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের এই ৩০ বছরের যাত্রা গৌরবের, সাফল্যের। আমি আশা করি, তিনি এভাবেই সদা আমাদের পাশে এভাবেই থাকবেন। দিক নির্দেশ-না দিয়ে যাবেন আমাদের, এবং ছায়া হয়ে সঙ্গে গড়ে তুলবেন স্বপ্নের বাংলাদেশ।

মো. মিজানুর রহমান

আঞ্চলিক সমন্বয়করী (রাজশাহী), দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে কাজ করার আকর্ষণবোধ করেছি ড. বদিউল আলম স্যারের সংস্পর্শে আশার প্রেরণা নিয়ে। বিলাসী জীবন ছেড়ে, দেশের মানুষের ক্ষুধামুক্তির আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, নিরহঙ্কার মনোভাব, কাজের প্রতি নিরলস প্রচেষ্টা, দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে ছুটে চলা, মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করার অভিপ্রায় প্রতিনিয়তই সবকিছু আমার কাছে শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে। সামাজিক আন্দোলনে স্যারের সতীর্থ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পেতে হলে স্যারকে অনুসরণ, অনুকরণ ও পরামর্শ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই, যা মনে প্রাণে ধারণ ও লালন করি।

জাত, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বর্ণ বৈষম্যকে প্রাধান্য না দিয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবার এবং তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্যারের স্বপ্ন পূরণে, সহযোদ্ধা হিসেবে থাকাটা অনেক গৌরবের। স্যার একজন সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনা, সদালাপী, হাস্যোজ্জল, মিষ্টভাসী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। তিনি অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁছাবেন– এই প্রত্যাশা রইল। স্যারের স্বপ্ন পুরাপুরি বাস্তবায়নে স্যারের সন্নিকটে থেকে সবসময় কাজ করা এবং স্যারের সুস্থতার জন্য সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করছি।

মোছা. সেলিনা খাতুন

নারীনেত্রী, জাহানাবাদ ইউনিয়ন, মোহনপুর উপজেলা, রাজশাহী

আমি ২০১৩ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাজে সম্পৃক্ত হয়েছিলাম। ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়েছে, কখনো ভার্চুয়ালি, কখনো সরাসরি প্রশিক্ষণে। স্যারের দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য আমাকে ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করেছে।

স্যার সবসময় বলতেন, ‘নিজেকে কখনো দুর্বল ভাবা যাবে না, নিজেকে নারী না মনে করে সমাজের একজন সুনাগরিক ভাবতে হবে, তোমার মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীলতা আছে তা কাজে লাগিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। তুমি যদি নিজেকে পরিবর্তন করতে চাও, তাহলে সম্ভব। অন্য কেউ তোমার পরিবর্তন করে দিবে না। নিজেকে দেশের সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে কাজের মাধ্যমে। সমাজ ও রাষ্ট্রে একজন পুরুষ যেভাবে উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, একজন নারীও তেমনি উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারে।’

মো. সফিকুল ইসলাম

সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রেসিডেন্ট, এইচএলপি ফাউন্ডেশন

আমি ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ইউএনডিপি'র অর্থায়নে দক্ষিণ এশিয়া দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে কাজ করতাম একটি গ্রামীণ এলাকায়। ঐ সময় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার আমাদের টিম ও কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থানীয় কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মীদের 'উজ্জীবক' প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এ প্রশিক্ষণের মূলমন্ত্র ছিল, 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজেদের উন্নয়ন নিজেরা করা'। প্রশিক্ষণে যেসব পদ্ধতি ও বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছিল, তা ছিল আমার কাছে অত্যন্ত অভিনব ও বাস্তবসম্মত। আমি ইতিপূর্বে 'অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (পিআরএ)' বিষয়ে গ্রাম উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বাস্তবে আমাদের কর্ম-এলাকায় তা প্রয়োগ করছিলাম। পরবর্তীতে উজ্জীবক ও পিআরএ'র সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুনভাবে গ্রামের মানুষদের আত্ম ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার প্রয়াস চালাই। তাতে খুব ভাল ফলাফল পাচ্ছিলাম।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে আমি আবার সরকারি চাকরিতে ফিরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় যোগদান করি। যোগদানের কিছুদিনের মধ্যেই জনাব বদিউল আলম সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ উপজেলায় তাঁর মাধ্যমে নতুন করে 'উজ্জীবক' প্রশিক্ষণ শুরু করি। গ্রামে গ্রামে এ প্রশিক্ষণ পরিচালনার ফলে অনেক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও উৎসাহী কর্মীবৃন্দের সমাহার ঘটে। বিভিন্ন গ্রামে শুরু হয় গ্রাম উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ। পরবর্তীতে স্থানীয় কর্মীবৃন্দ ২০০১ সালে আরও সুসংগঠিত হয়ে 'শতফুল বাংলাদেশ' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলেন। বর্তমানে সংগঠনটির প্রায় ৭০ হাজার সদস্য রয়েছে এবং সাত শতাধিক বিশাল কর্মীবাহিনী বৃহত্তর রাজশাহীর সবগুলো জেলায় তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিবর্তন এসেছে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে। এসকল কিছুর মূলে সেই ব্যক্তি, যাঁর নিরলস, আত্মনিবেদিত ও সমাজ পরিবর্তনের অনুপ্রেরণায় উন্নয়ন ঘটেছে দেশের নগর, বন্দর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সঙ্গে স্যারের পথচলার এই ৩০ বছর পূর্তিতে তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন। মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি তাঁর সুবিশাল কর্মকাণ্ড আরও ব্যাপ্তি লাভ করুক, তাঁর কর্মময় জীবন আরও দীর্ঘায়িত হোক, চলার পথ হোক কুসুমাস্তীর্ণ।

মোহাম্মদ শফিউল আলম

সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. বদিউল আলম মজুমদারকে আমি আমার কৈশোর থেকেই চিনি, জানি। আমি যখন ১৯৬৭-৬৮ সনে আমার বড় ভাই এটিএম জাফর আলমের সম্পাদিত 'ইকবাল হল বার্ষিকী' হাতে পাই, তখনই বদিউল আলম ভাইয়ের পরিচিতি জানতে পারি। পরবর্তীতে ১৯৭১ সনের শুরুতে আমি ক্যাডেট কলেজে পরীক্ষা দেবার সুবাদে ইকবাল হলে থাকাকালে উনার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারি। তিনি আমার বড় ভাই শহীদ এ টি এম জাফর আলমের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা দু'জন একইসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যদিও জাফর ভাই ছিলেন তাঁর অনুজ। ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রথমবারের মতো ইকবাল হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগের পুরো প্যানেল জয়ী হয়। সেই প্যানেলে ড. মজুমদার ছিলেন সাধারণ সম্পাদক, বড় ভাই ছিলেন সাহিত্য সম্পাদক। বড় ভাই মারা যান ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ইকবাল হলে (বর্তমান জহুরুল হক হল) হানাদার বাহিনীর আক্রমণের সময় পুরোনো রাইফেল নিয়ে প্রতিরোধ করতে গিয়ে। বদিউল আলম মজুমদার ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি, জাফর ভাই ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও দৃঢ়চেতা। সিএসপি পরীক্ষায় পাস করে নিয়োগের জন্য অপেক্ষায় না থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পাকিস্তানিদের রুখতেই তিনি নিজেকে নিবেদিত রাখেন।

পরবর্তীতে আমি যখন ফেনীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (১৯৯৩-৯৬) ছিলাম তখন ফেনীতে গ্রাম পর্যায়ে মানুষকে সংগঠিত করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট যে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে তা দেখার এবং ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার আমার সুযোগ হয়েছিল। মাগুরাতে জেলা প্রশাসক থাকাকালেও উনার কার্যক্রমের ব্যাপারে অধিকতর জানার, শোনার সুযোগ হয়। এরপর বিভিন্ন পর্যায়ে এবং সময়ে আমি যখনই সুযোগ পেয়েছি ড. মজুমদার ভাইয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়েছি এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকা ও সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি।

আমি অবগত হয়েছি যে ড. মজুমদার ইতোমধ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্টে তাঁর ৩০ বছর পূর্ণ করেছেন। বিগত দিনগুলোতে তিনি বহু মানুষকে উজ্জীবিত ও সংগঠিত করা এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। একইসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে কার্যকর ও শক্তিশালী করা এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ড. বদিউল আলম মজুমদারের লেখনী থেকে আমরা নানা দিক-নির্দেশনা খুঁজে পাই।

আমার কাছে মনে হয়েছে, বড় ভাই শহীদ জাফরের মতো বীর শহীদদের অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করা তথা একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার কাজই করছেন ড. বদিউল আলম মজুমদারের মতো মানুষেরা।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য আমি ড. বদিউল আলম মজুমদারকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

রহিমা বেগম

কোষাধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক (বড়গাছি ইউনিয়ন, পবা উপজেলা, রাজশাহী)

ড. বদিউল আলম মজুমদার আমার ভাবনার জায়গায় এক অভাবনীয় অকুতোভয় পথপ্রদর্শক। তাঁকে সামনে রেখে আমি আমার ভাবনার জায়গাকে প্রসারিত করি এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পাই। আজ আমার গ্রহণযোগ্যতা সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাওয়ার অবিচল পথচলা তাঁর কাছ থেকেই শিক্ষা পাওয়া। আমি সাধারণ গৃহিণী থেকে নারীনেত্রীদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়ার গল্পের শিরোনাম হওয়া স্যারের দেওয়া প্রশিক্ষণের প্রত্যক্ষ প্রভাব। আমি স্যারের নীতি অনুসরণ করে মানুষের জন্য কাজ করি। বর্তমানে আমি নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি-সহ নারীদের অধিকার রক্ষা ও ক্ষমতায়নে কাজ করে চলেছি।

নির্যাতিত মানুষের কল্যাণে স্যারের আগামীর পথচলা আরও শাণিত হোক– এই প্রত্যাশা রইল এবং স্যারের দীর্ঘ জীবন ও মঙ্গল কামনা করছি।

রাহুল রাহা

নির্বাহী সম্পাদক, নিউজ২৪ ও রেডিও ক্যাপিটাল

ড. বদিউল আলম মজুমদারকে আমি চিনি বহু বছর। সেই ১৯৯৮ সাল থেকে। তিনি তখন খুলনা যেতেন সচেতন মানুষ খোঁজার ও তাদের সংঘবদ্ধ করার আশায়। আমার সাংবাদিকতার গুরু প্রয়াত মানিক সাহার সঙ্গে তাঁর খুব দহরম-মহরম ছিল। সেই সুবাদেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তখন থেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা করি। পরবর্তীতে কর্মসূত্রে ঢাকা আসার পরও সেই যোগাযোগ অব্যাহত আছে। পেশাগত কারণেই। সুজন ও তথ্য অধিকার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু কাজ করারও সৌভাগ্য হয়েছে। আমার বহু টকশোতে তিনি বোদ্ধা হিসেবে বহুবার যোগ দিয়েছেন। সুশাসন, নির্বাচন ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তিনি একজন প্রথম সারির সৈনিক। তাঁর সঙ্গে সবসময়ে যে সব বিষয়ে আমি একমত হয়েছি, তা নয়। কিন্তু ভিন্নমতের প্রতি তাঁর সম্মান সবসময় দেখেছি। তাঁর জন্মদিনে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাই। দীর্ঘজীবন লাভ করুন তিনি। তাঁর লক্ষ্য অর্জিত হোক বাংলাদেশে, এই কামনা।

রনজিৎ চন্দ্র দাশ

অধ্যক্ষ, গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, লাকসাম, কুমিল্লা

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বহু মানবিক গুণে গুণান্বিত নাগরিক সমাজের পথিকৃৎ ও একজন স্বপ্নদর্শী মানুষ। তিনি সৎ, সাহসী, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী ও আন্তরিক। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ত্রিশ বছর পূর্তিতে তাঁকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন!

'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'– এ স্লোগানের শক্তিতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্তির প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত, ক্ষমতায়িত এবং সমাজকে সংগঠিত করে আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একটি ব্যতিক্রমী উন্নয়ন ধারা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণ' প্রবর্তন করে, যার মাধ্যমে দেশব্যাপী অসংখ্য মানুষের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে এবং তারা নতুন উদ্দীপনায় নিজের ও সমাজের মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে নিয়োজিত হয়েছেন।

দেশের তরুণদের সম্ভাবনার বিকাশে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর অনুপ্রেরণা ও উদ্যোগে 'ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বর্তমানে এক লাখেরও বেশি স্বেচ্ছাব্রতী তরুণ-তরুণী কাজ করছেন। একইসঙ্গে বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠার কাজেও তিনি সচেষ্ট। তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ছুটে বেড়ান। দেশে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং নারীর অগ্রগতিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন।

তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালে গণমানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন লাকসাম-মনোহরগঞ্জ-নাঙ্গলকোট উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে একমাত্র অনন্য ব্যতিক্রমধর্মী নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ'। দেশের গ্রামীণ জনপদের পশ্চাৎপদ নারীদের সুশিক্ষার মাধ্যমে মর্যাদাশীল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার প্রত্যয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভৃতি শাখা এবং কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শীর্ষে অবস্থান করছে। এছাড়াও গণউদ্যোগের শিক্ষার্থীরা ঢাকা, জগন্নাথ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন মেডিকেল কলেজসহ দেশের সেরা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২ ও ২০২৩' উপলক্ষে উপজেলা পর্যায়ে পরপর দুইবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ, শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীর মর্যাদা লাভ করে।

আগামীর স্বপ্নের সোনার বাংলা ও স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক বিনির্মাণে ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর আগুয়ান ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করছি। আমি তাঁর সুস্থ ও সাবলীল দীর্ঘ জীবন এবং বাংলাদেশের নাগরিক আন্দোলনে তাঁর অব্যাহত সরব উপস্থিতি কামনা করছি।

রফিকুল ইসলাম রতন

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক বাংলাদেশ বুলেটিন, সাবেক ডেপুটি এডিটর, দৈনিক যুগান্তর
আহ্বায়ক, বাংলাদেশ সম্পাদক ফোরাম

‘মানুষের জন্য মানুষ’ প্রকৃষ্ট উদাহরণ ড. বদিউল আলম মজুমদার

অধ্যাপক ড. বদিউল আলম মজুমদার একজন অর্থনীতিবিদ, রাজনীতি বিশ্লেষক, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ও উন্নয়নকর্মী। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৯৩ সালে। তখন আমি দৈনিক বাংলার রিপোর্টার। ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’ নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার কান্ট্রি ডিরেক্টর তিনি। ওই সময় ‘হাঙ্গার প্রজেক্ট’ নামটি আমার কাছে নতুন ও ব্যতিক্রমী মনে হয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিয়ে সবাই বাণিজ্য করে, অর্থ রোজগারের হাতিয়ার হিসেবে এসব শব্দ ব্যবহার করে। এটা কী তেমনি আরেকটি সংস্থা? কিন্তু খোঁজ নিয়ে ও দূর থেকে সম্পৃক্ত হয়ে দেখলাম, না, অন্তত এখানে বাণিজ্য নেই। ভোগ ও স্বার্থের ভাগ-বাটোয়ারা নেই। তাই পছন্দ হলো তাঁদের কাজের ধরন।

এই সংস্থার বিষয় নিয়েই ড. মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। জানলাম সত্তুরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল ইউনিভার্সিটি ও ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি-সহ কয়েকটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন তিনি।

দেশে এসে কিছু করতে চান। তাঁর এই চাওয়াটা আমার কাছে ভালো লেগেছিল। সেই থেকেই আমি তাঁকে মজুমদার ভাই বলেই সম্বোধন করি এবং আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাও বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে সরকারি ট্রাস্টের পত্রিকা ‘দৈনিক বাংলা’ বন্ধের পর অল্প সময়ের জন্য দৈনিক বাংলার বাণী হয়ে দৈনিক যুগান্তরের জন্মলগ্ন (১৯৯৯ সাল) থেকে ১৮ বছর আমি চিফ রিপোর্টার ও ডেপুটি এডিটরের দায়িত্ব পালনের সময় মজুমদার ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। তিনি সমসাময়িক রাজনীতি বিশেষ করে স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন বিষয়ে তথ্যবহুল লেখালেখি এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় করতেন। সময়ে-অসময়ে তাঁকে ফোন করে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে ও মন্তব্য নিতে চাইলে কখনই তিনি বিরক্তবোধ করতেন না।

তিনি যখন ২০০২ সালের শেষের দিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে নাগরিক সংগঠন ‘সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক’ প্রতিষ্ঠাতা করেন তখন থেকে বেশি করে আলোচনায় আসেন। সে সময় দেশ বরেণ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অধ্যাপক ড. মোজাফ্ফর আহমদ, এম. হাফিজ উদ্দিন, ড. হামিদা হোসেন, অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ, ড. শাহদীন মালিক-সহ আর অনেক খ্যাতিমান মানুষদের নিয়ে তিনি সুজন যাত্রা শুরু করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সুজনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ড. বদিউল আলম মজুমদার বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অসংখ্য সেমিনার, গোলটেবিল, গবেষণা, প্রকাশনা, মতবিনিময় সভা-সহ বহু কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে যেমন প্রশংসিত হয়েছেন, তেমনি সমালোচিত হয়েছেন। বিভিন্ন সরকারের সময় তাঁকে বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ, বিদেশি এজেন্ট, এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী ইত্যাদি নানাভাবে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে

অসংখ্য আলাপচারিতায় আমি তাঁর মধ্যে ওইসব অভিযোগের কোনো প্রমাণ বা মতাদর্শ লালনের আভাস পাইনি। বরং প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মজুমদার ভাইকে আমি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী আপাদমস্তক 'মানুষের জন্য মানুষ' হিসেবেই দেখেছি। কেন জানি জানি না, যখনই যেখানে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, সবসময় স্মিত হেসে স্নেহমাখা সম্বোধন করে বলতেন, 'রতন ভাই, কেমন আছেন? অনেকদিন দেখা হয় না, কথা হয় না। দেশের কী অবস্থা বলেন?'

আমার দীর্ঘদিনের সখ ও ইচ্ছা একটা সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত পাঠাগার গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে প্রায় দুই দশকের চেষ্টায় প্রায় ৭ হাজার বিভিন্ন রেফারেন্স ও তথ্যসমৃদ্ধ বইপত্রের একটা সংগ্রহ আমার আছে। তাই যেখানেই নতুন গবেষণামূলক বইয়ের খোঁজ পাই, যোগাযোগের চেষ্টা করি। বেশ কিছুদিন আগে আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম মজুমদার ভাইয়ের সম্পাদনায় সুজন থেকে নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ওপর তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী বড় ভলিউমে কয়েকটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। টেলিফোনে যোগোযোগ করতেই তাঁর মোহাম্মদপুরের সুজনের অফিসে চলে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। পরম আতিথেয়তায় এবং স্বভাবসুলভভাবেই আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা হলো। মূল্যবান কিছু বই তিনি আমাকে বিনা পয়সায় উপহারও দিলেন। আমি তাঁকে জানালাম, বিগত প্রায় দশ বছর যাবৎ 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচন' বিষয়ে একটি তথ্যবহুল বই লেখার কাজে হাত দিয়ে এখনও শেষ করতে পারছি না। তিনি আমাকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিলেন। তাঁকে জানালাম আমার কাজের জন্য কলকাতার বিধান সভার লাইব্রেরিতে আমি প্রায় একমাস গবেষণা করে অনেক তথ্য ও বই সংগ্রহ করেছি। তিনি কলকাতা থেকে আনা কয়েকটি বই ফেরত দেওয়ার শর্তে আমার কাছ থেকেও চেয়ে নিলেন। এই হলো প্রবীণ অর্থনীতিবিদ, সমাজসেবক, গবেষক, পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ মজুমদার ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক।

দীর্ঘ প্রায় চার দশকের বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত থাকার মধ্য দিয়ে দেখেছি, আমাদের দেশের বিভিন্ন এনজিও সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা নেতিবাচক। পত্র-পত্রিকায় ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময় ছোট বড় দেশি-বিদেশ বিভিন্ন এনজিও সম্পর্কে নানা ধরনের নেতিবাচক খবর প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, এনজিও'র বড় কর্তাদের অর্থবিত্তের চটকদারি, তাদের দ্রুত পাল্টে যাওয়া লাইফস্টাইল, নারী কেলেঙ্কারি, গরীব-দুঃখী সাধারণ মানুষদের সঙ্গে প্রতারণা-সহ কত খবর আমরা পাই বিভিন্ন এনজিও সম্পর্কে। এর কোনোটি শতভাগ সত্য, কোনোটির খবর অর্ধ সত্য, আবার কোনোটির খবর বানোয়াট। কিন্তু তিন দশকের 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' সম্পর্কে আমার কাছে কোনো নেতিবাচক খবর নেই। বরং তাদের প্রকল্পভুক্ত সাধারণ দরিদ্র মানুষদের কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি। এটাই মনে হয় 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর সনদপত্র।

আর এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সেই ১৯৯৩ সালে ড. বদিউল আলম মজুমদারকে যেভাবে, যে পোশাকে, যে চরিত্রে ও যে আন্তরিকতায় দেখেছি, এতদিন পরে এসেও তার এতটুকু পরিবর্তন ঘটেনি। বরং আন্তরিকতা ও উদারতা আরও বেড়েছে। তিনি দেশে-বিদেশে এতকিছুর সঙ্গে ও গুরুত্বপূর্ণ পদে যুক্ত থাকার পরও তাঁর এতটুকু অহমিকা, দেমাগ, চাল-চলন, কথাবার্তা ও আচরণের পরিবর্তন আমি দেখিনি। আমার নির্মোহ দৃষ্টিতে এটি মানুষের একটা মহৎ গুণ ও বড় অর্জন।

এভাবেই আমৃত্যু মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' আদর্শকে ধারণ করে কাজ করে যান মজুমদার ভাই– মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে এটাই প্রার্থনা রইল।

রাজেশ দে

আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

শ্রদ্ধা জানাই নিজস্ব মেধা-মনন ও প্রজ্ঞার দীপ্তিতে উজ্জ্বল অথচ নিরঅহঙ্কার, মোমবাতির শিখার মতো শান্ত শ্রদ্ধেয় ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারকে। তাঁর কর্মময় চলা অহং এবং আমিত্বে ঔদ্ধত্য নয়। তাঁর চলা নীরবে 'আলোর পানে প্রাণের চলা'। মানুষের ভেতরের কর্মময়তার শক্তিকে বের করে নিয়ে এসে তাকে নেতৃত্বের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়াই বদিউল আলম মজুমদারের প্রধান কাজ। তিনি তাঁর নিষ্ঠায় অবিচল, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় সংকল্প।

বদিউল আলম মজুমদার এগিয়ে চলেন – যে কাজে হাত দেন তার সাফল্যের চূড়ায় না ওঠা পর্যন্ত তিনি পেছনে ফিরে তাকান না। তিনি এক আলোর পথযাত্রী। আমার জীবনেও তিনি কর্ম, সাহস ও উদ্দীপনার এক ভিন্নমাত্রা যুক্ত করেছেন, এগিয়ে দিয়েছেন চিন্তাশীলতার মধ্য দিয়ে জীবনকে ইতিবাচক ভাবনায় পরিপূর্ণ করতে।

জয় হোক শ্রদ্ধেয় বদিউল আলম মজুমদারের।

রোবায়েত ফেরদৌস

অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নির্বাহী সদস্য, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

বহু বছর থেকেই আমি বদিউল আলম ভাইকে চিনি। তাঁর যেটা আমার ভালো লাগে সেটা হলো তাঁর একটা অনিসন্ধিৎসু মন আছে, একটা গবেষণাপ্রবণ মনন তাঁর মধ্যে আছে। তিনি বিষয়ের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেন, খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। একটা সাহস উনার মধ্যে সবসময় থাকে। স্রোতের বিপরীতে চলা, যে কোনো বিরূপ পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা এবং চ্যালেঞ্জ করা– এগুলো তাঁর কিছু গুণ। যা কিছু তিনি অন্যায় মনে করেন, অন্যায্য মনে করেন, তাকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেন। এবং এই চ্যালেঞ্জ তিনি মুখে করেই কেবল খালাস থাকেন না, এর পেছনে লেগে থাকেন, কাজ করেন। ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা যে তাঁর মধ্যে আছে তা পরিলক্ষিত হয় তাঁর লেখালেখির মধ্যে, তাঁর কলামের মধ্যে, কাজগুলোর মধ্যে। এছাড়া মাঠেও তিনি সমানভাবে সক্রিয় রয়েছেন। সবমিলিয়ে আমার যেটা মনে হয় তাঁর লেগে থাকার মানসিকতা, কোনো একটা বিরূপ জায়গায় নিজের মাথা ঠাণ্ডা রাখা এবং চ্যালেঞ্জ করা, ভয় না পাওয়া এবং বিষয়ের শেষ পর্যন্ত দেখা ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁকে অনন্য করে তুলেছে। তাঁর শেষ পর্যন্ত তলিয়ে দেখার যে মানসিকতা, ছেড়ে না দেওয়ার যে মানসিকতা– এটা আমার বড় ভালো লাগে।

বদিউল আলম মজুমদার বিগত ৩০ বছর ধরে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে কাজ করেছেন। আরও অনেকগুলো সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত, অনেক ধরনের মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত। বাংলাদেশের নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে গুণগত কাজ করছেন তিনি।

আমি বদিউল আলম মজুমদার-এর সাফল্য কামনা করছি, তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। বদিউল ভাইয়ের জয় হোক।

রাশেদা আখতার

উজ্জীবক ও নারীনেত্রী, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা পরিষদ, কুমিল্লা, সভাপতি, জেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম, কুমিল্লা

আমার মতো হাজারো নারী জীবনের শেষ ভেবে যেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছি, সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে ভরসার জায়গায় দাঁড় করাবার মানুষটি ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার। আমার কর্মময় জীবনের আলোর দিশারী। তাঁর কাছে শিখেছি, কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে ভালো মানুষের পাশাপাশি ন্যায়পরায়ণও হতে হয়।

দীর্ঘ ১৫ বছর তৃণমূলের জনগণকে সরকারের নজরে আনতে স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে এক অসম যুদ্ধ করতে গিয়ে বারবার যাঁর সততা, মানবিকতা ও দায়বদ্ধতা আমাকে পথ নির্দেশ করেছে তিনি ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার! স্যারের চরিত্রের সবচাইতে আকর্ষণীয় যে দিকটি আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে তা হলো সদা হাস্যোজ্জ্বল ও বন্ধু বৎসল সাহস যোগানো আলাপচারিতা ও অধিকার সচেতন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর স্বতস্ফূর্ত প্রবণতা।

সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে অসত্য ও অন্যায়ের খুঁটিকে উপড়ে ফেলে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে গ্রাম উন্নয়নের স্বপ্নকে প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রমের আলোকে স্থানীয় জনমানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে স্থানীয় সম্পদ, স্থানীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি টেকসই স্থানীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়নকে দৃশ্যমান করার কৌশল তিনি আমাদের হাতে-কলমে শিখিয়েছেন। একদল উজ্জীবিত মানুষ তৈরি করার উজ্জীবক প্রশিক্ষণটির জনক ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার ইতিহাসের পাতায় সমাজসংস্কারক হিসেবে ঠাঁই করে নিয়েছেন।

আমি ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের দীর্ঘ জীবন ও সুস্থতা কামনা করি।

লিলি হক

উজ্জীবক, কবি ও উদ্যোক্তা, সম্পাদক, চয়ন ও দশদিগন্ত

সময়ের সুবাতাসে 'আত্মশক্তির উন্নয়নে সুপ্ত শক্তির বিকাশ' ঘটাতে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর ইস্পাত কঠিন ইচ্ছায়, ৩০ বসন্তের পাল উড়িয়ে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা বদিউল আলম মজুমদারকে ভালোবাসা প্রেমে ও সখ্যতায়।

একজন সমাজ বদলের সংস্কারক ড. বদিউল আলম মজুমদার, যিনি উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বঙ থেকে বাঙলা ছুটে চলেছেন বিশ্ব গ্রামের পথে, স্বপ্নের রথে, আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনের জন্য, প্রচণ্ড বিশ্বাসে ভালোবাসার বিজয় পতাকা নিয়ে। সুপ্রিয়জন, এ জীবন পরিচর্যার, এ জীবন মমতার, এ জীবন সমতার! আর সমতা রাখবার জন্যই আমাদের কালে একজন বদিউল আলম মজুমদারকে খুব দরকার!

বদিউল মজুমদার-এর জীবন জুড়ে সত্য ও সুন্দরের আরাধনা, তাঁর পরিবার, দেশ ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কর্মীবৃন্দ অর্থাৎ আমরা বিনি সুতোয় গাঁথা একটি মালা, তাই এ জয়মাল্য আপনাকেই সাজে। এ মণিহার আপনাকে পরালাম। জয়তু মজুমদার ভাই। 'শুক্তি চিরে মুক্তো' যেমন আমাদের হৃদয় রাজ্যে, আপনিও ঠিক তেমন!

আমাদের রয়েছে চোখ ভরা স্বপ্ন, বুক ভরা ভালোবাসা, আর তাই আকাশের উদারতায় বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলাম। মানুষের কল্যাণে মানুষের পাশে দাঁড়াবার ব্রত নিয়ে একদিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে শিউলি ফোটা ভোরে দেশ মাতৃকার টানে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাসী হবার মূলমন্ত্র! আমার বিশ্বাস থেকে বলছি, ৫৬ হাজার বর্গমাইল জুড়ে ৬৪টি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কর্মীরা উপার্জনশীল সুনাগরিক। দেশের নানাবিধ উত্থান ও পতন সমস্যার মাঝেও তারা হাল ছাড়েননি। আপনি জানেন, মানুষের সর্বপ্রকার সংকটের মাঝেও যা মানুষকে আঁচলতলে ধরে রাখে তা হলো তাঁর লেখনী, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। আপনার ভেতরে আছে সততা, সহনশীলতা, আছে মানুষকে ভালোবাসার অঙ্গীকার।

আমি আন্তরিকভাবে চিন্তক, সুনাগরিক, সাহসী কর্মবীর, যোগ্য বাবা-মায়ের সুসন্তান বদিউল আলম মজুমদার-এর স্বস্তিময় জীবন এবং তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গঠিত দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এ তাঁর ৩০ বছর পূর্তি উৎসবের সাফল্য কামনা করছি।

লিখন লিপি

সাবেক ইয়ুথ লিডার, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ

স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, সমাজের জন্য কাজ করা, বিশেষ করে একজন নাগরিক হিসেবে সমাজের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা– এর পুরোটাই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম আপনার বলা প্রতিটি কথায়। কথাগুলো আগেও শুনেছিলাম, কিন্তু আপনার মতো করে মনের ভেতর কথাগুলো কেউ গেঁথে দিতে পারেনি।

আপনি শিখিয়েছেন এই দেশ আমাদের, আমরা এ দেশের মালিক। আজও আপনার বলা প্রতিটি কথা ধারণ করে পথ চলার চেষ্টা করছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একজন সদস্য হয়ে আপনার আদর্শে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।

এখনো মনে-প্রাণে আছি, আর সবসময় থাকবো। আবার যদি কখনো নতুন করে কাজ করার সুযোগ হয়, অবশ্যই চেষ্টা করবো আপ্রাণ হয়ে কাজ করার। আপনি পথ দেখিয়েছেন আমার মতো হাজার-হাজার ছেলে-মেয়েকে। আপনার আদর্শে আমরা আজও পথ চলি।

আপনার কাছ থেকে শিখেছি, জেনেছি নতুন অনেক কিছু। তৈরি হয়েছে আমাদের নতুন একটি পরিবার। শুধু আমরাই নই, আপনার গঠনমূলক আলোচনাগুলো থেকে আমাদের রাষ্ট্র উপকৃত হচ্ছে। আমরা কৃতজ্ঞ আপনার প্রতি। আপনি আমাদের দেশের একজন কৃতি সন্তান।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এ আপনার ৩০ বছর পূর্তি আমাদের সকলের জন্য খুবই আনন্দের। আমাদেরকে পথ দেখানোর জন্য, আদর্শবান একজন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে আপনার ৩০ বছরের দীর্ঘ যাত্রার জন্য অসংখ্য শুভকামনা।

স্যার, আপনি এগিয়ে যান, আপনার একদল সৈনিক আমরা আছি আপনার সঙ্গে। আপনার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

শরীফ মাহমুদুল হাসান

সাধারণ সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক, ঝিনাইদহ জেলা কমিটি

বিন্দু থেকে সিন্ধু বা চারা থেকে মহীরুহ, যেভাবেই বলি না কেন, ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার তার অনন্য উদাহরণ। 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত' বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর হাল ধরেছিলেন আজ থেকে ৩০ বছর আগে, ১৯৯৩ সালে।

'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না' বা 'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি' এগুলো শুধু এখন স্লোগান নয়; বরং এগুলো লাখো মানুষের বিশ্বাস ও ধারণা। বদিউল আলম মজুমদার স্যারের বিচক্ষণ নেতৃত্ব ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় উজ্জীবক, স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক, ইয়ুথ লিডার এবং অ্যাকটিভ সিটিজেন নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের ৫৫ হাজার বর্গমাইলের এই গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব দরবারে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সুনাম ও সুখ্যাতি পৌঁছে দিচ্ছে।

২০০৮ সালে এমন একটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হই। তারপর দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর বিভিন্ন কার্যক্রমে স্যারের সান্নিধ্যে এসেছি। একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক দেশ ও সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন অর্থাৎ 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' এই প্ল্যাটফর্মে দায়িত্ব নিয়ে সুজনের মূল লক্ষ্য অর্জনে আমি বদ্ধপরিকর। সেখানে স্যার আমার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ।

স্যার যথার্থই শিখিয়েছেন আমরা যেন 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' ও 'দ্বিতীয় প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা'। এই দেশ আমার এবং আগামী প্রজন্মের। তাই, কবি সুকান্তের ভাষায়– 'এ পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি'– এই দায়িত্বটুকু মর্মে উপলব্ধি করে স্যারকে মেধা ও মননে ধারণ করে আমি বা আমরা এগিয়ে যাব।

পরিশেষে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের দীর্ঘায়ু এবং উত্তরোত্তর কল্যাণ কামনা করছি।

শাহ্ আলম শাহী

সিনিয়র সহ-সভাপতি, দিনাজপুর প্রেসক্লাব ও সাবেক সমন্বয়কারী, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চল

শুধু গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা নয়, ড. বদিউল আলম মজুমদার দেশে-বিদেশে হাজারো মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। আর তা কাছ থেকেই দেখার সুযোগ হয়েছে আমার।

আমি তাঁর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

শামীম আহমেদ

সাবেক জাতীয় সমন্বয়কারী, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ

২০০৯ সালে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে 'জাতীয় জীবনে যাদের নিয়ে আমরা গর্বিত' সেশনে সর্বপ্রথম ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র, শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়া স্বপ্নবাজ তরুণ। তারপর সেখানকার নামকরা বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন তিনি। নাসা ও সৌদি রাজপরিবারের পরামর্শক হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। ওইদিন রাত শুধু ভাবনায় কেটেছে যে কেন এত বড় বড় সুযোগ ছেড়ে বাংলাদেশের পথে-পান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি! পরদিনই স্যারের সঙ্গে দেখা হলো। প্রায় সোয়া দুই ঘণ্টার বিমোহিত করা তরুণ নেতৃত্ব বিষয়ক সেশন আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে দেয়। অভিষ্ট হিসেবে নির্ধারণ করি স্যারের সান্নিধ্য। দেখলাম সংগঠনের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরামের নেতারা স্যারের কাছ থেকে সার্বক্ষণিক শেখার সুযোগ পায়। তাই নিজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করি– আমাকে জাতীয় ফোরামের অংশ হতে হবে। ২০১৪ সালে নির্বাচিতও হলাম।

ছাত্রজীবন শেষ করে স্যারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমানে সুজন–সুশাসনের জন্যে নাগরিক ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কমিটির সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্বরত আছি। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের অবদান এক বিস্ময়। বিশেষ করে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে পরিচ্ছন্ন রাখা, ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া, ২০১৮ সালের নৈশ ভোটের নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে স্যার ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠ। নাগরিক সমাজের অনেকেই যখন পদ-পদবি, অর্থের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন, তখনো একজন বদিউল আলম মজুমদার প্রতিবাদ চালিয়ে গেছেন।

২০১১ সালে কমনওয়েলথ ইয়ুথ কাউন্সিল কর্তৃক আমন্ত্রণে যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করা, ২০১৪ সালে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ-এর জাতীয় সমন্বয়কারী নির্বাচিত হওয়া, ২০১৫ সালে যুক্তরাজ্যের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের তরুণ নেতা নির্বাচিত হওয়া, ২০১৬ সালে রয়্যাল কমনওয়েলথ সোসাইটির অ্যাসোসিয়েট ফেলো সম্মাননা পাওয়া সবকিছুর পেছনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা হিসেবে ছিলেন ড. বদিউল আলম স্যার। দোয়া করি, স্যার সুস্থতার সঙ্গে আমাদের মাঝে বেঁচে থাকুক দীর্ঘদিন।

শামীম আকতার

সভাপতি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, কক্সবাজার জেলা কমিটি

ড. বদিউল আলম মজুমদার। প্রাণে প্রাণে জ্যোতির্ময় সুন্দর ফুটিয়েছেন যিনি, মননের প্রভায় উদ্ভাসিত করেছেন বাংলাদেশের এ প্রান্ত হতে ও প্রান্তের তরুণ-তরুণী, নারী-পুরুষ সমযোগে।

মানুষের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতে শিখিয়েছেন, অবিচল হতে দীক্ষা দিয়েছেন। আজন্ম ঋণী এমন ব্যক্তিত্বের পরমাত্মার কাছে। মঙ্গল আলোয় প্লাবিত হোক 'দি হাঙ্গার প্রজেক্টে'র আগামীর পথচলা। সাফল্যের আল্পনায় ছেঁয়ে যাক সকল সৃজন।

শাহানা হক

উজ্জীবক, নারীনেত্রী ও উদ্যোক্তা, কুমিল্লা শহর

পৃথিবীর বুকে আগমন ঘটল নতুন এক অজানা বিস্ময়। আর এই বিস্ময় হতে পারে আগামী দিনের পৃথিবী বদলানোর অবধারিত নিয়ামক। এই অসাধারণ বিস্ময় হলো আমাদের ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার।

স্যার, ৩০ বছর আগে আপনি দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছিলেন। এই ৩০ বছরে আপনি পাল্টে দিয়েছেন হাজার হাজার নারী-পুরুষের ভাগ্য। এই দীর্ঘ পথচলায় আপনার সঙ্গে থাকতে পেরে আমি গর্বিত।

হাঙ্গার প্রজেক্ট ও আপনার অনুপ্রেরণায় আজ আমি একজন সফল উদ্যোক্তা। একটি প্রশিক্ষণে আপনি বলেছিলেন, 'দৃষ্টিভঙ্গি বদলাও, জীবন পাল্টে যাবে'। স্যার, সত্যিই সেদিনের কথা মনের মধ্যে গেঁথে নেওয়ার ফলে আজকে আমি একজন সফল উদ্যোক্তা হতে পেরেছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আমাদের অনেকের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। হাঙ্গার প্রজেক্টের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে পাল্টে গেছে অনেক সমাজ ও পরিবার।

স্যার, আমি আপনার একটি কথাই স্মরণ করি, 'স্বপ্ন দেখো, সাহস করো, শুরু করো, লেগে থাকো, সফলতা আসবেই'। আমি আজ গর্ববোধ করি আপনি যদি সেদিন আমাকে সাহস না দিতেন, তাহলে আমি আজ এতটুকু আসতে পারতাম না। আপনার অনুপ্রেরণা আমাকে আজ একজন সফল উদ্যোক্তা হতে সাহস জুগিয়েছে।

স্যার, আপনার সফলতা কামনা করছি।

শাহাদাত ইসলাম

আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ, রাজশাহী

ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণ পেয়ে যখন নিজেকে ইয়ুথ লিডার হিসেবে আবিষ্কার করলাম, ঠিক তখনই একজন রোল মডেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি হলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার। তাঁর পথচলাই যেন আমার জন্য অনুপ্রেরণা। প্রথম দেখাতে তিনি একজন নেতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। টিয়া পাখির গল্প ও 'তুমিই পারবে এই সমাজকে পাল্টে দিতে' বাক্যটি আমাকে শক্তি ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তখন থেকেই সমাজ পরিবর্তনে নিজেকে শামিল করেছি। এই ইতিবাচক পরিবর্তনে নিজেকে সবসময় শামিল রাখতে চাই।

ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রইলো।

শাহানা বেগম

সাবেক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, সম্পাদক, কক্সবাজার জেলা কমিটি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক

এলাকায় আমার পরিচয় আমি একজন নারীনেত্রী। আগে আমি ছিলাম একজন সাধারণ অজপাড়া গাঁয়ের নারী। এই অঞ্চলে নারীদের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করা মানেই হলো 'খারাপ মহিলা'। এই ট্যাবু/কুসংস্কার ভেঙে সমাজে নেতৃত্ব দেওয়ার উৎসাহ পেয়েছিলাম একজন আপাদমস্তক সমাজ সংস্কারক ও অনুপ্রেরণা যোগানোর বাতিঘর ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের কাছ থেকে। নারীরাও যে চাইলে পারে সমাজের কুসংস্কারকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে তা একমাত্র স্যারের সান্নিধ্যে বিভিন্ন দেশের নারীদের অবস্থা অবলোকনের মাধ্যমে উপলব্ধি হয়েছিল।

আজ আমি কক্সবাজার জেলায় এক নামে পরিচিত নারী জাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে। আগে যারা আমার বদনাম করতো, আজ তারাও সম্মানের আসনে আমাকে অধিকৃত করেন– এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। এই প্রাপ্তি একমাত্র বদিউল আলম মজুমদার স্যারেরই অবদান যিনি দিয়েছেন চলার পথে সঠিক দীক্ষা। কানে এখনো বাজে তাঁরই অনুপ্রেরণার বাণী।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট নামক সংগঠনটির সঙ্গে স্যারের ৩০ বছরের পথচলায় আমিও একজন অনুঘটক হিসেবে স্যারের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। দোয়া করি, স্যার যেন আরও অনেক বছর দীর্ঘায়ু লাভ করে তার গড়া অনুঘটকদের কাজ দেখে গর্ববোধ করতে পারেন

শশাঙ্ক বরণ রায়

সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

ইতিহাসের পথযাত্রায় অধিকাংশ মানুষ প্রচলিত পথে হাঁটে, হাঁটে অন্যের পথে। অল্প কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা নতুন পথ নির্মাণ করেন। সেই বিরল ব্যতিক্রমী মানুষদের একজন ড. বদিউল আলম মজুমদার। লাখো মানুষের প্রাণে স্বপ্ন বোনার এক সুদীর্ঘ পথে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন বিগত ত্রিশটি বছর ধরে। এ এক নিবেদিত, নিরলস যাত্রা। এই যাত্রাপথে তাঁর বিপুল প্রাণশক্তির স্পর্শে আলোড়িত হয়েছে অজস্র মানুষের প্রাণ।

উজ্জীবনের এক ব্যতিক্রমী যাত্রাপথ নির্মাণের কারিগর ড. বদিউল আলম মজুমদারের এক নগণ্য সহকর্মী হিসেবে তিন দশক পূর্তির এই দিনে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর অভিনন্দন জানাই। সারাদেশের অসংখ্য তরুণ স্বেচ্ছাব্রতী, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের নিবেদিত ইয়ুথ লিডারদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভকামনা।

প্রকৌশলী মুসবাহ আলীম

নির্বাহী সদস্য ও সভাপতি, ঢাকা জেলা কমিটি, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এ ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর ৩০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। মজুমদার ভাই এই অবস্থানে নতুন মুখ চাচ্ছিলেন। সবাই সমস্বরে 'না' বলে ওঠেন।

ড. মজুমদার-এর ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা একটাই কথা– তাঁর বিকল্প একমাত্র তিনিই। তিনি একজন অসাধারণ ক্ষণজন্মা মানুষ।

আমি মজুমদার ভাইয়ের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। ভালো থাকুন। চির যুবক ও চির সবুজ থাকুন।

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

শাহজাহান ভুঁইয়া

ভাইস চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস-সিদীপ

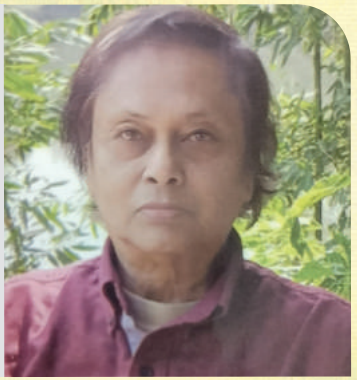

আমরা যারা বুমার্স (Boomers) প্রজন্মের তারা গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীনতার, সর্বোপরি স্বাধীনতার মনন গড়তে গড়তে বড় হয়েছি। আমাদের ছোটবেলা গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোরাওয়ার্দীর একটি বক্তব্য– গণতন্ত্রই আমার জীবনের মূলমন্ত্র এবং শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই শেষ কথা– সারা জীবন আলোড়িত করেছে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। এর ধারাবাহিকতায় বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করে। এখনও বিশ্বাস করি উন্নয়নই স্বাধীনতা। ব্যক্তির ক্ষমতায়ন মানুষের সক্ষমতা বাড়ায়। মানুষ পরিণতিতে আরও স্বাধীন হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদারের নেতৃত্বে এই সংস্থা এই কাজই করে আসছে।

আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ড. বদিউল আলম মজুমদারের ৩০ বছর পূর্তিতে তাঁকে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে অভিনন্দন জানাই। আশা রাখি, ইতিহাস ও অস্তিত্ব-দর্শনের বিধান অনুযায়ী মানবমুক্তির লক্ষ্যে এই পথে চলা অব্যাহত থাকবে।

শেখ বশিরুল ইসলাম

কো-অর্ডিনেটর, পিস অ্যাম্বাসেডর ডিস্ট্রিক্ট নেটওয়ার্ক-পিএডিএন, বাগেরহাট

স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলা প্রায় ৫০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও শান্তি-সম্প্রীতির সমাজব্যবস্থা গড়তে আমাদেরকে পাড়ি দিতে হবে আরও সুদূর পথ। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর হাত ধরে আজ থেকে ৩০ বছর পূর্বে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার, আপনি শুরু করেছিলেন এই সুমহান পদযাত্রা। শান্তি-সম্প্রীতির সমাজব্যবস্থা গড়ার এই ব্রত আজ থেকে এক বছর পূর্বে আমরা বাগেরহাটে পিএফজি ও পিএডিএন-কে সঙ্গে নিয়ে আপনার হাত ধরে হয়েছিলাম সম্প্রীতির সহযাত্রী হিসেবে। ৩০ বছর ধরে আপনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, আপনার মেধা আর মননের সমন্বয়ে আজ সেই স্বপ্নের পথরেখাটি ভোরের সূর্যালোকের ন্যায় পূবাকাশে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে।

বাগেরহাট জেলার সকল পিএফজি ও পিএডিএন-এর পক্ষ থেকে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সঙ্গে আপনার পথচলার ৩০ বছর পূর্তির এই দিনে আপনাকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

বাগেরহাটের বিভিন্ন স্থানে যখন উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানে স্থিতিশীল রাজনৈতিক স্বাভাবিক পরিবেশ, যখন অসহিষ্ণুতা ও অশান্তির দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তখন আপনার সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে আমরা সবাই মিলে প্ল্যাকার্ড হাতে নেমে এসেছিলাম রাস্তায়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও শান্তি-সম্প্রীতির সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে আপনার এই সাহসী অভিযাত্রার শামিল হতে পেরে আমরাও নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

মহান করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে সার্বক্ষণিক সুস্থতা দান করেন।

স্বপন কুমার দাস

নির্বাহী পরিচালক, দলিত

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর সঙ্গে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের এই ৩০ বছরের যাত্রা উপলক্ষে দলিত সংস্থার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি দলিত সংস্থা এবং দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের একজন অকৃত্রিম বন্ধু, পরামর্শদাতা ও শুভানুধ্যায়ী। ২০২০ সালে তিনি দলিত সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছিলেন। পরিদর্শন-কালীন স্যারের মতামত ও সুপরামর্শ দলিত সংস্থাকে এগিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও হার চয়েস প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে স্যারের সঙ্গে নেপাল ভ্রমণ ও নেদারল্যান্ড অ্যাম্বাসির বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করার। ভ্রমণের সময় ও বিভিন্ন সভায় স্যারের পরামর্শ দলিত সংস্থার জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী, কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

আশা করি, আগামীতেও দলিতদের জন্য স্যারের এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। দলিত সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা স্যারের সুস্বাস্থ্য, মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে স্যারের এই পথচলা আরও দীর্ঘ হোক এবং স্যারের নেতৃত্বে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

স্বপন কুমার দাশ

চেয়ারম্যান, ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ, বাগেরহাট, সাবেক চেয়ারম্যান, বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ, বাগেরহাট

দুই দশকেরও অধিকাল প্রফেসর ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে কাজ করার এবং সান্নিধ্য লাভের সুযোগে দেখেছি কীভাবে তিনি 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে সংবিধানের আলোকে দেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। সামাজিক পুঁজি সৃষ্টি, দায়বদ্ধ স্থানীয় সরকার, তৃণমূলে গণতান্ত্রিক চর্চা ও জনগণের ক্ষমতায়নের দর্শন প্রতিষ্ঠার নিরন্তন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে স্ব-শাসিত ইউনিয়ন পরিষদ গড়ে তোলার ধারণা তিনি সরকারের সঙ্গে একাধিক সংলাপ করেছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আত্মশক্তিতে বলীয়ান উজ্জীবক তৈরি, নারীর ক্ষমতায়ন, কন্যাশিশুর বঞ্চনা দূর করা ও বাল্যবিবাহের মতো ব্যাধির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়তে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তিনি উজ্জীবিত করেছেন। এসবই '৪১ সালের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম সূচক।

স্বপন কুমার সাহা

পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন), দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

ড. বদিউল আলম মজুমদার বহুমুখী প্রতিভাধর বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী একজন মানুষ। অতি সাধারণ এক পরিবারে জন্ম নিয়েও নিজের একান্ত প্রচেষ্টায় তিল তিল করে নিজেকে গড়ে তুলেছেন তিনি। আজ তাঁর পরিচিতি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। বহুগুণে গুণান্বিত এই মানুষটির সান্নিধ্যে ২৮ বছরের অধিক সময় ধরে কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় আমি গর্বিত। ঐসময় মাত্র ৮ জন কর্মীর ছোট্ট একটি টিম কাজ করলেও বর্তমানে এর পরিধি ৮০ জনেরও অধিক। ড. বদিউল আলম মজুমদারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই আমাদের আজকের এই ব্যাপ্তি।

সংস্থার সংকটকালে বা কোনো কর্মীর চরম বিপদের দিনেও গভীর মমতায় সকলকে আগলে রাখেন কর্মীবান্ধব এই মানুষটি। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

সাইফুল ইসলাম বাদশাহ

কো-অর্ডিনেটর, পিএডিএন, রাজশাহী

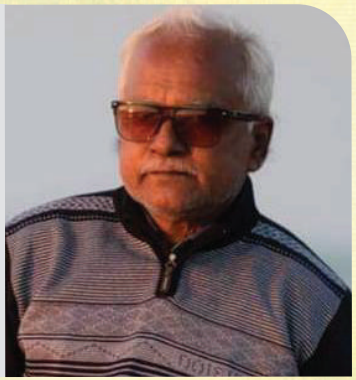

গুরু চন্ডিদাশ বলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। আমরা ছোটবেলায় এগুলো শিখেছি। কিন্তু মানুষের জন্য কীভাবে কাজ করতে হবে, কীভাবে নিজের ছোট জীবনটাকে কার্যকর করা যায় তা আমি আপনার (ড. বদিউল আলম মজুমদার) কাছ থেকে শিখেছি। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সঙ্গে আপনার পথচলার ৩০ বছর পূর্তিতে আপনাকে জানাই শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর সহনশীলতা শূন্যের কোঠায়, তখন আপনি বিশাল সমুদ্রে ঝড়ের মাঝে এক উদ্ধারকারী জাহাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অনেক জায়গায় এখন রাজনৈতিক দলগুলো স্রোতের বিপরীতে থেকে এক টেবিলে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে, এটা আপনার শিক্ষা। আপনি আমাদের সাহস ও স্বপ্নের কাণ্ডারি। তাইতো কবির মতো বলতে ইচ্ছে করে শুধু আপনার জন্য:

'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান
সেই সুরেতে জাগবো আমি
দাও মোরে সেই কান।"

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সঙ্গে পথচলার এই ৩০ বছরে আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন কামনা করছি।

সাজ্জাদুর রহিম পান্থ

পরিচালক (স্বাস্থ্য), খ্রিষ্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটি (সিএসএস)

ক্ষুধামুক্তি আন্দোলনের এক নিরলস, নিরাপোস স্বপ্ন-সংগ্রামী বদিউল আলম মজুমদার!

আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনের জন্য তাঁর উজ্জীবনী মন্ত্র আমাদের অনুপ্রাণিত করে, তিনি অসাধারণ হয়েও এত সাধারণ! এত মানুষের কাছের মানুষ! আমরা তাঁকে ভালোবাসি!

সামশুল আলম মন্ডল

কো-অর্ডিনেটর, পিস অ্যাম্বাসেডর ডিস্ট্রিক্ট নেটওয়ার্ক-পিএডিএন, কক্সবাজার

‘আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না’– এ স্লোগানকে মূল প্রতিপাদ্য ধরে বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তির মহানায়ক ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে ৩০ বছর পূর্তিতে তাঁকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মূলত এ দেশের মানুষের সংঘাত ও সহিংসতাহীন উন্নত জীবন লাভের প্রত্যাশায় স্যার একটি সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছেন। এ আন্দোলনকে সফল ও টেকসই করার লক্ষ্যে তিনি পিএফজি, পিএডিএন, সুজন, প্যান, বিএনএন, এনজিসিএএফ-সহ বিভিন্ন ফোরাম, নেটওয়ার্ক ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে রাজনীতিবিদ, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দকে সংগঠিত করে সম্প্রীতি ও সহাবস্থান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্বপ্ন দেখাচ্ছেন এক অনন্য সুন্দর বাংলাদেশের। স্যারের এ আন্দোলনে যুক্ত থাকতে পেরে আমি সবসময় গর্ববোধ করি।

আশা করছি, স্যারের দেখানো পথ অনুসরণ করে আগামী দিনে আমরা একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গঠন করতে পারব। পরিশেষে, মহান স্রষ্টার কাছে স্যারের সুখী ও সুস্থ জীবন এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

সোহানুর রহমান

ইয়ুথ অ্যাক্টিভিস্ট, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ, নির্বাহী সমন্বয়কারী, ইয়ুথনেট ফর ক্লাইমেট জাস্টিস

২০০৯ সালে আমি একজন হাইস্কুলের ছাত্র। একদিন গ্রামের এক ফেরিওয়ালার ঝুড়ির ভেতরে খুঁজে পেয়েছিলাম ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের লেখা ‘একটি টিয়া পাখির গল্প’। গল্পটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে, কীভাবে আমাদের প্রিয় স্বদেশ ঋণ ও দান-খয়রাতের ওপর আবদ্ধ এবং নির্ভরশীল হয়ে সেই টিয়ার মতো আত্মনির্ভরতা হারাচ্ছে। অবিচার, বৈষম্য, ক্ষুধা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করে পরিবর্তনের কারিগর হয়ে ওঠার জন্য এই ঘটনাটি আমার হৃদয়কে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করেছিল।

পরবর্তীতে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশের আন্দোলনে যোগ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশের ফেরিওয়ালা হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেমনি ছুটে বেড়িয়েছি, তেমনি পেয়েছি বদিউল স্যারের কাছ থেকে অফুরন্ত সাহস, অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসা।

আজ আমি একজন তরুণ জলবায়ু কর্মী হিসেবে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছি বিশ্ব অঙ্গনে। আমার এ যাত্রার কৃতিত্বের অংশীদার স্যার ড. বদিউল আলম মজুমদার। সত্য কথা বলতে তিনি কখনো ভয় পান না। তিনি বাংলাদেশের গণমানুষের আশার বাতিঘর।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে আমাদের প্রিয় স্যারের ৩০তম বার্ষিকীর এই গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে স্যারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একইসঙ্গে স্যারের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। একটি উন্নত বিশ্বের জন্য তাঁর নিরলস সাধনা অগণিত ব্যক্তির জীবনকে অনুপ্রাণিত করে যাক এবং ছুঁয়ে যাক ক্ষুধা ও দরিদ্রতায় পিষ্ঠ অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে!

হাদিউজ্জামান সুজন

আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ, বরিশাল

ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে আমরা পথচলা শুরু হয়। প্রশিক্ষণটি আমার নিজেকে চিনতে অনেক বেশি ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু কেন জানি কাজ করার জন্য নিজের ভেতরে একটা তাড়নার ঘাটতি খুঁজে পাচ্ছিলাম বার বার।

হঠাৎ একদিন আমাদের ইয়ুথদেরকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট–এর বরিশাল কার্যালয় থেকে বলা হলো যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার বরিশাল আসবেন। আমি আগ্রহভরে স্যারের অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। অনুষ্ঠানে যখন নিজের পরিচয় দিয়ে আমার ঘাটতির বিষয়টি শেয়ার করলাম, স্যার তখন একেবারে আমার কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'হাদি, 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না। তুমি যেহেতু নিজেকে চিনেছ, এখন তোমার কাজ হলো নিজের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজের ও সমাজের সকল দরিদ্রতা দূর করতে সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে কাজ করা।'

স্যারের ওই একটি বাক্য আমার জীবনটাকে পাল্টে দিয়েছে। স্যার বলেছিলেন, 'মানুষের মতো মানুষ হয়ে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে, তবেই না জীবনটা পরিপূর্ণতা পাবে।' আমার কাঁধে হাত দিয়ে স্যার যখন বলেছিলেন, 'হাদি তুমিই পারবে,' তখন মনে হচ্ছিল, 'হ্যাঁ, আমিই পারবো, আমাকে পারতেই হবে'। স্যারের কথাগুলো আমার ভেতরে যেন একটা সূর্যের মতো আলোর ঝলকানি দিয়ে উঠল।

শুরু করলাম জীবনটা অন্যরকম করে সাজাতে। শুরু হলো নিজের জন্য, নয় সমাজের সকলের জন্য বাঁচা। সেই থেকে যখন যেভাবে পেরেছি নিজেকে সমৃদ্ধ করে সমাজকে ছোট্ট ছোট্ট করে হলেও কিছু ভালো কাজ উপহার দেওয়ার।

আমি সবসময় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও প্রিয় মানুষ ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

হাফিজুর রহমান বাবু

উজ্জীবক, অনুঘটক, গণগবেষক, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, গাইবান্ধা উদ্যোক্তা ফোরাম

১৯৯৭ সালের শেষের দিকে গাইবান্ধা জেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের সঙ্গে আমি পরিচিত হই। উক্ত কর্মশালায় অংশ নিয়ে আমি ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়তে আত্মজিজ্ঞাসা, আত্ম-উপলব্ধি, আত্মোন্নয়ন ঘটানোর দিক-নির্দেশনা ও উদ্দীপনা পাই। নিজের মধ্যে প্রত্যাশা সৃষ্টি করতে ও প্রতিশ্রুততিবদ্ধ হতে সাহস পাই এবং প্রচলিত ধ্যান- ধারণার বাহিরে গিয়ে কাজ করার ব্রত নিয়ে নিজকে প্রস্তুত করি।

দ্বিতীয় উজ্জীবক প্রশিক্ষণ, প্রথম অনুঘটক প্রশিক্ষণ ও দ্বিতীয় গণগবেষণা কর্মশালা আমাকে শেখায় 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না' এবং 'এক ব্যক্তি যখন স্বপ্ন দেখে তখন সেটা স্বপ্নই থেকে যায়, সবাই মিলে যখন স্বপ্ন দেখে, তখন সেটা বাস্তবে রূপ নেয়'।

১৯৯৭ সাল থেকে আজ দীর্ঘ প্রায় ২৬ বছরের মধ্যে সরাসরি স্যারের সঙ্গেই কাটিয়েছি প্রায় দশ বছর। তাঁর সঙ্গে থেকে আমি উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়েছি। আমি শিখেছি কীভাবে মানুষকে সংগঠিত করা যায়, কীভাবে স্বপ্ন দেখতে হয় এবং কীভাবে সেই স্বপ্ন সবার মাঝে বিলিয়ে দেওয়া যায়।

আমি এক ব্যক্তির স্বপ্ন সবার স্বপ্ন পরিণত করতে এবং সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছে দিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলাম। গাইবান্ধার সকল উদ্যোক্তাকে একত্রিত ও সংগঠিত করে গাইবান্ধা উদ্যোক্তা ফোরামের ব্যানারে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও ই-কমার্স সম্প্রসারণে আমি কাজ করে যাচ্ছি। ড. বদিউল আলম মজুমদারের দেখানো পথে আমি হাঁটছি, হোঁচট খাচ্ছি, উঠছি, শিখছি– সেই কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাবো বলে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে স্যারের ৩০ বছর পূর্তিতে তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম ও শুভেচ্ছা। স্যার, আপনি দীর্ঘজীবী, আমাদের সবার মাঝে থাকুন অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে।

হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ

চেয়ারম্যান, ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি, সদস্য, জাতীয় কমিটি, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

শ্রদ্ধেয় ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। তিনি একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। একইসঙ্গে তিনি কলামিস্ট, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়নকর্মী, অন্যদিকে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ। স্যার গণতন্ত্র এবং নারী ও কন্যাশিশু-সহ সকলের মানবাধিকার রক্ষার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, দেশের প্রতি ভালোবাসা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এবং সত্যকে সত্য বলার সাহস, প্রতিশ্রুতি, দূরদর্শিতা সকলের কাছে অনুকরণীয়। বিচারের অভিগম্যতাকে নিশ্চিত করা, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও পুনরুজ্জীবিত করা, জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করা, সমতার সমাজ গড়া, নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি নির্যাতন রোধ ও অধিকার রক্ষায় অবিরত কাজ করা, অসাম্প্রদায়িক এবং আত্মনির্ভরশীল ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করে নির্ভীক ও আপসহীনভাবে কাজ করে চলেছেন।

নারী ও কন্যাশিশুদের অধিকার/স্বার্থ রক্ষা এবং আদায়ে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম 'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম', গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দেওয়াসহ রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' এবং তরুণদের মেধার সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে, তাদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধ সৃষ্টি করে সমাজ-সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সৃষ্টি করেছেন তরুণদের সংগঠন 'ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ'।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরেই এই অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমার হয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা, সহানুভূতিশীলতা, সদালাপিতা, স্নেহপ্রবণতা, পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান সবসময় আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং সাহস যুগিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, দীর্ঘ ৩০ বছর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইতিবাচক নেতৃত্ব প্রদান করে তিনি যে সকল লাখ লাখ স্বেচ্ছাব্রতী সৃষ্টি করেছেন, তাঁরাই একদিন স্যারের প্রত্যাশিত সমতার, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার, অসাম্প্রদায়িক, আত্মনির্ভরশীল ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। স্যারের অব্যাহত সাফল্য, সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

হাসান আলী

সাবেক জাতীয় সমন্বয়কারী, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ

ড. বদিউল আলম মজুমদার আমার দেখা এমন একজন ব্যক্তি যিনি মানবিক দিক থেকে যেমন সদয় ও সহনুভূতিশীল, তেমনি সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে একজন অপ্রতিরোধ্যে নেতা।

স্যারের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ২০০৬ সালে, তারপর অনেকবার স্যারের সান্নিধ্যে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। যতবার স্যারের সাথে কথা বলেছি আমার প্রতিক্ষণে মনে হয়েছে যে একজন মানুষ কী করে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে চলতে পারে সমাজ পরিবর্তনের জন্য।

আমি মনে করি, বাংলাদেশে বর্তমানে যে সামাজিক আন্দোলন চলমান চলেছেন স্যার তার অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা।

ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের জন্য শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা।

হোসনে আরা বেগম

উজ্জীবক ও নারীনেত্রী (হেসাখাল ইউনিয়ন, নাঙ্গলকোট উপজেলা, কুমিল্লা)

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যারের ৩০ বছর পূর্তিতে স্যারকে জানাই সালাম ও শুভেচ্ছা।

৫৬তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে স্যার বলেছিলেন, একটা মানুষের মধ্যে ৪০ কোটি টাকার সম্পদ আছে। আসলে আমি বাস্তবে তার প্রমাণ পেয়েছি। একজন মানুষ নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের উন্নয়ন করতে পারে। 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না'– এটি খুবই মূল্যবান একটি কথা। এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আত্মশক্তি, আমাদের সবার মধ্যেই এই শক্তিটি আছে। আমাদের উচিত নিজের মধ্যে থাকা এই শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো।

নিজের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের ও জাতির উন্নয়ন করা সম্ভব– এই বিষয়টি দিয়ে আমার বিবেকের দরজায় টোকা দিয়েছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার। এজন্য আমি এই মানুষটির কাছে সত্যিকার অর্থেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি আমার নিজের গ্রামের দরিদ্র মানুষদের নিয়ে 'কুরকুটা গণগবেষণা সমিতি' গড়ে তুলেছি এবং এই সমিতিতে আমরা নিজেদের আয়ের সামান্য অংশ সঞ্চয় করতে শুরু করি। পরে সেই টাকা দিয়ে আমরা সবাই মিলে পুকুরে মাছ চাষ করে লাভবান হয়েছি। তাই স্যারকে আবারও জানাই রক্তিম শুভেচ্ছা। স্যারের আগামীর পথচলা দীর্ঘ হোক। স্যারের জন্যে দোয়া রইলো।

হেলেন মনীষা সরকার

জাতীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ

প্রতিটি মানুষ অমিত সম্ভাবনা, অদম্য শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু নানা সামাজিক প্রতিকূলতা, দরিদ্রতা এবং সমাজসৃষ্ট কূপমন্ডুকতা তাকে ব্যাহত করে। ড. বদিউল আলম মজুমদার এই সত্যটিকে শুধু যে ধারণ করেছেন তা নয়, তাঁর কথায়, কাজে, চিন্তায় এ প্রতিফলন রেখেছেন। তিনি তাঁর কাজ ও বাক্যে বারবার বলতে চেয়েছেন 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনোই দরিদ্র থাকতে পারে না'। তিনি সমাজে প্রতিটি মানুষকে বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী, তরুণী ও নারীদের সংগঠিত করে সমাজ পরিবর্তনের একজন উজ্জীবক হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রমের মধ্যে তাদের সম্পৃক্ত করেছেন এবং অগ্রভাগে রেখেছেন।

ড. বদিউল আলম মজুমদারের উন্নয়ন চিন্তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা আদায়ের লড়াই। সমাজের বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করার পাশাপাশি নারী ও কন্যাশিশুদের তিনি সবার আগে স্থান দিয়েছেন। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছেন, যার ইতিবাচক প্রভাব আজ সর্বক্ষেত্রে লক্ষণীয়। শুধু কন্যাশিশু নয়, বাংলাদেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখতে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রচেষ্টাও অনবদ্য। প্রতিটি মানুষ যেন ক্ষুধা ও দরিদ্রতা দূর করার জন্য তার নিজের অন্তর্নিহিত সৃজনশীলতা ব্যবহার করে নিজেদের একজন পরিবর্তনের রূপকার হিসেবে তৈরি করতে পারে সেজন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিগত ত্রিশ বছর ধরে। জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ, স্ব-শাসিত ইউনিয়ন পরিষদ অ্যাডভোকেসি গ্রুপে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দৃঢ়তার সঙ্গে।

উন্নয়ন যাত্রায় তাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বছরের পথচলাকে জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন। স্রষ্টার কাছে তাঁর আরও কর্মময় সুস্থ ও দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

হুমায়ুন কবীর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউট

দি হাঙ্গার প্রজেক্টে ড. বদিউল আলম মজুমদারের ৩০ বছর পূর্তিতে আমি তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে পারা নিশ্চয়ই একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও অর্জন।

সমাজের পিছিয়ে মানুষের উন্নয়নে কাজ করার জন্য তিনি যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন তার প্রশংসা করতেই হবে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর পড়াশুনা করেছেন, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশে এসে হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে যে কাজ করেছেন তাকে আমি অসাধারণ কাজ বলে মনে করি। মনের জোর, প্রতিশ্রুতি ও আনুগত্যের শক্তি না থাকলে এধরনের কাজ করা সম্ভব নয় বলে আমার ধারণা।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তাদের যে চাহিদা ও প্রত্যাশা তা ড. মজুমদার উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সেই উপলব্ধিটা তিনি তার অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পেরেছেন। একটি গণতান্ত্রিক, অংশগ্রহণমূলক, সকলের জন্য একটি উপাদেয় সমাজ বিনির্মাণের জন্য যে চাহিদা ও প্রত্যাশা সে বিষয়ে তিনি সাহসের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। আমার ধারণা যে, হাঙ্গার প্রজেক্ট-এ তার কাজ এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে তার কাজের ফলে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই অভিজ্ঞতাটাকেই তিনি সমৃদ্ধ করেছেন এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমুন্নত রাখার জন্যই তিনি কাজ করছেন।

আমি তার দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং তিনি যে ব্রত ও অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছেন সে কাজটা করে যাবেন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

হেরাল্ডিক হাইটস
২/২, (লেভেল-৪), ব্লক-এ
মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯ ও ৯১৪ ৬১৯৫
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫

The Hunger Project. BANGLADESH

thpbd.org | thp.org
facebook.com/THPBangladesh